কাসীদা বুরদা

(কাসীদা গাওসিয়া, দু'আয়ে সুরয়ানী ও
হিযবুল বাহরের বঙ্গানুবাদসহ)

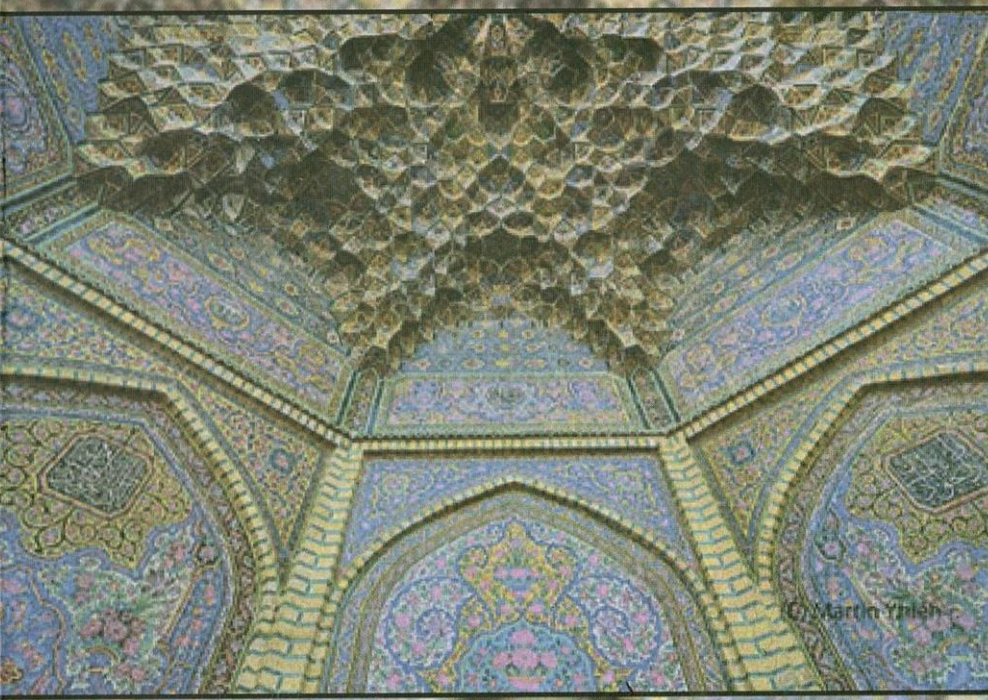

মাওলানা মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ (র)
অনূদিত

কাসীদা বুরদা

(কাসীদা গাওসিয়া, দু'আয়ে সুরয়ানী ও
হিযবুল বাহরের বঙ্গানুবাদসহ)

মাওলানা মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ (র)
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

কাসীদা বুরদা
(কাসীদা গাওসিয়া, দু'আয়ে সুরয়ানী ও হিযবুল বাহরের বঙ্গানুবাদসহ)
অনুবাদ : মাওলানা মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ (র)

[ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

ইফা প্রকাশনা : ২৭৮৬
ইফা গ্রন্থাগার : ৮৯২.১
ISBN : 978-984-06-1611-5

ইফা প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১৮
পৌষ ১৪২৪
রবিউস সানী ১৪৩৯

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক.
ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ : ফারজীমা মিজান শরমীন

কম্পিউটার কম্পোজ : আল-লিসান কম্পিউটার

মুদ্রণ ও বাঁধাই
বোরহান উদ্দিন মোঃ আবু আহসান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য: ৮৪.০০ (চুরাশি) টাকা

QASIDA BURDA (With translation into Bangla of Qasida Gausia, Dua-e Suryani and Hizbul Bahar) : Translated by Moulana Muhammad Fazlullah (R) into Bangla and published by Dr. Syed Shah Amran, Project Director, Islamic Books Publication Project-2nd phase, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538 January 2018

E-mail : publicationifa@gmail.com
Website : www. islamicfoundation.gov.bd

Price : Tk 84.00 ; US Dollar : 3.00

প্রকাশকের কথা

'কাসীদা বুরদা' রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসায় রচিত একটি বিখ্যাত কবিতা। এর রচয়িতা হলেন হযরত ইমাম সালেহ মুশাররফুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহম্মদ ইব্ন হাসান বুসীরী (র)। এই কাসীদা রচনার কারণ হলো, এক সময় লেখক পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর শরীরের নিম্ন-অর্ধাংশ অসাড় হয়ে যায় এবং তিনি অচল ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। বহু চিকিৎসার পর নিরাশ হয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসায় একখানা কাসীদা রচনা করবেন যার উসীলায় তিনি মহান আল্লাহর দরবারে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের দরখাস্ত করবেন। এই কাসীদা রচনার পর তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দীদার (দর্শন) লাভ করেন এবং তিনি এ রোগ থেকে শেফা লাভের নিবেদন করলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দেহের রোগাক্রান্ত অংশে হাত বুলিয়ে দেন। ভোরে নিদ্রা ভঙ্গের পর বিছানা হতে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে উঠে দাঁড়ালেন—এটি এই কাসীদার একটি কারামত।

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় বিদগ্ধ আলেম ও মনীষী মাওলানা মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ (র) এই বিখ্যাত কাসীদাটির বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন যা ১৯৬৫ খ্রি. সালে প্রথম ছাপা হয়। তিনি এই বিখ্যাত কবিতাটির অনুবাদের পাশাপাশির পুস্তকটিতে হযরত বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী (র) রচিত 'কাসীদা গাওসিয়া'সহ 'দু'আয়ে সুরয়ানী' ও 'হিযবুল বাহর'-এর অনুবাদও সংযোজন করেছেন যা পুস্তকটির মান আরো উন্নত করেছে। আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আশা করি পুস্তকটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ আমাদের এ শ্রম কবূল করুন। আমীন!

ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সম্পাদকের নিবেদন

কাসীদাতুল বুরদা, কাসীদায়ে গাউসিয়া, দু'আয়ে সুরয়ানী ও হিযবুল বাহর দু'আগুলো আমাদের ধর্মীয় ও তাসাওউফ প্রভাবিত সমাজে ভক্তি সহকারে বরকত হাসিলের নিয়তে পঠিত হয়। এর প্রথমটি রাসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসায় একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত কবির লেখা সুদীর্ঘ কবিতা এবং তার বিনিময়ে স্বপ্নযোগে নবী করীম (সা)-এর সাক্ষাৎ ও পক্ষাঘাত হতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের সারণি। দ্বিতীয়টিকে বলা যায়, আধ্যাত্মিক সাগরের ঢেউ-তরঙ্গে বিজয়বেশী নাবিকের বলিষ্ঠ উচ্চারণের মতো বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র)-এর বিখ্যাত কাসীদা। তৃতীয়টি আল্লাহ তা'আলার ভাষায় বান্দার আত্মনিবেদনের এক ব্যতিক্রমী আর্তনাদ আর চতুর্থটি কঠিন সংকট উত্তরণে উপায়ন্তর হিসেবে একজন বুযুর্গের ইলমাহলব্ধ একটি দু'আ। কিন্তু এসব কাসীদায় দু'আর মাধ্যমে কী নিবেদন করা হয়, তা অনেকে জানে না; কিংবা জানার প্রয়োজনও বোধ করেন না। অথচ জেনে বুঝে আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদন করা, তার সাহায্য কামনা করা প্রিয়নবী (সা)-এর ভালোবাসায় প্রাণকে সতেজ ও উজ্জীবিত রাখা প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মানুষের একান্ত প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে এই বইটির প্রকাশনা সে প্রয়োজন পূরণে বিরাট অবদান রাখবে, সন্দেহ নেই।

বইটির অনুবাদক বিদগ্ধ আলেমে দীন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ফযলুল্লাহ (র)। তিনি আমার পিতৃতুল্য উস্তাদ। দক্ষিণ চট্টগ্রামের চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় তার স্নেহের পরশে আমি মানুষ হয়েছি। তিনি কত বড় মাপের মনীষী ছিলেন তা অল্প পরিসরে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তিনি প্রতিভাধর শিক্ষক ছিলেন। আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। আরবী ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ হিসেবে তার কয়েকটি রচনা অনন্য। উর্দু ভাষায় রচিত তাঁর অন্তত দু'টি বই বাংলায় অনুবাদ করা হলে আরবী শিক্ষার্থীরা অবশ্যই উপকৃত হবে। তিনি আমাকে আরবী ব্যাকরণের বিশেষ দরস দিয়েছিলেন এবং ফারসী ভাষা শিখিয়ে দেয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি, তার পবিত্র যবানের এতটুকুন ইশারায় ইরান গিয়ে ফারসী ভাষা রপ্ত করার তাওফীক আল্লাহ

পাক আমাকে দিয়েছেন। যার ফলে মাওলানা রূমী (র)-এর মসনবী শরীফ অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সাহস হয়েছে এবং প্রথম খণ্ড ইতোমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

জ্ঞান, মনীষাকে ছাপিয়ে যে বৈশিষ্ট্যটি তাঁকে অনন্য করে রেখেছে, তা তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এ কারণে তিনি মাদ্রাসার নিয়মতান্ত্রিক উস্তাদদের উর্ধ্বে আজীবন নাজেমে আলা বা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপকের মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন। চুনতির শাহ হাফেয আহমদ (র) প্রবর্তিত ১৯ দিনব্যাপী পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা) মাহফিলের বিষয়ভিত্তিক রূপকার হিসেবে যুগ যুগ ধরে তার স্মৃতি অমলীন থাকবে। কাজেই বইয়ের কাসীদাগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্বের সাথে হযরত মাওলানা ফযলুল্লাহ (র) অনুবাদ করাতে এর গুরুত্ব বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে অনেক বেশি। বইটির পরিমার্জনার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের পরিচালক ড. সৈয়দ শাহ ইমরানের পক্ষ হতে প্রস্তাবটি পেয়ে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। কারণ, হুযূর নিজেই এমনটি অনুমতি আমাকে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিতব্য স্মারকে হুযূরের বাণী নেয়ার জন্য যখন লোকেরা আসত, তখন তাঁর বক্তব্য অনুলিখন করার সময় একবার বলেছিলেন, কোথাও ভাষাগত তারতম্য করতে হলে তুমি করে নিও।

শেষ জীবনে তার অমূল্য বাংলা রচনার পাণ্ডুলিপি 'যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম' আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'যখন পার ছাপানোর ব্যবস্থা করবে। তোমাকে দিলাম।' ছাপানোর সামর্থ্য আমার ছিল না বলে ইরানে অবস্থানকালে আমার সনদপত্রের সঙ্গে সযত্নে রাখতাম। হুযূরের সন্তানগণ উপযুক্ত হয়েছেন দেখে ড. হোসামুদ্দিনের হাতে তুলে দিয়েছিলাম দেশে ফেরার পর। আজ সেসব স্মৃতি ভীড় জমাচ্ছে আমার মনে পর্দায়।

বর্তমান বইটি প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ইসলামিয়া লাইব্রেরি আন্দরকিল্লাহ, চট্টগ্রাম হতে ১৯৬৫ সালে। উদ্যোক্তা ছিলেন চুনতির দরবেশ প্রকৃতির মহৎপ্রাণ ব্যক্তি ইসলামিয়া লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী আলহাজ্ব শামসুল হুদা খান সিদ্দিকী। একই প্রকাশনী হতে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয় ১৯৭৭ সালে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৩ সালে। এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন কমরুল হুদা খান সিদ্দিকী। এবারে জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন তা প্রকাশ করছে। এর ফলে আশাকরি দু'আগুলোর আবেদন ও প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনকে সুবাসিত করবে।

হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ (র) আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন অনেক আগে ১৯৭৯ সালে। কিন্তু যাদের জীবন জ্ঞান মনীষায় আকীর্ণ তারা মরেও অমর। চুনতি আলিয়া মাদ্রাসার পূর্ব পাশের টিলায়, যেখানে অসংখ্যা আলেম ও ওলী আল্লাহ শায়িত আছেন, তার পাদদেশে চুনতি মাদ্রাসাকে সামনে রেখে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত। তাঁর ইন্তিকালের এত বছর পর আবারো তার জ্ঞানের পরশ পেয়ে আমি ধন্য, আবেগে আপ্লুত আর ড. সৈয়দ শাহ্ এমরানের কাছে কৃতজ্ঞ।

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

কৃতজ্ঞতা

এই মহা মূল্যবান পুস্তকের আরবী কবিতাসমূহের সার্থক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বিদগ্ধ আলেম ও মনীষী আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (র)। ভারতের সাহারানপুর হতে ১৯২৩ সালে ছাত্রত্ব শেষ করার পর থেকে তাঁর পুরো জীবন অতিবাহিত হয়েছে দীনী ইল্‌মের অধ্যাপনায়। তিনি ১৯২৩ হতে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোলাকাতা আকড়া কুদসিয়াহ মাদরাসায় অধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস পদে অধিষ্ঠিত থেকে মাদরাসার সার্বিক উন্নতি সাধন করেন। এরপর দেশে ফিরে দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসার নাযেমে আলা (সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক) পদে আসীন থেকে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, মানতিক (যুক্তিশাস্ত্র), ফলসাফা (দর্শন), বিশেষত আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন।

তিনি স্বভাবকবি ছিলেন এবং আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় তাঁর রচিত কবিতামালা কালোত্তীর্ণ। বাংলায় রচিত তাঁর শোকগাঁথা ও বীরত্বগাথা কবিতাসমূহ বিভিন্ন মাহফিলে পঠিত হত। উর্দু ভাষায় রচিত তাঁর কবিতাগুলো চিন্তা, মনন ও জাতিগঠনমূলক আবেদনের দিক থেকে আল্লামা ইকবাল ও কবি মির্জা গালিবের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। ফারসীতে রচিত কবিতাগুলো ছিল মাওলানা রূমীর মসনবী শরীফের কবিতার সাথে তুলনীয়। আরবী কবিতায় ভাবের ওজস্বিতা, কাব্যালঙ্কারের বিন্যাস ও জাতির উজ্জীবনী শক্তি সঞ্চারের বিচারে অতুলনীয় ছিল।

তাঁর কবিতার অনন্য বৈশিষ্ট্যের অনিবার্য অনুষঙ্গ ছিল আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের মহিমা ও মহত্ত্ব বর্ণনা এবং রাসূল আকরাম (সা)-এর প্রতি প্রাণঢালা ভালোবাসা ও প্রচণ্ড আবেগ। 'শামায়েলে তিরমিযী'র অনুবাদ তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

শব্দচয়নে নৈপুণ্য, বাক্য বিন্যাসে শৈল্পিক দ্যোতনা আর উপমা উৎপ্রেক্ষায় চমৎকারিত্বের সাথে ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতা তাঁর রচনাবলীকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তাঁর ভাষাজ্ঞান, মননের ঐশ্বর্য ও চিন্তার প্রখরতার আরেকটি প্রমাণ

বক্ষমান পুস্তক কাসীদা বুরদা ও সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি কাসীদা ও দু'আর বাংলায় সহজ সরল ও প্রামাণ্য অনুবাদ। অনুবাদ হলেও যে কোনো পাঠক এর মধ্যে মৌলিক রচনার স্বাদ পাবেন এবং রাসূল (সা)-এর ভালোবাসার তরঙ্গ মাঝে হারিয়ে যাবেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই মহান মনীষীর বইখানি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে— এ জন্যে তাঁর নগণ্য সন্তান হিসেবে আমি কৃতজ্ঞ। এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আমাদের পরিবারের পক্ষ হতে শোকরিয়া জানাচ্ছি।

প্রফেসর ড. আবু রেজা মোহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী, এমপি

সূচীপত্র

কাসীদা বুরদার পরিচয় ১১
কাসীদা বুরদার মর্যাদা ও তা'ছীর ১২
কাসীদা বুরদা পাঠ করার নিয়ম ১৪
প্রথম পরিচ্ছেদ : হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহব্বত ও ইশ্‌কের বয়ান . ২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নফসের ভোগ ও বিলাসপ্রিয়তায় বাধা দেয়া..... ২৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসা..... ৩১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হযরত (সা)-এর জন্মগ্রহণ ৩৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মু'জিযাসমূহ..... ৪২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : কুরআন পাকের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য..... ৪৭
সপ্তম পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইসরা ও মি'রাজ শরীফের বর্ণনা... ৫২
অষ্টম পরিচ্ছেদ : হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জিহাদর সম্পর্কিত বর্ণনা ... ৫৫
নবম পরিচ্ছেদ : পাপমুক্তির প্রার্থনা ও হযরত (সা)-এর শাফাআত লাভের বাসনা..... ৬০
দশম পরিচ্ছেদ : মুনাজাত এবং হাজত পেশ করা ৬৩
কাসীদা গাওসিয়া : পূর্বাভাষ..... ৬৬
এই কাসীদার বৈশিষ্ট্য ও তা'ছীর..... ৬৮
পাঠপ্রণালী ৬৮
বঙ্গানুবাদ কাসীদায়ে গাওসিয়া..... ৬৮
দু'আয়ে সুররানী ৭৭
বিশেষত্ব ও ফযীলত ৭৭
বঙ্গানুবাদ দু'আয়ে সুররানী..... ৭৮
হিযবুল বাহর ৮৯
শানে যহুরে দু'আয়ে হিযবুল বাহর..... ৮৯
ইজাযত বা অনুমতির বর্ণনা..... ৯১
বঙ্গানুবাদ হিযবুল বাহর ৯২

কাসীদা বুরদা

نحمد ونصلى على رسوله الكريم

কাসীদা বুরদার পরিচয়

এই অতি মুতাবাররাক কাসীদার আসল নাম 'আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ্ ফী মানাকিবি খাইরিল বরিয়্যাহ'। তবে এর প্রসিদ্ধ প্রচলিত নাম হলো 'আল-কাসীদাতুল বুরদা বা কাসীদা বুরদা। এই কাসীদার রচয়িতা হলেন হযরত ইমাম সালেহ মুশাররফুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন হাসান বুসীরী (র)। এতে তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসা বর্ণনা করেছেন। তিনি হুযূর (সা)-এর না'ত সম্পর্কে আরও একাধিক কাসীদা লিখেছিলেন। তবে এই কাসীদা রচনার বিশেষ একটি কারণ ছিল। এক সময় তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর শরীরের নিম্ন-অর্ধাংশ অসাড় হয়ে যায় এবং তিনি অচল ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। বহু চিকিৎসার পর নিরাশ হয়ে তিনি এরাদা করলেন, হযরত নবী করীম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনাকেব ও প্রশংসায় একখানা কাসীদা লিখে তার উসীলায় আল্লাহ জল্লাশানুর দরবারে এই যন্ত্রণা হতে মুক্তি লাভের দরখাস্ত করবেন। তিনি এই কাসীদা লিখে শুক্রবার রাতে এক খালিঘরে পূর্ণ ভক্তি, মহব্বত ও মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করতে আরম্ভ করেন। পড়তে পড়তে কোন মুহূর্তে নিদ্রা এসে তাঁকে আচ্ছন্ন করল তা তিনি টেরও পেলেন না। সে সময় স্বপ্নে হযরত (সা)-এর দীদার (দর্শন) হাসিল হয়। তিনি সবিনয়ে শেফা লাভের দু'আর জন্য নিবেদন করলে হুযূর রাহমাতুল্লিল আলামীন তাঁর দেহের রোগাক্রান্ত অংশে হাত বুলালেন। ভোরে নিদ্রা ভঙ্গের পর বিছানা হতে উঠে দাঁড়ালেন সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে। এ হচ্ছে এই কাসীদার প্রথম জ্বলন্ত কারামত।

সকালে তিনি বাজারের দিকে চলেছেন, পথিমধ্যে হাঠাৎ এক দরবেশ এসে সালাম দিয়ে বললেন, আমি আপনার সে কাসীদা শুনতে চাই যা আপনি হুযূর (সা)-এর প্রশংসায় লিখেছেন। তিনি বললেন, আমি সে বিষয়ে একাধিক কাসীদা লিখেছি আপনি কোনটির কথা বলছেন? দরবেশ বললেন, যেটির আরম্ভে

(أمين تذكر جيران) আছে সেটির কথা বলেছি। শেখ সাহেব আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন, খোদার কসম! আমি এই কাসীদা এযাবৎ কাউকে দেইনি, আপনি কীভাবে অবগত হলেন? দরবেশ বললেন, খোদার কসম! আপনি গতরাতে হুযূর (সা)-কে শুনাচ্ছিলেন সে সময় আমি শ্রবণ করেছি। জানা গেল যে, আল্লাহ পাক তাকে কবুল করে তখনই স্বীয় খাস বন্দাদের মধ্যে প্রচারিত করেন। এ হচ্ছে এই কাসীদায় ২য় কারামত। এ ঘটনা জানাজানি হলে এই কাসীদা সারা ইসলাম জগতে পরিচিত হয় এবং তার হাজার হাজার কারামত ও বরকত প্রকাশ পায়। মালিক তাহিরের উজির বাহাউদ্দিন সাহেব এই কাসীদা খোলা মস্তক, খোলা পায়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় শুনতেন। তাঁর নায়েব সা'দুদ্দিন সাহেবের চোখ খারাপ হয়েছিল। এই কাসীদা চোখে লাগিয়ে রাখামাত্রই তার আরোগ্য লাভ হয়।

কাসীদায়ে বুরদার মর্যাদা ও তা'ছীর

(১) বয়সে বরকতের জন্য হাজার বার পড়বে। (২) বালা-মুসীবত দূর হওয়ার জন্য ৭১ বার পড়বে। (৩) দুর্ভিক্ষ ও মুদ্রাস্ফিতি দমনের জন্য ৩ শত বার। (৪) সন্তান হওয়ার জন্য ১১৬ বার। (৫) খুব কঠিন কাজ সহজ হওয়ার জন্য ৭৭১ বার পড়বে। (৬) যে ব্যক্তি প্রত্যহ একবার পড়বে বা অপর কেউ পাঠ করে তাঁর দেহে দম করবে সে সকল বিপদ হতে নিরাপদ থাকবে। (৭) যিনি প্রত্যহ একবার পাঠ করে স্বীয় সন্তানদের শরীরে দম করবেন; তাদের হায়াত দারায হবে। (৮) যে ব্যক্তি রাতে ৭০ বার ৭ জুমু'আ পর্যন্ত পড়বে সে লোক সৎকর্মশীল নেকবখত ও ধনী হবে। (৯) নিদ্রা গৃহে যিনি যেই উদ্দেশ্য নিয়ে পড়বেন তা স্বপ্নে দেখবেন। (১০) যিনি পুরাতন গোরস্থানে বসে প্রত্যহ ৪১ বার করে ৪০ দিন পড়বে তার দুশমন ধ্বংস হবে। (১১) একবার পড়ে গোলাপ জলের উপর দমকরত সন্তানকে পান করালে এবং তা ৭ দিন করলে তার স্মরণশক্তি প্রখর হবে। (১২) কোন বড় বিপদ আসলে তিনটি রোযা রাখবে আর প্রত্যহ ২১ বার পাঠ করবে। (১৩) মুশ্‌ক, জাফরান দ্বারা লিখে তা'বিজ করে গলায় রাখলে ৭০ প্রকার বালা-মুসীবত হতে রক্ষা পাবে। (১৪) যে বাড়িতে প্রত্যহ ৩ বার পড়বে সে বাড়ি বহু প্রকার বালা-মুসীবত হতে নিরাপদ থাকবে। (১৫) যদি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে তবে শুক্রবার রাতে ২৭ বার পড়বে এবং ২৭ রকমের জিনিস সদ্‌কা করবে, (১৬) যে ঘরে এই কাসীদা থাকবে চুরি

ডাকাতি হতে রক্ষা পাবে। (১৭) যেই লোক জীবনে ৭ হাজার বার পাঠ করবে ১০০ বছর হায়াত পাবে। (১৮) গোলাব জলের উপর পড়ে তা (জামা-কাপড়ে) ছিটালে জনপ্রিয় হবে (১৯) মুসাফেরী অবস্থায় প্রত্যহ একবার পাঠ করলে বিপদমুক্ত থাকবে। (২০) ঋণগ্রস্ত হলে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে হাজার বার পাঠ করবে। (২১) যে বাড়িতে তা পঠিত হয় তা ৭ রকম বিপদ হতে সুরক্ষিত থাকবে। যেমন (ক) জিনের গণ্ডগোল, (খ) কলেরা, (গ) বসন্ত, (ঘ) চক্ষুরোগ (ঙ) অশুভতা, (চ) পাগলামী রোগ, (ছ) হঠাৎ মৃত্যু। আবার ৭ প্রকার জিনিস বৃদ্ধি পাবে। যেমন (ক) হায়াত লম্বা হবে, (খ) রিযিক্ প্রশস্ত হবে, (গ) স্বাস্থ্য, (ঘ) ধন-মাল ও (ঙ) নূরে মুহাম্মদী (সা) দর্শন লাভ হবে, (চ) স্বাবলম্বী হবে, (ছ) সর্বদা শান্তি বিরাজ করবে। (২২) সর্বদা অযীফারূপে পাঠ করলে হুযূর (সা)-এর নেক নজর লাভ করবে। কেউ তার ক্ষতিসাধন করতে চাইলে সে ব্যক্তির নিজের ক্ষতি হবে। (২৩) সফরে যাওয়ার পূর্বে তার লাভ বা ক্ষতি জেনে নেয়ার জন্য হাজার বার দরূদ শরীফ পড়ে এই কাসীদা তিন বার পাঠ করবে, স্বপ্নে হুযূর (সা) লাভ, ক্ষতি জানিয়ে দেবেন। (২৪) কেউ কোন মুসাফিরের অবস্থা জানতে চাইলে শুক্রবার রাতে কয়েক বার দরূদ শরীফ পড়ে তা তিনবার পাঠ করবে। (২৫) কারও উপর জিনদের আছর হলে প্রত্যহ একবার পড়ে দম করবে, এরূপ ৪০ দিন করবে। (২৬) সন্তান জন্মগ্রহণের পর সাগর বা নদীর পানির উপর তা ৯ বার দম করে সে পানি দ্বারা গোসল করালে সকল বিপদ হতে সুরক্ষিত থাকবে। (২৭) প্রসব বেদনায় গোলাব জলে ৩ বার দম করে প্রসূতীকে পান করাবে, আর সামান্য কোমরে মালিশ করবে। (২৮) নৌকার উপর ভ্রমণকারী একবার পড়বে তাতে ঝড় বাতাস হলেও ক্ষতি হবে না। (২৯) বিনা দোষে জেলে পড়লে তা পাঠ করতে থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ্ খালাস হওয়ার পথ হয়ে যাবে। (৩০) জমিনে ফসল না ফললে বীজের উপর তা পাঠ করে দম করত বপন করবে। (৩১) যার ক্ষেতে পাখির উপদ্রব হয় তা ৭ বার পাঠ করে গুড়া মাটির উপর প্রত্যেক বার দম্ করবে এবং সে মাটি ক্ষেতে ছড়িয়ে দেবে। এ ছাড়াও যে কোন সঙ্গত ও জায়েয মকসুদ লাভের উদ্দেশ্যে এই কাসীদার বরকত হাসিল করলে সাফল্য লাভের পূর্ণ আশা করা যায়। ফলকথা, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি যে ব্যক্তির যতদূর ভক্তি মহব্বত আছে তিনি ততদূর ফল লাভ করবেন, সন্দেহ নেই। যিনি আল্লাহর হাবীব, যাঁর নূর হতে উভয় জগত অস্তিত্ব

লাভ করেছে, উভয় জগতের এমন কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে যা তাঁর উসীলাতে হাসিল হবে না? মূল বিষয় হচ্ছে হযরত (সা)-এর প্রতি ভক্তি, মহব্বত, তাঁর আদর্শ অনুসরণ।

কাসীদা বুরদা পাঠ করার নিয়ম

ওযুর পর কেব্‌লার দিক মুখ করে বসবে। শুরুতে ও শেষে ১৭ বার করে দরূদ শরীফ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ .

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের সর্দার উম্মী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর বংশধর ও তাঁর জাঁনেছার (প্রাণ-উৎসর্গী) সঙ্গীগণের প্রতি অবিরাম রহ্‌মত, বর্‌কত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

অতঃপর আল্লাহ পাকের ৯৯ নাম পাঠ করবে। যথা :

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ		اَلرَّحْمٰنُ
তিনি আল্লাহ জাল্লা শানুহু, যিনি ব্যতীত অপর কোন উপাস্য মা'বুদ নাই		পরম করুণাময়
اَلرَّحِيْمُ	اَلْمَلِكُ	اَلْقُدُّوْسُ
অনন্ত দয়াময়	সর্বাধিপতি সর্বময় কর্তা	(সর্ব প্রকার দোষ হতে) পরম পবিত্র
اَلسَّلَامُ	اَلْمُؤْمِنُ	اَلْمُهَيْمِنُ
সর্বময় শান্তিদাতা	নিরাপত্তা বিধায়ক	সর্বস্ব সংরক্ষণকারী
اَلْعَزِيْزُ	اَلْجَبَّارُ	اَلْمُتَكَبِّرُ
সর্বোচ্চ পরাক্রমশালী	সকল প্রকার ক্ষতি ও অভাব পূরণকারী	পরম গৌরবময়

اَلْخَالِقُ	اَلْبَارِئُ	اَلْمُصَوِّرُ
সর্ব স্রষ্টা	স্রষ্টা	আকৃতি দাতা
اَلْغَفَّارُ	اَلْقَهَّارُ	اَلْوَهَّابُ
অসীম পাপমোচনকারী	মহা প্রতাপশালী	অপার দানশীল
اَلرَّزَّاقُ	اَلْفَتَّاحُ	اَلْعَلِيمُ
একক রিযিকদাতা	সর্ব সমস্যা সমাধানকারী	সর্বজ্ঞ
اَلْقَابِضُ	اَلْبَاسِطُ	اَلْخَافِضُ
রিযিক সংকোচনকারী	রিযিক প্রশস্তকারী	অবনতকারী বা পতন-কারী (নাফরমানকে)
اَلرَّافِعُ	اَلْمُعِزُّ	اَلْمُذِلُّ
উচ্চাসন দাতা (বিনয়ী, বাধ্য বান্দাকে)	মর্যাদা দানকারী	অপমানকারী (অহঙ্কারী নাফরমানকে)
اَلسَّمِيْعُ	اَلْبَصِيْرُ	اَلْحَكَمُ
সর্বশ্রোতা	সর্বদ্রষ্টা	অকাট্য মীমাংসা দাতা
اَلْعَدْلُ	اَللَّطِيْفُ	اَلْخَبِيْرُ
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাতা	পরম সূক্ষ্মদর্শী	সর্ববিষয় অবগত
اَلْحَلِيْمُ	اَلْعَظِيْمُ	اَلْغَفُوْرُ
সহিষ্ণু, গম্ভীর	সর্বমহান	অনন্ত পাপমোচনকারী
اَلشَّكُوْرُ	اَلْعَلِيُّ	اَلْكَبِيْرُ
কৃতজ্ঞ বান্দার প্রতিদান দাতা	সর্বোচ্চতার অধিকারী	সর্বময় বিরাট

اَلْحَفِيْظُ	اَلْمُقِيْتُ	اَلْحَسِيْبُ
পরম রক্ষাকর্তা	পরম রিযিক দাতা সর্ব সৃষ্টির আহারদাতা	সূক্ষ্ম হিসাবরক্ষক
اَلْجَلِيْلُ	اَلْكَرِيْمُ	اَلرَّقِيْبُ
মহান মহিমাময়	পরম শিষ্টাচারী	অতন্দ্র প্রহরী
اَلْمُجِيْبُ	اَلْوَاسِعُ	اَلْحَكِيْمُ
প্রার্থানা মঞ্জুরকারী	পরম প্রশস্ততার অধিকারী	পরম বিজ্ঞ
اَلْوَدُوْدُ	اَلْمَجِيْدُ	اَلْبَاعِثُ
অনন্ত স্নেহশীল	সর্বোচ্চ মহত্ত্বের অধিকারী	সকল মৃতের উত্থানকারী (হাশরে)
اَلشَّهِيْدُ	اَلْحَقُّ	اَلْوَكِيْلُ
সর্বত্র বিদ্যমান	তর্কাতীত সত্য মা'বুদ	সর্ববিধায়ক
اَلْقَوِيُّ	اَلْمَتِيْنُ	اَلْوَلِيُّ
সর্বশক্তিমান	অটল	প্রিয় বন্দাগণের পরম অভিভাবক
اَلْحَمِيْدُ	اَلْمُحْصِيْ	اَلْمُبْدِئُ
সর্বোচ্চ প্রশংসাকারী সর্বোচ্চ প্রশংসিত	সর্ব পরিবেষ্টনকারী	অপূর্ব স্রষ্টা
اَلْمُعِيْدُ	اَلْمُحْيِيْ	اَلْمُمِيْتُ
পুনঃ স্রষ্টা	জীবন দাতা	জীবন হন্তা
اَلْحَيُّ	اَلْقَيُّوْمُ	اَلْوَاجِدُ
চিরঞ্জীব	চির বিদ্যমান, সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ক	অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক

اَلْمَاجِدُ	اَلْوَاحِدُ	اَلْاَحَدُ
সর্বমহৎ	একক, অদ্বিতীয়	এক, একক
اَلصَّمَدُ	اَلْقَادِرُ	اَلْمُقْتَدِرُ
নিরভাবী (অমুখাপেক্ষী)	বিশাল ক্ষমতাশালী	ক্ষমতা প্রকাশক
اَلْمُقَدِّمُ	اَلْمُؤَخِّرُ	اَلْاَوَّلُ
অগ্রগতিদাতা	পশ্চাদগতিদাতা	অনাদি
اَلْاٰخِرُ	اَلظَّاهِرُ	اَلْبَاطِنُ
অনন্ত	প্রকাশমান	জ্ঞান ও দৃষ্টিশক্তির আওতা বহির্ভূত
اَلْوَالِىْ	اَلْمُتَعَالِىْ	اَلْبَرُّ
সর্বক্ষম অধিনায়ক	সর্বোচ্চ মহান	চির হিতকারী
اَلتَّوَّابُ	اَلْمُنْعِمُ	اَلْمُنْتَقِمُ
অসীম তওবা গ্রহণকারী	নেয়ামত দ্বারা পুরস্কার দানকারী	প্রতিশোধ গ্রহণকারী
اَلْعَفُوُّ	اَلرَّءُوْفُ	مَالِكُ اَلْمُلْكِ
ক্ষমাকারী	অসীম দয়াময়	বিশ্ব-রাজাধিরাজ
ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ	اَلرَّبُّ	اَلْمُقْسِطُ
প্রতাপশালী মহিয়ান	পরম পালনকর্তা	ইনসাফকারী
اَلْجَامِعُ	اَلْغَنِىُّ	اَلْمُغْنِىْ
মানব-দানব ইত্যাদির একত্রকারী	সর্বধনের মূল মালিক	ধনদাতা

اَلْمُعْطِيْ	اَلْمَانِعُ	اَلضَّارُّ
সর্বোচ্চ দানশীল	প্রতিরোধকারী	সর্বক্ষম অপকার সাধনকারী (দুষ্টদের)
اَلنَّافِعُ	اَلنُّوْرُ	اَلْهَادِىْ
সর্বক্ষম উপকার সাধনকারী (সৎলোকের)	জ্যোতির্ময়	হেদায়াত দাতা
اَلْبَدِيْعُ	اَلْبَاقِىُ	اَلْوَارِثُ
নমুনা ব্যতীত সৃষ্টিকর্তা	অনন্ত বিদ্যমান	সর্বান্তেও বিদ্যমান
اَلرَّشِيْدُ	اَلصَّبُوْرُ	اَلصَّادِقُ
হেদায়ত দানের অধিকারী	অসীম ধৈর্যময়	সত্যবাদী

اَلسَّتَّارُ

বান্দাদের দোষ গোপনকারী

اَلَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ . غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ . نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ .

"যিনি এমনই পরম গুণাবলী ও চরম ক্ষমতার অধিকারী যে, তাঁর সদৃশ্য বা সমকক্ষ কেউ বা কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার ক্ষমার প্রার্থী আমরা। আপনার প্রতিই আমাদের প্রত্যাবর্তন। উত্তম মনিব ও উত্তম সহায়ক আপনি।"

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ
وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ . بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ.

"আল্লাহ জাল্লা শানুহু অবিরাম রহমত বর্ষণ করুন, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর বংশধর ও সমস্ত সাহাবগণের প্রতি। হে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ করুণাময়! আপনার অসীম রহমত দ্বারা আমার প্রার্থনা কবুল করুন।"

অতঃপর নিম্নলিখিত হাম্‌দ ও সালাতের বয়েতগুলি পাঠ করবেন

بسم الله الرحمن الرحيم

অনন্ত দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহর নামে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ذِى الْاِنْعَامِ وَالْاِكْرَامِ
حَمْدًا كَثِيْرًا يُّوَارِىْ كَثْرَةَ النَّعَمِ .

অফুরন্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা, অপরিসীম নেয়ামতের অনুপাতে আমাদের পক্ষ হতে পরম পুরস্কার নেয়ামতদাতা আল্লাহ জল্লা শানুহুর দরবারে পেশ হোক, যিনি সর্বপ্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার সত্যিকার অধিকারী।

(২) ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ
سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ فِىْ النَّسَمِ

অতঃপর বিশ্বের নবীকুল শিরোমণি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবিরাম রহমত বর্ষিত হতে থাকুক।

(৩) لَوْلَاهُ مَا خَلَقَ الْاَفْلَاكَ خَالِقُهَا
لَوْلَاهُ مَا خَرَجَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَدَمِ

তিনি না হলে আসমানসমূহের স্রষ্টা তা সৃষ্টি করতেন না। তিনি না হলে মানবজাতি অনস্তিত্বের গণ্ডি হতে বের হয়ে অস্তিত্বে আসত না। সর্বসৃষ্টি তাঁরই খাতিরে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

(৪) اَرْسَلَهٗ بِالْهُدٰى لِلنَّاسِ اَجْمَعِهِمْ

اَرْسَلَهٗ رَبُّهٗ بِالْعِلْمِ وَالْحِكَمِ

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সর্বমানবের জন্য হেদায়াতের আলো দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে তার প্রভু ইল্‌ম ও হিকমত সহকারে পাঠিয়েছেন।

(৫) بِقَهْرِهٖ فَتَحَ الْبُلْدَانَ قَاطِبَةً

بِلُطْفِهٖ مَلَكَ الْاٰفَاقَ وَالْكَرَمِ

খোদা প্রদত্ত জয়শক্তি দ্বারা তিনি বহু দেশ জয় করেন, আল্লাহর মেহেরবানী ও দানশীলতা দ্বারা বহু দেশের বাদশাহ হন।

(৬) بِالْخُلْقِ كَرَّمَهٗ بِاللُّطْفِ اَكْرَمَهٗ

فَهُوَ الْكَرَامَةُ مِنْ فَوْقٍ اِلٰى قَدَمِ

আল্লাহ পাক মহান চরিত্র দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করেছেন ও বিশেষ মেহেরবানী দ্বারা তাঁকে মর্যাদাবান করেছেন। অতএব তিনি আপাদমস্তক বুযুর্গী ও শরাফতের আধার।

(৭) رَسُوْلُنَا اَفْصَحُ الصِّنْفَيْنِ اَمْلَحُهُمْ

نَبِيُّنَا قَدْ اُوْتِىَ جَوَامِعُ الْكَلِمِ

আমাদের প্রিয় নবী (সা) আরব, অনারব উভয় জাতির মধ্যে বিশুদ্ধতম ভাষণের অধিকারী। (আবার প্রকাশ্য সৌন্দর্যেও শ্রেষ্ঠতম।) আমাদের নবী (সা) (আল্লাহর তরফ হতে) দূরপ্রসারী কল্যাণময় সত্য মর্মাদিপূর্ণ বাণীসমূহ প্রচারে ক্ষমতা ও জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছেন।

(٨) لَهٗ مُحَاسِنُ لَا تُحْصٰى عَجَائِبُهَا

لِاَنَّهَا قَطَرَاتُ الْيَمِّ وَالدِّيَمِ

তাঁর বিস্ময়কর গুণাবলী গণনার অতীত। কেননা সেসব গুণাবলী সমুদ্রজলের বা বৃষ্টিধারার ফোটাসমূহের মত (অসংখ্য অগণিত।)

(٩) لَهٗ عَلٰى اُمَّةٍ مُّظْلِمَةٍ طَلَبَتْ

كَثِيْرُ حَقٍّ لَهٗ حَقَّتْ عَلَى الذِّمَمِ

অন্ধকার যুগের উম্মত যাদের বাস্তব অবস্থা হেদায়তের আলোর পিপাসু ছিল (এবং হযরত (সা) দ্বারা তারা তা পেয়েছে), তাদের উপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অসীম অগণিত হক প্রাপ্য সাব্যস্ত হয়ে বর্তেছে (অতএব এই উম্মতের উপর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর আদর্শের অনুসরণ চিরকাল কর্তব্য হয়ে থাকবে)।

(١٠) صَلُّوْا عَلَيْهِ كَمَا صَلَّى الْاِلٰهُ لَهٗ

وَسَلِّمُوْا سَرْمَدًا لِشَافِعِ الْاُمَمِ

তাঁর প্রতি অবিরাম রহমত বর্ষণের জন্য তোমরা দরূদ শরীফ পাঠ কর। যেমনিভাবে আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। আর সকল উম্মতের সুপারিশকারী হযরত (সা)-এর প্রতি চিরকাল সালাম পাঠাতে থাক।

(١١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ

وَاَصْحَابِهٖ اَبَدًا بِالْفَضْلِ وَالْكَرَمِ

হে আল্লাহ! আপনার ফযল ও করম হতে হযরত নবী করীম মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর বংশধর ও আসহাবের প্রতি চিরকাল রহমত বর্ষণ করুন।

(١٢) اٰمِيْنَ يَا رَبَّنَا مَا دَامَ نَازِلَةً

اِجَابَةً وَجَبَتْ لِدَعْوَةِ النَّدَمِ

হে পরওয়াদেগার! আমাদের দু'আ কবুল করুন যতদিন পর্যন্ত অনুতপ্ত ভগ্নহৃদয়ের জন্য কবুলিয়ত (অনুমোদন) নাযিল হতে থাকবে। (আপনি অনুতপ্তের

দু'আ কবুল করার যে অকাট্য ওয়াদা দিয়েছেন তা যেমন চিরকাল কার্যকরি থাকবে তেমনি আমাদের দু'আও সর্বদা কবুল করুন।)

(১৩) صَلَّى الْاِلٰهُ عَلَى الْمَبْعُوْثِ لِلْاُمَمِ
مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ

সকল জাতির প্রতি প্রেরিত আরব ও আজমের সর্দার মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্ পাক রহমত বর্ষণ করুন।

(১৪) وَعَلٰى مَنْ مَدَّحَهُ مِنْ بَيْنِ اَلْوَرٰى
مَدْحًا مُدَّرِجًا فِىْ هٰذِهِ الْكَلِمِ

এবং যে ব্যক্তি এই কয়েকটি আরবী শব্দ দ্বারা হযরত (সা)-এর প্রশংসা গান করেছে তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

বর্ণিত আছে, পাঠপ্রণালীর প্রারম্ভে যে দরূদ লেখা হয়েছে তা পাঠ করার পর নিম্নলিখিত ২টি বয়েত পাঠ করে তৎপর কাসীদা বুরদা পাঠ আরম্ভ করতে হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُنْشِئِى الْخَلْقِ مِنْ عَدَمٍ
ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِى الْقِدَمِ

সকল তা'রিফ আল্লাহর যিনি সমগ্র মখলুককে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব দান করেন। তৎপর যিনি চিরকাল সর্ব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তাঁর প্রতি রহমত বর্ষিত হোক।

(২) مَوْلَاىَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

হে আমার মনিব! অনন্তকাল পর্যন্ত সর্ব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আপনার হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপরে রহমত বর্ষণ করুন।

অতঃপর কাসীদা বুরদা পাঠ করুন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহব্বত ও ইশ্‌কের বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) اَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍ بِذِىْ سَلَمٍ
مَزَجْتَ دَمْعًا جَرٰى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمٍ

হে আমার মন! তোমার মাহবুব (প্রিয়তম)-এর দেশ যী-সলমের প্রতিবেশীদের কথা কি স্মরণ হয়েছে? তোমার নয়নযুগল হতে যে রক্ত মিশ্রিত অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। (এই কাসীদার বরকত ও উপকার অসীম। মুসীবত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তা প্রসিদ্ধ। এর প্রথম অক্ষর أ ও ২য় শব্দ (من) এবং ৩য় শব্দের প্রথম অক্ষর (ت) একত্রিত করলে কাসীদার প্রথম শব্দ বাহির হয় (أمنت) এর অর্থ হলো, তুমি নিরাপদ হয়েছ, তুমি আমান পেয়েছ। অর্থাৎ এর দ্বারা এক মূল্যবান শুভফল হাসিল হয়)

(২) اَمْ هَبَّتِ الرِيْحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ
اَوْ اَوْمَضَ الْبَرْقُ فِى الظُّلْمَاءِ مِنْ اِضَمٍ

অথবা কাযেমার দিক হতে কি বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে এবং অন্ধকারের তিতর এযম্ পর্বতে বিজলী চমকেছে?

(৩) فَمَا لِعَيْنَيْكَ اِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَا
وَمَا لِقَلْبِكَ اِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِمِ

তোমার উভয় চক্ষুর কি অবস্থা? যদি তুমি তাদেরকে ক্ষান্ত হতে বল তারা যে আরও অধিক অশ্রু বর্ষণ করে? আর তোমার হৃদয়ের কি অবস্থা, তুমি তাকে

স্বজ্ঞানে আসার জন্য বললে সে যে আরো আত্মহারা হয়? (অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তা প্রেমের প্রতিক্রিয়া ও বিরহ-যাতনা ছাড়া অন্য কোনো বিপদাপদের কারণে নয়)।

(৪) اَيَحْسَبُ الصَّبُّ اَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ
مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِّنْهُ وَمُضْطَرِمِ

প্রেমিক কি ধারণা করছে যে, তার প্রেম গোপন থাকবে এমন অবস্থায় যে, তার নয়নযুগল হতে রক্তাশ্রু ঝরছে এবং হৃদয়ের বিরহানল শিখা বহির্গত হচ্ছে?

(৫) لَوْلَا الْهَوٰى لَمْ تُرِقْ دَمْعًا عَلٰى طَلَلٍ
وَّلَا اَرَقْتَ لِذِكْرِ الْبَانِ وَالْعَلَمِ

যদি তুমি প্রেমরোগে আক্রান্ত না হতে, তাহলে টিলার উপর বসে কাঁদতে না। এবং বান্ বৃক্ষ ও সেখানকার নিশানার কথা উঠলে অধীর হতে না।

(৬) فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ
بِهٖ عَلَيْكَ عُدُوْلُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ

তোমার রক্তাশ্রু ও রোগ-কাতরতা উভয় সত্যবাদী সাক্ষী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তুমি কিরূপে প্রেমের কথা অস্বীকার করবে? (অতএব অস্বীকার করে গোপন রাখার চেষ্টা ফলবতী হবে না)।

(৭) وَاَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّىْ عَبْرَةٍ وَّضَنًى
مِثْلَ الْبَهَارِ عَلٰى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمِ

এবং প্রেম ও বিরহের অনল তোমার চেহারার উপর রক্তাশ্রু ও রোগ দুর্বলতার দুটি রেখা হলদে রং এর ফুলের মত ও রক্তবর্ণ ডালের মত স্থাপন করেছে (এমতাবস্থায়ও কি প্রেম গোপন রাখা সম্ভব?)।

(৮) نَعَمْ سَرٰى طَيْفُ مَنْ اَهْوٰى فَاَرَّقَنِيْ
وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَّاتِ بِالْاَلَمِ

(যখন প্রেমের বিষয় গোপন করার সকল পথ বন্ধ হয়ে গেল তখন কবি প্রেম কাহিনী বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন)। হাঁ, আমার অন্তরে মাহবুবের প্রেমানল প্রজ্বলিত হয়েছে। তাতে হৃদয় বিগলিত হয়ে রক্তাশ্রু ঝরছে। অবশ্য প্রেম ও বিরহানল সকল প্রকার সুখ শান্তিকে যাতনায় পরিবর্তিত করে।

(৯) يَالَائِمِيْ فِى الْهَوَى الْعُذْرِىِّ مَعْذِرَةً
مِنِّىْ اِلَيْكَ وَلَوْ اَنْصَفْتَ لَمْ تَلُمِ

হে আমার তিরস্কারকারী (প্রেম সম্বন্ধে)! আমাকে প্রেমের বিষয়ে অপারগ সাব্যস্ত কর। বনী আয্‌রার প্রেমের মত আমার প্রেম স্থায়ী। তা ত্যাগ করার ক্ষমতা আমার মধ্যে নেই। যদি তুমি সুবিচারক হতে তা হলে আমাকে তিরস্কার করতে না।

(১০) عَدَتْكَ حَالِىَ لَا سِرِّىْ بِمُسْتَتِرٍ
عَنِ الْوُشَاةِ وَلَادَائِىْ بِمُنْحَسِمِ

তোমার কাছে আমার আভ্যন্তরীণ প্রেমের অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে। এখন আমার অবস্থাদি আমার নিন্দুক চুগোলখোরদের কাছে গোপন থাকবে না এবং আমার এই প্রেম রোগও আরোগ্য হবে না।

(১১) مَحَضْتَنِى النُّصْحَ لٰكِنْ لَسْتُ اَسْمَعُهُ
اِنَّ الْمُحِبَّ عَنِ الْعُذَّالِ فِىْ صَمَمِ

অবশ্য তুমি খাঁটি মঙ্গলকামী হয়ে আমাকে (প্রেম ত্যাগের) উপদেশ দিয়েছ। কিন্তু তা আমি শ্রবণ করি না। কারণ, প্রেমিক তিরস্কারকারীদের বেলায় বধির হয়ে থাকে (আমিও তদ্রূপ খাঁটি প্রেমিক)।

(১২) اِنِّىْ اَتَّهَمْتُ نَصِيْحَ الشَّيْبِ فِىْ عَذَلِيْ
وَالشَّيْبُ اَبْعَدُ فِىْ نُصْحٍ عَنِ التُّهَمِ

(আরব কবিগণের সাধারণ নিয়মানুসারে গ্রন্থকার প্রেম ও প্রেমের অবস্থাদি বর্ণনা করেন। তাতে মূল উদ্দেশ্য তার হৃদয়ে যে রাসূলের প্রেম-তরঙ্গ

বিদ্যমান তার কিছু কিছু ইঙ্গিত দেয়া। এখন ধীরে ধীরে তিনি মূল উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হবেন। কতক অনুতাপ ও উপদেশের পর পরিষ্কার ভাষায় হযরত নবী করীম (সা)-এর না'ত ও প্রশংসা আরম্ভ করবেন।)

আমি আমার সত্যিকার মঙ্গলকামী উপদেশদাতা বার্ধক্যকে অবিশ্বাস করেছি। (সে আমাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দুনিয়ার বিলাস-প্রিয়তা ছেড়ে পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উপদেশ দিয়েছে। কিন্তু আমি তা মানি নি) অথচ বার্ধক্য অবিশ্বাস্য হওয়ার মত ব্যাপার নয়।

২য় পরিচ্ছেদ

নফ্সের ভোগ ও বিলাসপ্রিয়তায় বাধা দেয়া

(১৩) فَاِنَّ اَمَّارَتِیْ بِالسُّوْءِ مَا اتَّعَظَتْ
مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِیْرِ الشَّیْبِ وَالْهَرَمِ

আমার নফ্সে আম্মারা (যে কুপ্রবৃত্তি সর্বদা অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস ও মন্দকাজের দিকে মনকে টেনে নিয়ে যায়) স্বীয় মূর্খতা ও অদূরদর্শিতার কারণে পূর্ণবয়স ও বার্ধক্য–উভয় ভয় প্রদর্শনকারী উপদেশদাতাকে গ্রাহ্য করে নি।

(১৪) وَلَا اَعَدَّتْ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِیْلِ قِرٰی
ضَیْفٍ اَلَمَّ بِرَاْسِیْ غَیْرَ مُحْتَشِمِ

যে অতিথি মেহমান (বার্ধক্য এবং সাদা চুল, দাড়ি) আগমনপূর্বক আমার মস্তকে ও চেহারাতে আসন গ্রহণ করেছে, তার জন্য আমার নফ্স (কুপ্রবৃত্তি) কোনরূপ আতিথ্যের ব্যবস্থা করেনি। (অর্থাৎ পুণ্য কাজের ও পাপ হতে বিরত থাকার কোন চেষ্টা করেনি।)

(১৫) لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ اِنِّیْ مَا اُوَقِّرُهٗ
كَتَمْتُ سِرًّا بَدَالِیْ مِنْهُ بِالْكَتَمِ

যদি আমি জানতাম যে, এই মেহমানের মর্যাদা দানে সক্ষম হব না; তা হলে এই গুপ্ত রহস্য (বার্ধক্য) যা আমার শরীরে প্রকাশ পেয়েছে তাকে খেযাব দ্বারা লুকিয়ে রাখতাম। (এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো বার্ধক্যকে লুকিয়ে রাখা যেমন অসম্ভব, সৎকর্মাদি দ্বারা তার জন্য প্রস্তুত না থাকাও তেমনই ভীষণ ক্ষতিকর।)

(১৬) مَنْ لِّىْ بِرَدِّ جِمَاحٍ مِّنْ غَوَايَتِهَا
كَمَا يُرَدُّ جِمَاحُ الْخَيْلِ بِاللُّجُمِ

কে আছেন আমার এমন হিতকামী, যিনি এই অবাধ্য নফ্সকে তার গুমরাহী ও অবাধ্যতা হতে বাধা দিয়ে রাখবে। যেমনভাবে অবাধ্য ঘোড়াকে লাগাম দ্বারা বিরত রাখা হয়।

(১৭) فَلَا تَرُمْ بِالْمَعَاصِىْ كَسْرَ شَهْوَتِهَا
اِنَّ الطَّعَامَ يُقَوِّىْ شَهْوَةَ النَّهِمِ

পাপের কাজ করে নফ্সের ভোগ-লিপ্সা ও শাহওয়াত-কামনাকে ভাঙ্গার ইচ্ছা ও আশা করো না। কারণ প্রচুর আহার করা আহারের দুর্লোভ বৃদ্ধি করে। (তদ্রূপ নফ্স যতই পাপ করবে ততই তার পাপ আসক্তি বাড়বে।)

(১৮) وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلٰى
حُبِّ الرِّضَاعِ وَاِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ

নফ্স দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর মত; যদি স্তন্যপানে ছেড়ে দিয়ে রাখ তাহলে সে দুধের লোভের মধ্যেই যৌবন লাভ করবে। আর যদি তাকে দুধ ছাড়িয়ে দাও তাহলে সে ছেড়ে দেবে।

(১৯) فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرْ اِنْ تَوَلِّيَهُ
اِنَّ الْهَوٰى مَا تَوَلّٰى يُصْمِ اَوْ يَصِمِ

নফ্সের দুর্লোভ ও মন্দ কামনা বাসনাকে তাড়িয়ে দাও এবং সাবধান! তার উপর তার কাম, ক্রোধ ও লোভকে প্রবল করে দিও না। কারণ দুর্লোভ যখন জয়ী হয় তখন জীবন শেষ করে দেয়। অথবা দোষী-দাগি বানিয়ে অপমানিত করে।

(২০) وَرَاعِهَا وَهْيَ فِى الْاَعْمَالِ سَائِمَةٌ
وَاِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعٰى فَلَا تُسِمِ

নফ্সের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ। সে কার্যকলাপের ক্ষেত্রে খোলা মাঠে বিচরণকারী পশুর মত। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিচরণ তার নিকট খুবই মিষ্টি বোধ হলেও তাকে অবাধে বিচরণ করতে ছেড়ে দিও না।

(٢١) كَمْ حَسَّنَتْ لَذَّةً لِّلْمَرْءِ قَاتِلَةً
مِّنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ اَنَّ السَّمَّ فِى الدَّسَمِ

সর্বদা সে মানুষের সামনে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক করে দেখিয়েছে। অথচ তা মানবের পরকালীন জীবন ধ্বংসকারী। যেভাবে সে চর্বিদার সুস্বাদু খাবারের ভেতর যে বিষ আছে তা মোটেই টের পায় না।

(٢٢) وَاخْشَ الدَّسَائِسَ مِنْ جُوْعٍ وَّمِنْ شَبَعٍ
فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِّنَ التُّخَمِ

নফ্সের কুহক ও গোপন ষড়যন্ত্র যা ক্ষুধা ও তৃপ্তির অবস্থাদির ভেতর দিয়ে সে করে থাকে, সে বিষয়ে ভীত ও সতর্ক থাক। কারণ অনেক সময় এমন হয় যে, ক্ষুধার অবস্থা পূর্ণ উদরাবস্থার চেয়েও ক্ষতিকর হয়। (অধিক রোযা রাখা যদি লোক দেখান হয় বা উপবাস অবস্থায় আল্লাহর প্রতি নারাজি প্রকাশ করে তা খুবই মারাত্মক।)

(٢٣) وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدِ امْتَلَأَتْ
مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ

তোমার সে নয়নযুগল হারাম ও পাপে পরিপূর্ণ (অর্থাৎ পাপদৃষ্টি ও মন্দ অভিপ্রায়ের নযর ইত্যাদি)। সে চক্ষু হতে অজস্র অশ্রু বর্ষণ কর এবং অনুতাপের প্রহরীকে চিরসঙ্গী করে নাও। (কারণ অনুতপ্ত হৃদয়ে পাপ লিপ্সা থাকে না)।

(٢٤) وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا
وَاِنْ هُمَا مَحَضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ

নফ্স এবং ইব্লিস উভয়ের বিরুদ্ধাচরণ কর। যদি তারা কোন সময় খাঁটি উপদেশও দেয় তাও অবিশ্বাস কর। (কারণ ভেতরে দুরভিসন্ধি থাকবেই, যা প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে না)।

(২৫) وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَّلَا حَكَمًا
فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ

কোন অবস্থাতেই নফ্‌স ও শয়তানের আদেশ পালন করো না। তোমার বিবাদী হলেও না বা তোমার ও তোমার বিবাদীর মাঝখানে শালিসকার সাজলেও না। কারণ, বিবাদী এবং শালিসকার দ্বারা কত রকমের ধোঁকাবাজি হতে পারে, তা তুমি জান।

(২৬) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ قَوْلٍ بِلَا عَمَلٍ
لَقَدْ نَسَبْتُ بِهِ نَسْلًا لِّذِىْ عُقُمِ

এমন সুবাক্য ও নসীহত উচ্চারণ করা, যা নিজে আমল করি নাই–সেরূপ পাপ হতে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কারণ, আমি এরূপ করে থাকলে তা নিঃসন্তান লোকের পরবর্তী বংশ প্রমাণ করার মত হয় (তা যেমন মিথ্যা তেমনি সেটিও মিথ্যার মধ্যে গণ্য)

(২৭) اَمَرْتُكَ الْخَيْرَ لٰكِنْ مَّا أَتَمَرْتُ بِهٖ
وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِىْ لَكَ اسْتَقِمِ

আমি তোমাকে সৎকাজের আদেশ দিলাম, অথচ আমি নিজে তা করলাম না। আমি স্বয়ং সৎপথে স্থির থাকলাম না আর তোমাকে অটল থাকার উপদেশ দিলাম, ব্যাপারটি কি রকম দেখায়? (হাস্যকরই বটে)।

(২৮) وَلَا تَزَوَّدْتُّ قَبْلَ الْمَوْتِ نَافِلَةً
وَلَمْ اُصَلِّ سِوٰى فَرْضٍ وَّلَمْ اَصُمِ

হায়! আমি মরণের পূর্বে পরকালের মঙ্গলের জন্য কোন নফল ইবাদতের পাথেয় যোগাড় করিনি। ফরয ব্যতীত কোন নফল নামাযও পড়িনি এবং নফল রোযাও রাখিনি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসা

(২৯) ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ اَحْيَى الظَّلَامَ اِلٰى
اَنِ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرَّ مِنْ وَّرَمِ

যিনি আল্লাহর ইবাদতে এত দীর্ঘ সময় রাত্রি জাগরণ করতেন, যাতে তাঁর উভয় পা ফুলে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যেত, আমি তাঁর আদর্শের প্রতি অন্যায় ও চরম অবহেলা করেছি। (তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল ইবাদত সম্বন্ধে আমার অবহেলা নিশ্চয়ই অনুতাপের বিষয়। অথচ তিনি আল্লাহর হাবীব হওয়া সত্ত্বেও এত কষ্ট করতেন। তাহাজ্জুদে এক এক রাকাতে আড়াই পারা তিন পারা কুরআন পাঠ করতেন এবং তাতে তাঁর পা ফুলে যেত)।

(৩০) وَشَدَّ مِنْ سَغَبٍ اَحْشَاءَهُ وَطَوٰى
تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُتْرَفَ الْاَدَمِ

এবং তিনি (উপবাসের কারণে) তাঁর নরম, নাজুক চর্মের উপর পাথর রেখে কষে পেট বেঁধে রাখতেন। (আমরা সেরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি।)

(৩১) وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ
عَنْ نَفْسِهٖ فَاَرَاهَا اَيَّمَا شَمَمِ

সুউচ্চ, বিরাট পর্বতমালা স্বর্ণে পরিণত হয়ে তাঁর মন আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি সে দিকে একটুও আগ্রহ না দেখিয়ে স্বীয় মহানুভবতা প্রমাণ করেন (আমরা এই আদর্শের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছি)

(৩২) وَاَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيْهَا ضَرُوْرَتُهُ
اِنَّ الضَّرُوْرَةَ لَا تَعْدُوْ عَلَى الْعِصَمِ

তাঁর অভাব-অনটন ও উপবাস ইত্যাদি উক্ত ধন-দৌলত সম্বন্ধে তাঁর পরহেযগারী ও সংযমী জীবনকে আরও অটুট করেছিল। কারণ, অভাব-অনটন সংযমের রক্ষণাসীমা অতিক্রম করতে পারে না। [হযরত (সা)-এর হৃদয়কে আল্লাহ এমনই গড়েছিলেন যে, পার্থিব জীবনের কোন পরিস্থিতি তাঁর ধৈর্য ও ত্যাগের উপর জয়লাভ করতে পারেনি।]

(৩৩) وَكَيْفَ تَدْعُوْا اِلَي الدُّنْيَا ضَرُوْرَةُ مَنْ
لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ

যিনি না হলে অস্তিত্ব জগত হতো না তাঁর মত মহান মানবকে অভাব-অনটন কীরূপে দুনিয়ার দিকে আকর্ষণ করবে?

(৩৪) مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

হযরত মুহাম্মদ (সা) দুনিয়া, আখিরাত ও মানব দানব এবং আরব অনারব সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের সর্দার, শিরোমণি।

(৩৫) نَبِيُّنَا الْاٰمِرُ النَّاهِيْ فَلَا اَحَدٌ
اَبَرَّ فِيْ قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَمِ

আমাদের নবী (সা) (সৎ ও ন্যায়ের) আদেশদাতা (মন্দ ও অন্যায়ের) নিষেধকারী। অতএব হাঁ এবং না বলার (অর্থাৎ আদেশ দান ও নিষেধ করার) ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ ন্যায়বান কেউ হতে পারে না।

(৩৬) هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِيْ تُرْجٰى شَفَاعَتُهٗ
لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْاَهْوَالِ مُقْتَحِمِ

তিনি (আল্লাহর) এমনই প্রিয় যে, (কিয়ামতের দিন) সকল প্রকার ভয়ঙ্কর বিপদ-আপদের সময় তাঁর সুপারিশের আশা করা হয়।

(৩৭) دَعَا اِلَى اللّٰهِ فَالْمُسْتَمْسِكُوْنَ بِهٖ
مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمِ

তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। আর যারা তাঁর আদর্শকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে তারা এক অটুট রজ্জু ধারণ করেছে।

(৩৮) فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِىْ خَلْقٍ وَّفِىْ خُلُقٍ
وَّلَمْ يُدَانُوْهُ فِىْ عِلْمٍ وَّلَا كَرَمِ

আকৃতি ও চরিত্র সর্বদিক দিয়ে সকল আম্বিয়া (আ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি। আর ইল্‌ম ও বুযুর্গীতে কেউ তাঁর সমতুল্য হওয়া সম্ভবই নয়। কেউ তাঁর কাছাকাছিও নন।

(৩৯) وَكُلُّهُمْ مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ مُلْتَمِسٌ
غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ

আম্বিয়া (আ) সকলেই হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে (ইল্‌মের) সমুদ্র হতে যৎকিঞ্চিৎ এবং বুযুর্গী ও দানশীলতার বৃষ্টি হতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ যাঞ্ছা করেন।

(৪০) وَوَاقِفُوْنَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمِ
مِنْ نُّقْطَةِ الْعِلْمِ اَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ

এবং সকলেই স্বীয় মর্যাদানুসারে হুযূর (সা)-এর নিকট তাঁর ইল্‌মের এক বিন্দু বা তাঁর হেকমতের যৎকিঞ্চিৎ পাওয়ার জন্য অপেক্ষমান।

(৪১) فَهُوَ الَّذِىْ تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُوْرَتُهٗ
ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَارِئُ النَّسَمِ

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এমনই যে, তাঁর বাতেনী গুণাবলী এবং যাহেরী সুরত উভয়ই সম্পূর্ণ। অতএব সৃষ্টি লোকের স্রষ্টা আল্লাহ জল্লা শানুহু তাঁকে হাবীবরূপে বাছাই করেন।

(৪২) مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِىْ مَحَاسِنِهٖ
فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ

তিনি (সৃষ্টি জগতে) স্বীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীতে সমকক্ষহীন, সৌন্দর্য ও গুণাবলীর মূল উপাদান অবিভক্তরূপে তাঁরই ভেতর বিদ্যমান।

(৪৩) دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارٰى فِىْ نَبِيِّهِمْ
وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِمِ

খ্রিস্টানরা তাদের নবী (আ) সম্বন্ধে যেরূপ দাবী করে (তাঁকে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করে তাওহীদের ঈমান নষ্ট করেছে) তা বর্জন কর এবং (তা ব্যতীত) হুযূর (সা)-এর প্রশংসায় যত ইচ্ছা হয় আরোপ কর এবং তার উপর দৃঢ় থাক। (কারণ, খোদার আসনের পর সৃষ্টিজগতে তাঁর আসন সকলের ঊর্ধ্বে)।

(৪৪) وَانْسُبْ اِلٰى ذَاتِهٖ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ
وَانْسُبْ اِلٰى قَدْرِهٖ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ

তাঁর ব্যক্তিত্বের সাথে যত ইচ্ছা হয় বুযুর্গী ও মাহাত্ম্য যুক্ত কর এবং তাঁর কদর ও মর্যাদার প্রতি যত ইচ্ছা হয় উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্বের সংযোগ সাধন কর। কারণ :

(৪৫) فَاِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَيْسَ لَهٗ
حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ

হযরত (সা)-এর ফযীলত ও বুযুর্গীর কোন সীমা নেই, যার বর্ণনা কোন বক্তার মুখে যথাযথভাবে দেয়া সম্ভব হতে পারে।

(৪৬) لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرُهٗ اٰيَاتُهٗ عِظَمًا
اَحْيٰى اسْمُهٗ حِيْنَ يُدْعٰى دَارِسَ الرِّمَمِ

হযরত (সা)-এর মু'জিযাদি (অলৌকিকত্ব) যদি তাঁর কদর ও মর্যাদার অনুপাতে প্রকাশ পেতো তা হলে তা মৃত প্রাণীর পঁচা গলিত হাঁড়সমূহকে জীবিত করে দিত।

(৪৭) لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَى الْعُقُوْلُ بِهِ
حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِمِ

এমন কোন জটিল বিষয় নিয়ে তিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করেন নাই, যা বুঝে উঠতে আমাদের বুদ্ধি অসমর্থ হয়ে পড়ে। কারণ আমাদের হেদায়তের প্রতি তাঁর লোভ ও অনুগ্রহ অতিরিক্ত ছিল। (কাজেই তিনি অতি সরল-সহজ আদর্শ রেখে গেলেন) সে কারণে আমরা কোন সন্দেহ বা হয়রানিতে পড়িনি।

(৪৮) اَعْيَى الْوَرٰى فَهْمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرٰى
لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْفَحِمِ

হযরত (সা)-এর হাকীকত ও মর্যাদার মাহাত্ম্য নির্ণয়ে সুধিবৃন্দ অক্ষম তাঁরা আম্বিয়া হোন, সাহাবা হোন অথবা আউলিয়া হোন কিংবা মর্যাদা বা জমানা হিসাবে তাঁর কাছাকাছি হোন বা দূরত্বের কেউ হোন তাঁর মাহাত্ম্যের সঠিক ধারণা করতে সক্ষম নন।

(৪৯) كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُعْدٍ
صَغِيْرَةً وَتُكِلُّ الطَّرْفَ مِنْ اَمَمِ

যেমন সূর্য দূর হতে ছোট গোলকের ন্যায় দেখা যায়, অথচ তার দিকে তাকালে চোখকে ঝাপসা এবং অক্ষম করে দেয়।

(৫০) وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِى الدُّنْيَا حَقِيْقَتَهُ
قَوْمٌ نِّيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ

(যখন আম্বিয়া ও আওলিয়াগণ হযরতের (সা) হাকীকত ও মাহাত্ম্য অনুধাবনে অক্ষম তখন) এই সমস্ত ঘুমন্ত গাফেল লোক যারা স্বপ্ন দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে তারা কীরূপে হুযূর (সা)-এর মহান মর্যাদা নির্ণয় করতে সক্ষম হবে?

(৫১) فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ اَنَّهُ بَشَرٌ

وَاَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمِ

অতএব তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি জ্ঞান এই যে, তিনি মানব এবং আল্লাহর সকল সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ।

(৫২) وَكُلُّ اٰىٍ اَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا

فَاِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُوْرِهٖ بِهِمِ

সকল প্রকার মু'জিযার নিদর্শন, যা আম্বিয়ায়ে কিরাম দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে, সে সমস্ত তাঁরা হুযূর (সা)-এর নূর হতে প্রাপ্ত হয়েছেন।

(৫৩) فَاِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا

يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِى الظُّلَمِ

নিশ্চয়ই তিনি ফযীলত ও মর্যাদার সূর্য, তাঁরা এই সূর্যের তারকারাজি। [হুযূর (সা)-এর আগমনের পূর্বে] যারা বিশ্ব মানবকে অন্ধকার যুগে উক্ত সূর্যের হেদায়তের আলো প্রদর্শন করছিলেন। (যখন তিনি ইহজগতে জন্মগ্রহণ করেন তখন তাদের পয়গাম্বরী খতম বা চূড়ান্ত এবং সাবেক ধর্মসমূহ বিলোপ হয়ে যায়। কারণ সূর্যোদয়ের পর তারকার অস্তিত্ব অদৃশ্য হয়ে যায়।)

(৫৪) حَتّٰى اِذَا طَلَعَتْ فِىْ الْكَوْنِ عَمَّ هُدَاهَا

الْعَالَمِيْنَ وَاَحْيَتْ سَائِرَ الْاُمَمِ

অবশেষে তাঁর সূর্য উদিত হয়ে [হুযূর (সা)-এর শুভাগনের পর] সারা জাহানে হেদায়াতের আলো সর্বজনীন হয়ে গেল; সমস্ত উম্মতকে পুনর্জীবন দান করল।

(৫৫) اَكْرِمْ بِخَلْقِ نَبِىٍّ زَانَهُ خُلُقٌ

بِالْحُسْنِ مُشْتَمِلٌ بِالْبِشْرِ مُتَّسِمِ

হযরত (সা)-এর প্রকৃতি, আকৃতি অতুলনীয় এবং অনুপম, যার সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব আরও বৃদ্ধি করেছে তাঁর মহান চরিত্র। তিনি যেন আপাদমস্তক স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের জামা পরিহিত এবং সুন্দর চেহারাখানা তাঁর হাসি মিশ্রিত।

(৫৬) كَالزَّهْرِ فِى تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِىْ شَرَفٍ
وَالْبَحْرِ فِىْ كَرَمٍ وَالدَّهْرِ فِىْ هِمَمِ

কোমলতা ও স্নিগ্ধতায় তিনি পুষ্পকলির মত। উচ্চতা উজ্জ্বলতায় পূর্ণিমার চাঁদের মত। প্রশস্ততা ও প্রচুর দানশীলতায় সমুদ্রের মত। দুর্বার তৎপরতায় কালের গতির মত।

(৫৭) كَاَنَّهٗ وَهُوَ فَرْدٌ فِىْ جَلَالَتِهٖ
فِىْ عَسْكَرٍ حِيْنَ تَلْقَاهُ وَفِىْ حَشَمِ

এত কোমল স্বভাব, নম্র মেজায সত্ত্বেও যখন হুযূর (সা) একাকী বসেন তখন তুমি তাঁর সাথে দেখা করলে তাঁর প্রতাপ ও পরাক্রমের কারণে তোমার বোধ হবে যেন তিনি বহু সৈন্য সামন্তে পরিবেষ্টিত আছেন।

(৫৮) كَاَنَّمَا الدُّرُّ الْمَكْنُوْنُ فِىْ صَدَفٍ
مِنْ مَعْدِنَىْ مَنْطِقٍ مِّنْهُ وَمُبْتَسِمِ

হযরত (সা)-এর বাণী ও দন্তরাজি যেন মণিমাণিক্য, যা এ যাবত খনি হতে বেরে হয়ে আসেনি। কথা বলার সময় বা মুচকি হাসার সময় এরূপই দেখায়। (ছিপী হতে বের হয়ে মানব হস্তের মলন-দলন স্পর্শে পতিত হওয়ার পূর্বে মণিরত্ন অত্যন্ত উজ্জ্বল চমৎকার থাকে, হুযূর (সা)-এর বাণী এবং দন্ত মোবারকও সেরূপ চমৎকার)।

(৫৯) لَا طِيْبَ يَعْدِلُ قُرْبًا ضَمَّ اَعْظُمَهٗ
طُوْبٰى لِمُنْتَشِقٍ مِّنْهُ وَمُلْتَثِمِ

যেই মাটি হুযূর (সা)-এর দেহ সংলগ্ন হয়ে আছে, পৃথিবীর কোন সুগন্ধি তার সমতুল্য নয়। সুসংবাদ তাঁর সাফল্যের প্রতি, যিনি এর ঘ্রাণ লাভ এবং তাকে চুম্বন দিতে সক্ষম হয়েছেন।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

হযরত (সা)-এর জন্মগ্রহণ

(৬০) اَبَانَ مَوْلِدُهٗ عَنْ طِيْبِ عُنْصُرِهٖ
يَاطِيْبَ مُبْتَدَاً مِّنْهُ وَمُخْتَتَمِ

হযরত (সা)-এর জন্মগ্রহণ তাঁর শরীর গঠনের উপাদানের পবিত্রতাকে প্রকাশ করেছে। (কারণ তখন আরব ও অন্যান্য বহু স্থানে অনেক রকম আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল) সুবহানাল্লাহ! হুযূর (সা)-এর আদি ও অন্ত উভয়ই পবিত্র।

(৬১) يَوْمٌ تَفَرَّسَ فِيْهِ الْفُرْسُ اَنَّهُمْ
قَدْ اُنْذِرُوْا بِحُلُوْلِ الْبُؤْسِ وَالنَّقَمِ

হযরত (সা)-এর জন্ম দিবস এমন বিপ্লবাত্মক দিন ছিল যে, পারস্যবাসীগণ (তাদের পূজ্য-দেবতা সহস্র বছরের জ্বলন্ত অনলকুণ্ড হঠাৎ নির্বাপিত হওয়ায়) স্বীয় জ্ঞান ও জ্যোতিষী গণকদের গণনা দ্বারা বুঝেছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে তাদের উপর সঙ্কটজনক অবস্থা ও ভয়ানক শাস্তি নাযিল হবে এবং তাদের সহস্রাধিক বছরের পুরাতন শক্তিশালী সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে।

(৬২) وَبَاتَ اِيْوَانُ كِسْرٰى وَهُوَ مُنْصَدِعٌ
كَشَمْلِ اَصْحَابِ كِسْرٰى غَيْرُ مُلْتَئِمِ

হযরত (সা)-এর জন্ম মুহূর্তে পারস্য সম্রাটের প্রাসাদে ফাটল পড়ে। তদ্রূপ তার সৈন্যদের মধ্যেও এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যে, তাদের ভেতর আর সংঘবদ্ধতা রইল না। প্রাসাদের আকাশ স্পর্শী কঙ্গুরাগুলোর মধ্যে ১৪টি ফেটে যায়। জ্যোতিষীরা জানাল যে, বর্তমান সম্রাটের পর তার বংশধর পরপর ১৪ জন সিংহাসনে বসবে। তাতে সম্রাট শান্ত হলেন, মনে করলেন যে, আমার বংশধরের

মধ্যে আরও বহুদিন রাজত্ব বহাল থাকবে। কিন্তু ঘটনা এরূপ দাঁড়াল যে, ৪ বছরের ভেতর ১০ জন সম্রাট গত হয়ে গেল। অবশিষ্ট ৪ জন হযরত উসমান (র)-এর খেলাফত পর্যন্ত শেষ হয়। তারপর সম্পূর্ণ পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের হস্তগত হয়।

(৬৩) وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْاَنْفَاسِ مِنْ أَسَفٍ
عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِى الْعَيْنِ مِنْ سَدَمِ

এবং সেদিন তাদের উপাস্য দেবতা সহস্র বছরের ক্রমাগত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড পারস্য সাম্রাজ্যের অদূর ভবিষ্যতে পতনের বিষয় জ্ঞাত হয়ে বিষাদগ্রস্ত অন্তরে ঠাণ্ডা নিশ্বাস ত্যাগপূর্বক নিভে যায় এবং ফোরাত নদী দুঃখিত মনে সাওয়ার ঘাটে গিয়ে পতিত হয়।

(৬৪) وَسَاءَ سَاوَةَ اَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا
وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِيْنَ ظَمِيْ

এবং এই ঘটনা সাওয়াবাসীদের বিষাদগ্রস্ত করল যে, তাদের ছোট দরিয়াটির পানি শুকিয়ে গেল এবং তার ঘাট হতে পিপাসার্তদের বিফল মনোরথ ফিরিয়ে দিল।

(৬৫) كَاَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ
حُزْنًا وَبِالْمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَمِ

এমন হলো যেন বিষাদের কারণে আগুনের দহন স্বভাবে শীতলতা আসল এবং পানির ভেতর আগুনের উষ্ণতা এসে শুকিয়ে গেল।

(৬৬) وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْاَنْوَارُ سَاطِعَةٌ
فَالْحَقُّ يُظْهَرُ مِنْ مَّعْنٰى وَمِنْ كَلِمِ

আর সে সময় জিনরা (হুযূর সা-এর আগমন) সম্পর্কে আওয়াজ দিচ্ছিল, বিভিন্ন স্থানে বহু নূর (জ্যোতি) প্রকাশিত হচ্ছিল এবং সত্য (পয়গাম্বরী) নূরের আভা ও গায়বী আওয়াজ দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছিল।

(৬৭) عَمُّوْا وَصَمُّوْا فَإِعْلَانُ الْبَشَائِرِ لَمْ
تُسْمَعْ وَبَارِقَهُ الْاِنْذَارِ لَمْ تُشَمِ

(এসব আলামত দর্শন সত্ত্বেও) তারা (অবিশ্বসীগণ) অন্ধ ও বধির বনে রইল। পয়গাম্বরীর সুসংবাদাদি তাদের কানে পৌঁছল না। আর ভয় দর্শনের বিদ্যুৎ ইত্যাদি তাদের দৃষ্টিগোচর হলো না। (শুনেও শুনল না, দেখেও দেখল না)

(৬৮) مِنْ بَعْدِ مَا اَخْبَرَ الْاَقْوَامَ كَاهِنُهُمْ
بِاَنَّ دِيْنُهُمُ الْمُعْرَجُ لَمْ يَقُمِ

এতদসত্ত্বেও সে জাতিসমূহকে তাদের জ্যোতিষীরা সংবাদ জানান যে, তাদের বর্তমান প্রচলিত অশুদ্ধ বক্রধর্ম বহাল থাকবে না (কিন্তু তারা অন্ধত্ব ও বধিরতা অবলম্বন করল)

(৬৯) وَبَعْدَ مَا عَايَنُوْا فِى الْاُفْقِ مِنْ شُهُبٍ
مُنْقَضَّةٍ وَّفْقَ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ صَنَمِ

এতদসত্ত্বেও যে তারা আসমানের দিগন্তসমূহে (নিম্নমুখি ধাবমান) উল্কাসমূহ দর্শন করল (সেগুলো জিনদেরকে তাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়) এবং যমীনে সকল ঠাকুরঘরের পুত্তলিকাসমূহ উপুড় হয়ে পড়েছিল। (এরপরও তারা সত্য ধর্মে আসল না, অন্ধ ও বধির হয়ে রইল।)

(৭০) حَتّٰى غَدَا عَنْ طَرِيْقِ الْوَحْىِ مُنْهَزِمٌ
مِّنَ الشَّيَاطِيْنِ يَقْفُوْا اِثْرَ مُنْهَزِمِ

শয়তান জিনদের প্রতি এত প্রচুর পরিমাণে অগ্নিশিখা বর্ষিত হলো যে, তারা ওহী (ঐশীবাণী) অবতরণের পথ ছেড়ে পিছনে পলায়ন করল।

(৭১) كَاَنَّهُمْ هَرَبًا اَبْطَالُ اَبْرَهَةٍ
اَوْ عَسْكَرٌ بِالْحَصٰى مِنْ رَاحَتَيْهِ رُمِىْ

উক্ত জিনদের পলায়নের ধারা এমন ছিল, যেমন মক্কানগরী হতে আবরাহার সেনাবাহিনী অথবা সেই পলাতক সেনার মত, যখন হযরত (সা) কুরায়শদের প্রতি কঙ্করমুষ্ঠি নিক্ষেপ করেছিলেন।

(৭২) نَبْذًا بِهِ بَعْدَ تَسْبِيْحٍ بِبَطْنِهِمَا
نَبْذَ الْمُسَبِّحِ مِنْ اَحْشَاءِ مُلْتَقِمِ

এসব কংকর হযরত (সা)-এর মুষ্ঠির মধ্যে তাসবীহ পাঠ করছিল। এমতাবস্থায় তিনি সেগুলো বিধর্মী দলের দিকে নিক্ষেপ করেন; যেমনভাবে তাসবীহ পাঠরত ইউনুস (আ)-কে তাঁর গ্রাসকারী মৎস্য বের করে দিয়েছিল। (মৎস্যগর্ভে তিনি দু'আ ইউনুস পড়েছিলেন)

৫ম পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মু'জিযাসমূহ

(৭৩) جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْاَشْجَارُ سَاجِدَةً
تَمْشِىْ اِلَيْهِ عَلٰى سَاقٍ بِلَا قَدَمِ

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আহ্বানে বৃক্ষাদি সিজদার অবস্থায় তাঁর প্রতি অগ্রসর হলো। গাছেরা পায়ের পাতা ছাড়া কাণ্ডমূলের উপর ভর করে চলে আসল (এই ধরনের বহু ঘটনা ঘটেছে।)

(৭৪) كَاَنَّمَا سَطَرَتْ سَطْرًا لِّمَا كَتَبَتْ
فُرُوْعُهَا مِنْ بَدِيْعِ الْخَطِّ فِى اللَّقَمِ

হুযূর (সা)-এর আহ্বানে বৃক্ষাদি ডালপালাসহ জমির উপর রেখা টেনে আসল, যেন রাস্তায় একটি লাইন লিখে চলল।

(৭৫) مِثْلُ الْغَمَامَةِ اَنّٰى سَارَ سَائِرَةً
تَقِيْهِ حَرَّ وَطِيْسٍ لِّلْهَجِيْرِ حَمِىْ

বৃক্ষের আদেশ পালন ও মেঘখণ্ডের আনুগত্যের মত হযরত (সা)-কে দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত গরম হতে রক্ষা করার মানসে তিনি যেদিকে ভ্রমণ করতেন, মেঘখণ্ডও মাথার উপর ছায়া করে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করত।

(৭৬) اَقْسَمْتُ بِالْقَمَرِ الْمُنْشَقِّ اِنَّ لَهٗ
مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةً مَّبْرُوْرَةَ الْقَسَمِ

আমি দ্বিখণ্ডিত চাঁদের কসম করে বলেছি যে, তাঁর অন্তরের সাথে চাঁদের সম্বন্ধ (আভ্যন্তরীণ সংস্রব) রয়েছে। আর এই কসম খাওয়ায় কোন খাদ নেই।

(চাঁদ সূর্য ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব ও গুণাবলী সমস্তই তাঁর উসিলাতে হাসিল হয়েছে)।

(٧٩) وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَّمِنْ كَرَمٍ
وَكُلُّ طَرْفٍ مِّنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِى

আমি ঐ সমস্ত কল্যাণ ও মহত্ত্বের কসম করছি, যা সওর পর্বতের গুহা স্বীয় অভ্যন্তরে সঞ্চয় করেছিল। (হিজরতের সময় হযরত (সা) ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তথায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।) এবং আমি সে সময়েরও হলফ করছি, যে সময় বিধর্মীদের চক্ষু দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও (হযরত (সা)-এর মু'জিযা স্বরূপ) অন্ধ ছিল।

(٧٨) فَالصِّدْقُ فِى الْغَارِ وَالصِّدِّيْقُ لَمْ يَرَمَا
وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا بِالْغَارِ مِنْ اَرَمِ

অথচ 'সত্য' অর্থাৎ সত্য নবী হযরত (সা) এবং আবু বকর সিদ্দীক (রা) উভয়ই গুহার মধ্যে ছিলেন। কোন দিকে যাননি। এমতাবস্থায় তারা বলছিল, গুহার ভেতর কোন মানুষ নেই।

(٧٩) ظَنُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْكَبُوْتَ عَلٰى
خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحُمِ

তারা ধারণা করেছিল, কবুতর ও মাকড়সা হযরত (সা)-এর নিরাপত্তার জন্য ডিম পাড়ে নাই, জাল বুনে নি। (বরং পূর্ব হতেই এ রকম রয়েছে)

(٨٠) وِقَايَةُ اللّٰهِ اَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ
مِّنَ الدُّرُوْعِ وَعَنْ عَالٍ مِّنَ الْاُطُمِ

আল্লাহ পাকের প্রহরা হযরত (সা)-কে পুরু লৌহবর্ম ও উচ্চ সুদৃঢ় দুর্গ হতে মুখাপেক্ষীহীন করেছিল। (মাকড়সা ও কবুতর দ্বারা শত কিল্লার কাজ নেয়া হয়েছিল।)

(৮১) مَا سَامَنِى الدَّهْرُ ضَيْمًا وَّاسْتَجَرْتُ بِهِ
اِلَّا وَنِلْتُ جِوَارًا مِّنْهُ لَمْ يُضَمِ

যখনই আমাকে কালের দুর্বিপাক কোন বিপদে আটকিয়েছে এবং আমি হুযূর (সা)-এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছি তখনই আমি তাঁর হেফাযত লাভ করেছি এবং এই সুরক্ষা ছিল নিশ্চিত। (ইমাম বুসিরী (র) ফালেজ বা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলে এই কাসীদা লিখে দু'আ করেন। রাতে স্বপ্নে হুযূর (সা) এসে হাত বুলালে সকালে তিনি ভাল হয়ে যান অর্থাৎ শরীরের নিম্নাংশ যে অসাড় হয়েছিল তা ভাল হয়ে গিয়েছিল।)

(৮২) وَلَا الْتَمَسْتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ
اِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدٰى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلَمِ

যখনই আমি হযরত (সা)-এর পবিত্র হাত হতে (তাঁর উসিলাতে) উভয় জীবনের ধন-সম্পদ (কৃতকার্যতা) চেয়েছি, তখনই আমি সে দান তাঁর পবিত্র হাত হতে পেয়েছি, সে হাত সকলের চুম্বনীয়, পবিত্র। (হুযূর (সা)-এর উসিলাতে সকল মকসূদ পেয়েছি)।

(৮৩) لَا تُنْكِرِ الْوَحْىَ مِنْ رُّؤْيَاهُ اِنَّ لَهٗ
قَلْبًا اِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنَمِ

হযরত (সা)-এর স্বপ্নাবস্থায় ওহী (ঐশীবাণী) লাভের বিষয় সম্পর্কে অস্বীকার করো না। কারণ, তাঁর নয়নযুগল ঘুমালেও তাঁর অন্তর ঘুমাত না (সেহেতু নিদ্রার কারণে তাঁর ওযু নষ্ট হতো না। তাঁর হৃদয় সদা জাগ্রত থাকত।

(৮৪) وَذَاكَ حِيْنَ بُلُوْغٍ مِّنْ نُّبُوَّتِهٖ
فَلَيْسَ يُنْكَرُ فِيْهِ حَالُ مُحْتَلَمِ

স্বপ্নাবস্থায় ওহীর (ঐশী বাণীর) ঘটনা হযরত (সা)-এর পয়গাম্বরীর মহান মর্যাদা লাভের সমসাময়িক অবস্থায় ঘটেছিল (৪০ বছর বয়সে যখন তিনি

পয়গাম্বরীর যোগ্যতায় পৌঁছেন। কাজেই তাঁর স্বপ্নযোগে লব্ধ ওহী বিশ্বাস করতেই হবে।)

(৮৫) تَبَارَكَ اللّٰهُ مَا وَحْيٌ بِمُكْتَسَبٍ
وَلَا نَبِيٌّ عَلٰى غَيْبٍ بِمُتَّهَمِ

আল্লাহ্ পাক বরকতওয়ালা। ওহী ও পয়গাম্বরী উপার্জনীয় বস্তু নয় (যা চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা হাসিল হতে পারে; বরং তা আল্লাহর দানমাত্র) এবং কোন নবী গায়বের সংবাদদাতা হিসাবে অবিশ্বাস্য নন। (কারণ তাঁরা নিজের ইচ্ছায় কোন কথা বলেন না।)

(৮৬) اٰيَاتُهُ الْغُرُّ لَايَخْفٰى عَلٰى اَحَدٍ
بِدُوْنِهَا الْعَدْلُ بَيْنَ النَّاسِ لَمْ يَقُمِ

তাঁর [হুযূর (সা)-এর] অলৌকিক ঘটনাবলী উজ্জ্বল প্রমাণ, যা কারও নিকট গোপনীয় নয়। যেগুলো ব্যতিরেকে মানব সমাজে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হতো না।

(৮৭) كَمْ اَبْرَاَتْ وَصِبًا بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ
وَاَطْلَقَتْ اَرِبًا مِّنْ رِبْقَةِ اللَّمَمِ

হযরত নবী (সা) স্বীয় পবিত্র হস্তের স্পর্শ দ্বারা বহু ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে আরোগ্য দান করেন এবং কত পাগল তাঁর স্পর্শ দ্বারা পাগলামীর বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করেছে। (এ ধরনের বহু ঘটনার রিওয়ায়াত মজুদ আছে)।

(৮৮) وَاَحْيَتِ السَّنَةَ الشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهُ
حَتّٰى حَكَتْ غُرَّةً فِي الْاَعْصُرِ الدُّهُمِ

অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের বছরকে হযরত (সা)-এর দু'আ জীবিত করে দিয়েছে। আর তা অন্ধকারের ভেতর আলোর মত হয়েছিল।

(৮৯) بِعَارِضٍ جَادَ اَوْ خَلَّتَ الْبِطَاحَ بِهَا
صَيِّبًا مِّنَ الْيَمِّ اَوْ سَيْلاً مِّنَ الْعَرِمِ

দু'আ দ্বারা অনাবৃষ্টিজনিত মৃত জমিকে জীবিত করা মেঘের মাধ্যমে হয়েছিল। মেঘের প্রচুর বর্ষণে এত পানি হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল সমুদ্র ভেঙ্গে এসেছে অথবা আরেম উপত্যকা হতে ঢল নেমেছে।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কুরআন পাকের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য

(৯০) دَعْنِىْ وَوَصْفِىَ اٰيَاتٍ لَّهٗ ظَهَرَتْ

ظُهُوْرَ نَارِ الْقِرٰى لَيْلًا عَلٰى عَلَمِ

হে প্রিয় শ্রোতা! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যে সমস্ত আয়াত (কুরআনের আয়াতসমূহ) প্রকাশ পেয়েছে আমাকে সে সবের বর্ণনা করতে দাও। তা জ্বলন্ত প্রমাণ, পর্বত চূড়ার উপর আতিথেয়তার জন্য প্রজ্বলিত আগুনের মতো। (দূর হতে দেখে মুসাফিররা এসে আশ্রয় নেয়া ও খাওয়া-দাওয়া গ্রহণ করার জন্য আরবের দানশীল ব্যক্তিরা রাতে আগুন জ্বালাতেন)।

(৯১) فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْنًا وَهُوَ مُنْتَظِمٌ

وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْرًا غَيْرَ مُنْتَظِمِ

অবশ্য মণির হার গাঁথা হলে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় বটে; কিন্তু না গাঁথা হলেও মণির মূল্য ও কদর কম হয় না। (তদ্রূপ কুরআনের আয়াতের গুণাবলী বর্ণনা করা হলে তা লোকসমাজে রওশন হবে বটে; কিন্তু বর্ণনা করা না হলেও তার কদর ও মর্যাদার ক্ষতি হবে না।)

(৯২) فَمَا تَطَاوَلَ اٰمَالُ الْمَدِيْحِ اِلٰى

مَا فِيْهِ مِنْ كَرَمِ الْاَخْلَاقِ وَالشِّيَمِ

প্রশংসাকারীর মনোবাসনা ও আশা সেসব গুণাবলী ও মহান চরিত্রের দিকে ধাবিত হয়নি, যা হুযূর (সা)-এর ব্যক্তিত্বের ভেতর নিহিত ছিল। (কারণ তা এতই উচ্চ এবং মহান যে প্রশংসাকারীর জ্ঞান ও বুদ্ধি তত ঊর্ধ্বে পৌঁছতে পারে

না। কাজেই হযরত (সা)-এর কতক আয়াত ও মু'জিযা বর্ণনা করে ক্ষান্ত হলাম।)

(৯৩) اٰيَاتُ حَقٍّ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثَةٌ
قَدِيْمَةٌ صِفَةُ الْمَوْصُوْفِ بِالْقِدَمِ

উক্ত আয়াতে কুরআনী (কুরআনের আয়াতসমূহ আল্লাহর বাণী হিসেবে তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে নশ্বর। অপর দিকে অবিনশ্বর সত্তার বিশেষণ হিসেবে কাদীম বা অবিনশ্বর (অনাদি)।

(৯৪) لَمْ تَقْتَرِنْ بِزَمَانٍ وَهِىَ تُخْبِرُنَا
عَنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ اِرَمٍ

কুরআন অনাদি হওয়া কালের গতিবেগে আবদ্ধ নয় (কারণ, কুরআন ঐশিবাণীরূপে কালের অস্তিত্বের পূর্বে ও অনাদিকাল হতে বিদ্যমান ছিল)। আবার অবতরণ ও উচ্চারণ মতে হাদেস (অনাদি নয়)। সে হিসেবে পরকাল সম্পর্কে, কওমে আদ সম্বন্ধে এবং এর বাগানে (শাদ্দাদের বেহেশত)-এর বর্ণনা ও সংবাদ দিচ্ছে।

(৯৫) دَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجِزَةٍ
مِنَ النَّبِيِّيْنَ اِذْ جَاءَتْ وَلَمْ تَدُمِ

কুরআনী মু'জিযা আমাদের কাছে চিরস্থায়ীরূপে বিদ্যমান। কাজেই অন্যান্য আম্বিয়া (আ)-এর মু'জিযা হতে বহুগুণে উত্তম। কারণ তাঁদের মু'জিযাসমূহ প্রকাশ পেয়ে স্থায়ী হয়নি (বরং নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।)

(৯৬) مُحَكَّمَاتٌ فَمَا يُبْقِيْنَ مِنْ شُبَهٍ
لِذِىْ شِقَاقٍ وَّلَا يَبْغِيْنَ مِنْ حَكَمِ

কুরআনের আয়াতসমূহ সকল বিষয়ে এমনই সঠিক ও দৃঢ় ফয়সালাদানকারী যে, তা অপর কোন ফয়সালাদানকারীর প্রত্যাশী নয়।

(৯৭) مَا حُوْرِبَتْ قَطُّ اِلَّا عَادَ مِنْ حَرَبٍ
اَعْدَى الْاَعَادِىْ اِلَيْهَا مُلْقِىَ السَّلَمِ

কুরআনের ঘোর বিরোধীও যখনই তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে শেষ পর্যন্ত হাতিয়ার ত্যাগ করে (পরাজয় বরণপূর্বক) ফিরে গেছে।

(৯৮) رَدَّتْ بَلَاغَتُهَا دَعْوٰى مُعَارِضِهَا
رَدَّ الْغَيُوْرِ يَدَ الْجَانِىْ عَنِ الْحَرَمِ

কুরআনের বালাগত (মানব শক্তি বহির্ভূত ভাষা বিন্যাস, ভবিষ্যদ্বাণী, মানবোচিত সুদূরপ্রসারী নীতিশিক্ষা) বিরুদ্ধবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীদের দাবীকে এমনভাবেই দূরীভূত করেছে, যেমনভাবে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বীর পুরুষ স্বীয় পরিজন হতে দুষ্ট লোককে বিতাড়িত করে।

(৯৯) لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِىْ مَدَدٍ
وَفَوْقَ جَوْهَرِهِ فِى الْحُسْنِ وَالْقِيَمِ

আয়াতে কুরআনীর ভেতরে অফুরন্ত মর্মাদি নিহিত আছে। আয়াতসমূহ একে অপরের সহায়তা করে, যেভাবে সমুদ্রের তরঙ্গসমূহ একে অপরের সহায়তা করে। কুরআনের অন্তর্নিহিত মণিসমূহ সমুদ্রের মণির চেয়ে সৌন্দর্যে ও মূল্যমানে বহুগুণে উত্তম।

(১০০) فَلَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصٰى عَجَائِبُهَا
وَلَا تُسْأَمُ عَلَى الْاِكْثَارِ بِالسَّأَمِ

কুরআনের আভ্যন্তরীণ আশ্চর্যজনক মর্মসমূহ গণনার অতীত এবং সদাসর্বদা তা পাঠ করলেও তার প্রতি বিরক্তি বা বিষন্নতা আসে না। (বরং যতই বেশি তিলাওয়াত করা হয় ততই আগ্রহ বৃদ্ধি পায়)।

(১০১) قَرَّتْ بِهَا عَيْنُ قَارِيْهَا فَقُلْتُ لَهُ
لَقَدْ ظَفَرْتَ بِحَبْلِ اللّٰهِ فَاعْتَصِمِ

তার দ্বারা তার পাঠকের চক্ষু ঠাণ্ডা হয় (প্রাণ এক অবর্ণনীয় শান্তি লাভ করে) আমি তাকে বলি, তুমি বড় ভাগ্যবান, আল্লাহর (রহমত ও হেদায়াত) রজ্জু তুমি হস্তগত করেছ, এখন মজবুত করে ধর ও আমল কর।

(١٠٢) اِنْ تَتْلُهَا خِيْفَةً مِّنْ حَرِّ نَارٍ لَظٰى
اَطْفَأَتْ حَرَّ لَظٰى مِنْ وِّرْدِهَا الشَّبِمِ

যদি তুমি দোযখের অনলশিখার ভয়ে কুরআন তিলাওয়াত কর, তা হলে তুমি এই পবিত্র গ্রন্থের ঠাণ্ডা পাঠের শান্তিধারা দ্বারা নরকাগ্নিশিখা নির্বাপিত করবে। (কুরআনের বরকত ও সুপারিশ দ্বারা তুমি অবশ্যই মুক্তি লাভ করবে)।

(١٠٣) كَاَنَّهَا الْحَوْضُ تَبْيَضُّ الْوُجُوْهُ بِهٖ
مِنَ الْعُصَاةِ وَقَدْ جَاءُوْهُ كَالْحُمَمِ

কুরআন পাক যেন হাওযে কাওছার বা নাহ্‌রে হায়াত। তার তিলাওয়াত পাপীদের পাপ-কালিমাময় অন্তরকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়।

যেমন দোযখের শাস্তিভোগী মু'মিনগণ তাতে জ্বলে পুড়ে কয়লার মত হওয়ার পর মুক্তিলাভপূর্বক হাওযের পানি দ্বারা স্নানের পর চমৎকার হয়ে যাবে এবং বেহেশতে দাখিল হবে।

(١٠٤) وَكَالصِّرَاطِ وَكَالْمِيْزَانِ مَعْدِلَةً
فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِى النَّاسِ لَمْ يَقُمِ

আয়াতে কুরআনী ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ও সুবিচারে পুলসিরাত ও পাল্লার মত। কুরআন ব্যতীত মানব সমাজে সঠিক ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা হয়নি। (পুলসিরাত পাপীদেরকে পৃথক করে ফেলবে।) পাল্লা ওজনের বেশ-কমকে সমান করে। (কুরআনও তদ্রূপ)।

(١٠٥) لَاتَعْجَبَنْ لِحَسُوْدٍ رَّاحَ يُنْكِرُهَا
تَجَاهُلاً وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِمِ

হিংসুক অজ্ঞ ও অবুঝ সেজে কুরআনকে [illegible] করছে। অথচ সে বেশ ভালরূপে জানে যে, কুরআনের শিক্ষাসমূহ অকাট্য সত্য ও ন্যায়সঙ্গত। হে শ্রোতা! এতে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না। কারণ :

(১০৬) قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَّمَدٍ
وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ

অনেক সময় চক্ষুশূল হলে চোখ সূর্য-কিরণকে অস্বীকার করে (তা সহ্য করতে পারে না) এবং ব্যাধিগ্রস্ত জিহ্বা পানির স্বাদ আছে, তা মানে না (অর্থাৎ, পানিসহ কোন কিছুরই স্বাদাস্বাদন করতে পারে না)। তদ্রূপ হিংসার কারণে বা অন্য কোন স্বার্থে কুরআনকে সত্য জেনেও গ্রহণ করে না।

৭ম পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইসরা ও মি'রাজ শরীফের বর্ণনা

(١٠٧) يَا خَيْرَ مَنْ يَمَّمَ الْعَافُوْنَ سَاحَتَهٗ
سَعْيًا وَفَوْقَ مُتُوْنِ الْاَيْنُقِ الرُّسُمِ

হে দানবীর কুলমণি! যার সমীপে প্রত্যাশী ভিখারীরা (বহু আশা-আকাংখা নিয়ে) পদব্রজে বা দ্রুতগামী উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে দলে দলে হাজির হয়।

(١٠٨) وَمَنْ هُوَ الْاٰيَةُ الْكُبْرٰى لِمُعْتَبِرٍ
وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمٰى لِمُغْتَنِمِ

হে মহান! ভাবুক ও চিন্তাশীল মানবের চোখে আপনি (হেদায়াতের) উজ্জ্বল নিশান এবং মর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য আপনি মহান নেয়ামত।

(١٠٩) سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيْلاً اِلٰى حَرَمٍ
كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِيْ دَاجٍ مِّنَ الظُّلَمِ

আপনি রাত্রিকালে পবিত্র মক্কার হেরম হতে বায়তুল মুকদ্দাসের হেরম পর্যন্ত ভ্রমণ করলেন, যেভাবে ১৪ তারিখের পূর্ণিমা চাঁদ অন্ধকার রজনীকে আলোকোজ্জ্বল করে পরিভ্রমণ করে।

(١١٠) وَبِتَّ تَرْقٰى اِلٰى اَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً
مِّنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ وَلَمْ تَرَمِ

এবং সে ভ্রমণে ঊর্ধ্বগামী হয়ে আল্লাহর নৈকট্যের কাবা কাউসাইন-এর উচ্চ মর্যাদায় পৌছলেন, যা কারো ধারণায় আসেনি এবং সেখানে পৌছবার সঙ্কল্পও কেউ করেনি।

(১১১) وَقَدَّمَتْكَ جَمِيْعُ الْاَنْبِيَاءِ بِهَا
وَالرُّسُلِ تَقْدِيْمَ مَخْدُوْمٍ عَلٰى خَدَمِ

এবং (ইমামতের জন্য) সকল আম্বিয়া ও রাসূলগণ (আ) আপনাকে সম্মুখে দিলেন, যেমন খাদেমরা (সেবকরা) মুখদুম (শ্রদ্ধেয়জন)-কে সামনে এগিয়ে দেয়।

(১১২) وَاَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ
فِيْ مَوْكَبٍ كُنْتَ فِيْهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ

এবং আপনি ফেরেশতা সঙ্গীগণসহ সাত স্তর আসমান ভ্রমণ করলেন এমন শান-শওকতে গেলেন, যেন সেনাবাহিনীর মধ্যে আপনি পতাকাধারী ছিলেন।

(১১৩) حَتّٰى اِذَا لَمْ تَدَعْ شَاْوًا لِمُسْتَبِقٍ
مِنَ الدُّنُوِّ وَلَا مَرْقًى لِمُسْتَنِمِ

আল্লাহর নৈকট্যের উর্ধ্বগমনে আপনি এত উর্ধ্বে পৌছলেন যে, কোন উর্ধ্বগামীর জন্য নৈকট্যের সম্ভাব্য সীমা ও কোন করুণাকামীর জন্য কোন ধাপ বাকী রাখলেন না। (আপনি নৈকট্যের সম্ভাব্য উর্ধ্বতম ধাপে পৌছলেন।)

(১১৪) خَفَضْتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالْاِضَافَةِ اِذْ
نُوْدِيْتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِ

তখন আপনি স্বীয় মাকামের (মর্যাদার) তুলনায় সকল আম্বিয়া আওলিয়াগণের মাকামকে নিচু করে দিলেন। কারণ আপনি সৃষ্টিকুলের অদ্বিতীয় মহান ব্যক্তি হিসাবে উর্ধ্বভ্রমণে (মি'রাজে) আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

(১১৫) كَيْمَا تَفُوْزَ بِوَصْلٍ اَيِّ مُسْتَتِرٍ
عَنِ الْعُيُوْنِ وَسِرٍّ اَيِّ مُكْتَتَمِ

(يَا مُحَمَّدُ اُدْنُ) -'হে মোহাম্মদ নিকটবর্তী হও' এই আমন্ত্রণ এই জন্য ছিল) যাতে আপনি এক অবর্ণনীয় মিলনে কৃতকার্য হন, যা সকল চক্ষুর

আওতার বাইরে এবং এমন পবিত্র গোপন হাকিকত অর্জন করেন, যা আপনি ব্যতীত অপর কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম।

(১১৬) فَحُزْتَ كُلُّ فَخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ
وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَمِ

তখন আপনি অংশীবিহীনভাবে সকল প্রকার গৌরব আয়ত্ব করলেন এবং সঙ্গীবিহীনভাবে বুযুর্গীর স্তরসমূহ শেষ করে ঊর্ধ্বতম মাকামে পৌঁছলেন।

(১১৭) وَجَلَّ مِقْدَارُ مَاوُلِّيتَ مِنْ رُتَبٍ
وَعَزَّ اِدْرَاكُ مَا اُوْلِّيْتَ مِنْ نِّعَمِ

যে সমস্ত পদ ও মর্যাদা আপনাকে দেয়া হয়েছে তা অতি মহান ও উচ্চ। আর যে সমস্ত নেয়ামত ও গুপ্তরহস্য আপনাকে প্রদত্ত হয়েছে তা লাভ করা অতুলনীয় সম্মানের বিষয়।

(১১৮) بُشْرٰى لَنَا مَعْشَرَ الْاِسْلَامِ اِنَّ لَنَا
مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمِ

হে মুসলমান কওম! আমাদের জন্য সুসংবাদ যে, আল্লাহর মেহেরবানীর অটুট স্তম্ভ আমরা পেয়েছি।

(১১৯) لَمَّا دَعَى اللّٰهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهٖ
بِاَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا اَكْرَمَ الْاُمَمِ

যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বন্দেগীর প্রতি আহ্বানকারী আমাদের নবী (সা)-কে আক্‌রামুর রুসুল (নবীকুল শিরোমণি) খ্যাতি দিয়ে ডেকেছেন, তাতে আমরা সকল উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মত সাব্যস্ত হয়েছি।

৮ম পরিচ্ছেদ

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জিহাদ সম্পর্কিত বর্ণনা

(١٢٠) رَاعَتْ قُلُوْبَ الْعِدٰى اَنْبَاءُ بِعْثَتِهٖ
كَنَبْأَةٍ اَجْفَلَتْ غُفْلاً مِّنَ الْغَنَمِ

হযরত নবী করীম (সা)-এর পয়গাম্বরীর সংবাদ ধর্মদ্রোহী অত্যাচারীদের প্রাণ এমনভাবে কাঁপিয়ে দিয়েছে, যেমন হঠাৎ ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে অসতর্ক ছাগলের দল পালায়ন করে।

(١٢١) مَا زَالَ يَلْقَاهُمْ فِىْ كُلِّ مُعْتَرَكٍ
حَتّٰى حَكَوْا بِالْقَنَا لَحْمًا عَلٰى وَضَمِ

হযরত নবী (সা) যে অভিযানেই তাদের মুখোমুখি হয়েছেন, শেষ পর্যন্ত (মুজাহিদদের তীর ও বর্শার আঘাতে) তারা কসাইখানার তক্তার উপর রাখা নিসাড় মাংসখণ্ডের মত হয়ে গেছে।

(١٢٢) وَدُّوا الْفِرَارَ فَكَادُوْا يَغْبِطُوْنَ بِهٖ
اَشْلَاءَ شَالَتْ مَعَ الْعِقْبَانِ وَالرَّخَمِ

পরাজিত ও পরিবেষ্টিত ধর্মদ্রোহীরা পলায়নে অক্ষম হয়ে আহত কাফিরদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর হিংসা করতে লাগল, যেগুলোকে শকুনের দল উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। (বলছিল, হায়! যদি আমাদেরকেও শকুনের দল উড়িয়ে নিয়ে যেত।)

(١٢٣) تَمْضِى اللَّيَالِىْ وَلَا يَدْرُوْنَ عِدَّتَهَا
مَالَمْ تَكُنْ مِنْ لَّيَالِى الْاَشْهُرِ الْحُرُمِ

রাত আর দিনগুলো অতিবাহিত হতো, কিন্তু তারা সে সবের গণনার খবর রাখত না (ভয় ও ত্রাসের কারণে), যে পর্যন্ত যুদ্ধ-হারাম মাসগুলো না আসত।

(١٢٤) كَاَنَّمَا الدِّيْنُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمْ

بِكُلِّ قَرْمٍ اِلٰى لَحْمِ الْعِدٰى قَرِمِ

দ্বীন ইসলাম যেন এক সম্ভ্রান্ত মেহমান, যে শত্রুর মাংসলোভী সর্দারগণসহ তাদের বাড়ির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছে (আর তারা বিনা আপত্তিতে মাংস দিচ্ছে)।

(١٢٥) يَجُرُّ بَحْرَ خَمِيْسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ

تَرْمِىْ بِمَوْجٍ مِّنَ الْاَبْطَالِ مُلْتَطِمِ

এই মেহমান (ইসলাম) মুজাহিদ সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করছিল (সে ঘোড়-সওয়ার সেনাদল দেখে মনে হত) যেন তরঙ্গায়িত সেনা-সমুদ্রে অশ্বারোহী বাহিনীর তরঙ্গ একে অপরকে থাপ্পড় মারছে।

(١٢٦) مِنْ كُلِّ مُنْتَدِبٍ لِلّٰهِ مُحْتَسِبٍ

يَسْطُوْ بِمُسْتَأْصِلٍ لِلْكُفْرِ مُصْطَلِمِ

সে বীর পুরুষগণ প্রত্যেকেই আল্লাহর ধর্মের আমন্ত্রণ গ্রহণকারী ও (প্রত্যেক কাজে) সওয়াবের প্রত্যাশী। কুফরী ধর্মের মূল উৎপাটনকারী নবী (সা)-এর সাথে তারা অধর্ম-নাশক অস্ত্রাদিসহ কাফিরদের উপর আক্রমণ চালায়।

(١٢٧) حَتّٰى غَدَتْ مِلَّةُ الْاِسْلَامِ وَهْىَ بِهِمْ

مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُوْلَةَ الرَّحِمِ

শেষ পর্যন্ত এই দুর্বল গরীব মিল্লাতে ইসলাম (প্রসার লাভ করল) সকলের সহায়তা লাভ করে শক্তি অর্জন করল।

(١٢٨) مَكْفُوْلَةً اَبَدًا مِّنْهُمْ بِخَيْرِ اَبٍ

وَخَيْرِ بَعْلٍ فَلَمْ تَيْتَمْ وَلَمْ تَئِمِ

তাঁদের ক্রমাগত জিহাদ ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার কারণে মিল্লাতে ইসলাম শেষ পর্যন্ত উত্তম অভিভাবক দ্বারা চিরকালের জন্য সুরক্ষিত হলো। অতঃপর সে আর

এতিম বা বিধবা (অভিভাবকহীন) হবে না। (কারণ আল্লাহ পাক ইসলামের রক্ষার ওয়াদা করেছেন।)

(১২৯) هُمُ الْجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مُصَادِمُهُمْ
مَا ذَا رَاَوْ مِنْهُمْ فِىْ كُلِّ مُصْطَدَمِ

মুজাহিদ বাহিনী অটল পর্বতমালার ন্যায়, তাঁদের সম্বন্ধে (হে শ্রোতা!) রণাঙ্গনসমূহের কাছে জিজ্ঞাসা কর যে, প্রত্যেক যুদ্ধে তাঁদের বীরত্ব, দৃঢ়তা ও শত্রুবিনাশ কার্য কিরূপ ছিল?

(১৩০) فَسَلْ حُنَيْنًا وَسَلْ بَدْرًا وَسَلْ اُحُدًا
فُصُوْلَ حَتْفٍ لَهُمْ اَدْهٰى مِنَ الْوَخَمِ

অতঃপর হুনাইন রনাঙ্গনকে জিজ্ঞাসা কর, বদর ও উহুদ রনাঙ্গনকে জিজ্ঞাসা কর। (তবে জানিবে যে) বহুপ্রকার মৃত্যু বিধর্মীদের ধ্বংস করেছিল, যা কলেরা ও প্লেগের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

(১৩১) اَلْمُصْدِرِى الْبِيْضِ حُمْرًا بَعْدَ مَا وَرَدَتْ
مِنَ الْعِدٰى كُلَّ مُسْوَدٍّ مِّنَ اللِّمَمِ

মুজাহিদ বীরপুরুষগণ তাঁদের শুভ্র চমৎকার তরবারীসমূহকে বিধর্মীদের কাল চুলসহ কেটে ভেতরে ঢুকিয়ে তা রক্তে রঞ্জিত করে বের করেন।

(১৩২) وَالْكَاتِبِيْنَ بِسُمْرِ الْخَطِّ مَا تَرَكَتْ
اَقْلَامُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَيْرَ مُنْعَجِمِ

তাঁদের পীত বর্ণের তীরসমূহ শত্রু-দেহকে অক্ষত ছাড়ে নি।

(১৩৩) شَاكِى السِّلَاحِ لَهُمْ سِيْمَا تُمَيِّزُهُمْ
وَالْوَرْدُ يَمْتَازُ بِالسِّيْمَا مِنَ السَّلَمِ

সাহাবা মুজাহিদগণ যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন যেমন ধর্মদ্রোহীরা সজ্জিত ছিল। তবে মুজাহিদদের চেহারার ঈমানী জ্যোতি ও মর্যাদার চিহ্ন তাঁদেরকে কাফিরদের

থেকে পৃথকরূপে পরিচিত করছিল, যেমন গোলাপ ফুল তার বৃক্ষকে বালবু কাঁটার গাছ হতে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত করে। (উভয় বৃক্ষই কাঁটা বিশিষ্ট কিন্তু গোলাপ গাছের সম্মান স্বতন্ত্র)।

(১৩৪) يُهْدِىْ اِلَيْكَ رِيَاحَ النَّصْرِ نَشْرَهُمُ

فَتَحْسَبُ الْوَرْدُ فِىْ الْاَكْمَامِ كُلَّ كَمِيْ

আল্লাহর সাহায্যের বায়ু (হে মু'মিন)! তোমার প্রতি স্বীয় ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। কাজেই যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত মুজাহিদদের এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল যেমন খোসার মধ্যে পুষ্পকলি।

(১৩৫) كَاَنَّهُمْ فِىْ ظُهُوْرِ الْخَيْلِ نَبْتُ رُبًى

مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّةِ حُزُمِ

বীর মুজাহিদগণ ঘোড়ার আসন জমিয়ে এমন অটলভাবে উপবিষ্ট ছিলেন, যেন তাঁরা টিলার উপরে ঘাস (যা দৃঢ় শিকড়ে স্থিত থাকে) তাঁদের দৃঢ়তা তাঁদের নিপুণতার কারণে ছিল, ঘোড়ার জীনের দৃঢ় বন্ধনের কারণে নয়।

(১৩৬) طَارَتْ قُلُوْبُ الْعِدٰى مِنْ بَأْسِهِمْ فَرَقًا

فَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْبَهْمِ وَالْبُهَمِ

মুজাহিদদের পরাক্রম ও দাপটে শত্রুদের প্রাণ উড়ে গেল। তারা ভীতি-বিহ্বলতায় এমন আত্মহারা হয়েছিল যে, ছাগলছানা আর বীর যোদ্ধার মধ্যে পার্থক্য করতে পারত না। ছাগলছানারা দেখে ভয়ে পলায়ন করত।

(১৩৭) وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ نُصْرَتُهٗ

اِنْ تَلْقَهُ الْاَسَدُ فِىْ اَجَامِهَا تَجِمِ

হযরত নবী (সা)-এর উসিলায় আল্লাহর সাহায্য যাদের সঙ্গী ছিল, যদি বন-জঙ্গলে সিংহ তাঁদের সন্মুখীন হত সেও হতবাক হয়ে যেত। (যেমন হযরত

ছকীনা ও বাঘের ঘটনা এবং এরূপ আরও বহু ঘটনা ঘটেছে। এসব হিংস্র জন্তু আক্রমণ দূরের কথা, বরং লালিত পালিত বিড়ালের মত সাহায্য করেছে)।

(١٣٨) وَلَنْ تَرٰى مِنْ وَلِيٍّ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ
بِهٖ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَصِمِ

তুমি হযরত (সা)-এর কোন বন্ধুকে এমন পাবে না, যিনি তাঁর সাহায্য লাভ করেননি এবং নবীর বন্ধুর এমন কোন শত্রু পাবে না, যে পরাজয় বরণ করেনি।

(١٣٩) اَحَلَّ اُمَّتَهٗ فِىْ حِرْزِ مِلَّتِهٖ
كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الْاَشْبَالِ فِىْ اَجَمِ

হযরত (সা) স্বীয় মু'মিন উম্মতদেরকে ইসলাম দুর্গের ভেতর সুরক্ষিতভাবে রেখেছেন, যেমন সিংহ তার শাবকদের নিয়ে বনের ভেতর নিজ সুরক্ষিত বাসস্থানে অবস্থান করে।

(١٤٠) كَمْ جَدَّلَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ مِنْ جَدَلٍ
فِيْهِ وَكَمْ خَصَّمَ الْبُرْهَانُ مِنْ خَصَمِ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরোধীদের সাথে আল্লাহর বাণী বহু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদরকে পরাজয় বরণ করিয়েছে এবং আল্লাহ প্রেরিত বহু মু'জিযা ও যুক্তি দাবী প্রমাণে বিবাদীদের পরাভূত করেছে।

(١٤١) كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِى الْاُمِّىِّ مُعْجِزَةً
فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّاْدِيْبِ فِى الْيُتُمِ

(হে শ্রোতা!) তোমার পক্ষে হযরত (সা)-এর পয়গাম্বরীর প্রমাণ সম্বন্ধে (অপরাপর যুক্তিসমূহ বাদ দিয়েও) এতটুকু মু'জিযাই যথেষ্ট যে, তিনি নিরক্ষর হয়েও সে অন্ধকার যুগে অসীম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং পিতৃহীন বালক হয়েও ভাষা ও সাহিত্যকলায় অসাধারণ ছিলেন।

৯ম পরিচ্ছেদ

পাপমুক্তির প্রার্থনা ও হযরত (সা)-এর শাফাআত লাভের বাসনা

(১৪২) خَدَمْتُهُ بِمَدِيْحٍ اَسْتَقِيْلُ بِهٖ
ذُنُوْبَ عُمْرٍ مَّضٰى فِى الشِّعْرِ وَالْخِدَمِ

আমি এই কামনা নিয়ে না'ত ও প্রশংসাগান হযরত (সা)-এর খেদমতে পেশ করেছি যে, বিগত জীবনে ধনী লোকদের খেদমত করে ও কাব্য রচনা করে যেসব পাপ করেছি, তার শাস্তি হতে যেন মুক্তিলাভ করি।

(১৪৩) اِذْ قَلَّدَانِىْ مَا تُخْشٰى عَوَاقِبُهٗ
كَاَنَّنِىْ بِهِمَا هَدْىٌ مِّنَ النَّعَمِ

অতএব সে পাপ আমার গলদেশে এমন হার পরিয়েছে, যার পরিণাম ভয়ানক হওয়ার আশঙ্কা করছি। আমার অবস্থা হচ্ছে–আমি সে পাপের কারণে গলায় মালা পরিহিত কোরবানীর উটের মত।

(১৪৪) اَطَعْتُ غَىَّ الصِّبَا فِىْ الْحَالَتَيْنِ وَمَا
حَصَّلْتُ اِلَّا عَلَى الْاٰثَامِ وَالنَّدَمِ

আমি ধনীদের খেদমত ও কাব্যচর্চা উভয় কাজেই বাল্য বয়সের গোমরাহীর তাবেদারী করেছি। এর দ্বারা পাপ ও অনুতাপ ব্যতীত আমার আর কিছুই হাসিল হয়নি।

(১৪৫) فَيَا خَسَارَةَ نَفْسٍ فِىْ تِجَارَتِهَا
لَمْ تَشْتَرِ الدِّيْنَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسُمِ

অতএব হায় আমার নফ্স! তোমার ব্যবসায়ে ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। তুমি দুনিয়ার পরিবর্তে দীন খরিদ করনি এবং খরিদ করার ইচ্ছাও করনি।

(১৪৬) وَمَنْ يَّبِعْ آجِلاً مِّنْهُ بِعَاجِلِهِ

يَبِنْ لَهُ الْغَبْنُ فِي بَيْعٍ وَّفِي سَلَمِ

যে ব্যক্তি পরকালকে ইহকালের পরিবর্তে বিক্রয় করে, নগদ কেনাবেচা ও বাকীতে কেনাবেচা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর ঘাটতি প্রকাশ পাবে।

(১৪৭) اِنْ اٰتِ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِي بِمُنْتَقِضٍ

مِنَ النَّبِيِّ وَلَا حَبْلِي بِمُنْصَرِمِ

যদিও আমি হঠাৎ পাপ করে বসি, তাতে হযরত (সা)-এর সুপারিশের জিম্মায় থাকা হতে কর্তিত হব না এবং আমার আশার রুজ্জুও কাটা যাবে না।

(১৪৮) فَاِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِي

مُحَمَّدًا وَّهُوَ اَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ

অবশ্য আমার পিতা-মাতা আমার নাম মুহাম্মদ রাখাতে আমার পক্ষে তাঁর শাফাআতের জিম্মা হাসিল হয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি অঙ্গীকার পালনে সর্বশ্রেষ্ঠ।

(১৪৯) اِنْ لَّمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي اٰخِذًا بِيَدِي

فَضْلاً وَّاِلَّا فَقُلْ يَازَلَّةَ الْقَدَمِ

যদি তিনি পরকালে অনুগ্রহপূর্বক আমার শাফাআত ও সহায়তা না করেন তা হলে বল, হায়, পদস্খলন! (অর্থাৎ আমার দুর্গতির সীমা থাকবে না)।

(১৫০) حَاشَاهُ اَنْ يُّحْرَمَ الرَّاجِي مَكَارِمَهُ

اَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمِ

কস্মিনকালেও এমন হবে না যে, হযরত (সা)-এর অনুকম্পা প্রার্থী তাঁর দান হতে বঞ্চিত হবে। অথবা তাঁর কাছে আশ্রয়প্রার্থী অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হবে।

(١٥١) وَمُنْذُ اَلْزَمْتُ اَفْكَارِىْ مَدَائِحَهٗ
وَجَدْتُّهٗ لِخَلَاصِىْ خَيْرَ مُلْتَزَمِ

যখন থেকে আমার চিন্তাধারাকে হুযূর (সা)-এর প্রশংসায় বিজড়িত করেছি, তখন থেকে তাঁকে আমার পরকালের মুক্তির জন্য পূর্ণ দায়িত্বশীল পেয়েছি।

(١٥٢) وَلَنْ يَّفُوْتَ الْغِنٰى مِنْهُ يَدًا تَرِبَتْ
اِنَّ الْحَيَا يُنْبِتُ الْاَزْهَارَ فِىْ الْاَكَمِ

হযরত (সা)-এর অপার দানসমুদ্র কাউকেও বঞ্চিত ও মুখাপেক্ষী রাখবে না। কারণ বৃষ্টি যেমন উর্বরা জমিকে ফলবান করে তদ্রূপ পর্বতাদির উপরেও ফুল-কলি জন্মায়।

(١٥٣) وَلَمْ اُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِىْ اقْتَطَفَتْ
يَدَا زُهَيْرٍ بِمَا اَثْنٰى عَلٰى هَرِمِ

আমি হযরত (সা)-এর প্রশংসা করে দুনিয়ার কামিয়াবী ও সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য করিনি, যেমন যুহাইর হারমের প্রশংসা করে লাভ করেছে।

১০ পরিচ্ছেদ

মুনাজাত এবং হাজত পেশ করা

(১৫৪) يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِىْ مَنْ اُلُوْذُ بِهٖ
سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمِمِ

হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, মহান! আপনি ব্যতীত আমার জন্য সর্বগ্রাসী বিপদের সময় আর কে আছে? যার কাছে সে বিপদে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি।

(১৫৫) وَلَنْ يَّضِيْقَ رَسُوْلَ اللّٰهِ جَاهُكَ بِىْ
اِذِ الْكَرِيْمُ تَجَلّٰى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে সময় আল্লাহ তা'আলা প্রতিফল দানকারীরূপে বিরাজমান হবেন, সে সময় আমার মত পাপীর সুপারিশের কারণে আপনার মহান মর্যাদার হানি হবে না।

(১৫৬) فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا
وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

কারণ দুনিয়া ও আখেরাত আপনারই কল্যাণে। আপনার ইল্‌ম হতেই লাওহ্ ও কলমের ইল্‌ম। (لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاك–আপনি না হলে আমি আসমান ইত্যাদি সৃষ্টি করতাম না। অতএব সমস্ত সৃষ্টিই হুযূর (সা)-এর উসিলাতে হয়েছে; কাজেই অন্য অর্থে সবকিছু তাঁরই কল্যাণে।)

(১৫৭) يَا نَفْسُ لَا تَقْنُطِىْ مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ
اِنَّ الْكَبَائِرَ فِى الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ

হে চিত্ত! তোমার পদস্খলন, পাপ যদিও বড় তবুও তুমি নিরাশ হইও না। কারণ, এ সব পাপ আল্লাহর অসীম ক্ষমার সামনে অতিশয় ক্ষুদ্র।

(১৫৮) لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّىْ حِيْنَ يَقْسِمُهَا
تَأْتِىْ عَلٰى حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِى الْقِسَمِ

আমার পূর্ণ আশা, যখন আল্লাহর রহমত বণ্টন করা হবে তখন ভাগের মধ্যে পাপের পরিমাণেই রহমত আসবে।

(১৫৯) يَا رَبِّ وَاجْعَلْ رَجَائِىْ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ
لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِىْ غَيْرَ مُنْخَرِمِ

হে করুণাময় প্রভু! যে আশা নিয়ে আপনার দরবারে প্রার্থনা করেছি, তার বিপরীত করবেন না। এবং আপনার নিকট যে রহমতের ধারণা করেছি, তা অসাড় প্রমাণ করবেন না।

(১৬০) وَالْطُفْ بِعَبْدِكَ فِى الدَّارَيْنِ انَّ لَهٗ
صَبْرًا مَتٰى تَدْعُهُ الْاَهْوَالُ يَنْهَزِمِ

হে পরম দাতা! উভয় জগতে আপনার বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। কারণ এই বান্দার ধৈর্য অতিব দুর্বল। যখন বিপদাপদ আসে সে পরাভূত ও পলাতক হয়ে পড়ে।

(১৬১) وَاْذَنْ لِسُحْبِ صَلٰوةٍ مِّنْكَ دَائِمَةٍ
عَلَى النَّبِىِّ بِمُنْهَلٍ وَّمُنْسَجِمِ

দরূদ ও সালামের মেঘকে নবী (সা)-এর উপর অবিরাম রহমতের বারি বর্ষণের আদেশ করুন।

(১৬২) وَالْاٰلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ
اَهْلِ التُّقٰى وَالنُّقٰى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

এবং তাঁর বংশধর, সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের প্রতি (রহমত) বর্ষিত হোক যারা ছিলেন পরহেযগার, পবিত্র, গম্ভীর, সহনশীল ও দানশীল।

(১৬৩) ثُمَّ الرِّضَا عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرٍ
وَعَنْ عَلِىٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ ذِىْ الْكَرَمِ

অতঃপর (আয় আল্লাহ!) মর্যাদাবান হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা) ও হযরত উসমান (রা) সকলের প্রতি আপনার সন্তোষ বর্ষিত হউক।

(১৬৪) مَارَنَّحَتْ عَذَبَاتُ الْبَانِ رِيْحُ صَبًا
وَاطْرَبَ الْعِيْسَ حَادِى الْعِيْسِ بِالنَّغَمِ

যতদিন সমীরণ বান-বৃক্ষের ডালপালাগুলোকে হেলান, দোলান দিতে থাকবে এবং হুদীখান্ গায়কের সুর উষ্ট্রদলকে আনন্দে মাতোওয়ারা করবে ততদিন হযরতের প্রতি দরূদ ও চার সাহাবার প্রতি সন্তোষ বর্ষিত হোক।

(১৬৫) فَاغْفِرْ لِنَاشِدِهَا وَاغْفِرْ لِقَارِئِهَا
سَاَلْتُكَ الْخَيْرَ يَاذَا الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ

অতএব (হে প্রভু!) এই কাসীদার গ্রন্থকার, কারী (পাঠক এবং শ্রোতা) সকলকে মাফ করুন। হে দাতা! হে মহান অসীম! আপনার কাছে এই মঙ্গল কামনা করছি (আপনি তা কবুল করুন)।

কাসীদা গাওসিয়া

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على روسوله الكريم

পূর্বাভাষ

এই মুতাবর্রক কাসীদা হযরত কুতুবে রব্বানী মাহবুবে সুবহানী শেখ সৈয়দ আবূ মুহাম্মদ আবদুল কাদির জীলানী কুদ্দিসা সিররুহুর যবান হতে এমন অবস্থায় উচ্চারিত হয়েছিল, যখন এই নশ্বর জগতের সাথে তাঁর অন্তরের সংশ্রব ছিল না। তিনি তখন অনাদি অনন্ত মাহবুবের নৈকট্যে কলবের হৃদয় মধ্যে জ্যোতি ও আহ্ওয়ালের অবর্ণনীয় অবস্থায় ডুবে ছিলেন। স্বীয় অস্তিত্বকে অনন্ত অসীম সর্ব সৌন্দর্য জ্যোতি বা নূরের সন্নিধানে বার বার ফানা (নিশ্চিহ্ন) করে বকা (স্থিতি)-র উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সারা বিশ্বকে রাই-এর দানাসম দেখতে পাচ্ছিলেন। এই কাসীদার ভেতর তাঁর শানের যোগ্য কতগুলো দাবী করা হয়েছে।

অনেকে মনে করেন যে, যেসব আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ বেলায়েতের উচ্চাসন লাভ করেন, তাঁদের উপর শরীআতের বাধা নিষেধ অনেক কমে যায়। অনেক করণীয় কাজ তারা না করলেও চলে। আবার কোনো কোনো অকরণীয় কাজ তাঁরা করলে পাপ হয় না। অতএব এই ক্ষেত্রেও বড় পীর (র) সাহেব মা'রেফাতের উচ্চতম আসন লাভ করার পর স্বীয় গৌরব প্রকাশের জন্য যেসব কথা বলেছেন তা অত্যুক্তি বা অন্যায় হয়নি। তাঁদের শ্রেণীর আওলিয়াগণের জন্য আত্মগরিমা দোষণীয় নয়।

এরূপ ধারণা সাধারণ-আওয়াম লোকের ভেতরে প্রসার লাভ করার পেছনে দায়ী দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। প্রথম ভণ্ডপীর। তারা তাদের মুরীদানের অন্তরে এইরূপ ধারণা অঙ্কিত করার চেষ্টা করে। কারণ তাদের মধ্যে শরীআতের খেলাফ কাজ অনেক থাকে। আবার মুরীদান হতে টাকা আকর্ষণের জন্য তাঁরা বহুবিধ পন্থা অবলম্বন করে। এই সব পীরদের চেষ্টা হয়, মুরীদরা যেন তাঁদেরকে

শরীআত সম্পর্কীয় চিন্তাধারার আলোকে যাচাই-বাছাই না করে। আর একদল হল বে ইল্‌ম ও বে আমল ওয়ায়েয (বক্তা)। তাঁরা আওলিয়ায়ে কিরামের প্রশংসা এবং কারামত বর্ণনার সীমা অতিক্রম করেন, বহুবার শোনা গেছে যে, বড় পীর (র) সাহেব এক মৃত লাশকে লক্ষ্য করে বললেন–(قُمْ بِاِذْنِى) 'আমার হুকুমে তুমি জীবিত হয়ে উঠ।' তখনই জীবন্ত উঠে দাঁড়াল। অথচ একথা ডাহা মিথ্যা। আওলিয়াগণের এ ধরনের কারামত যেখানে দেখা গেছে সকল স্থানে তাঁরা (قُمْ بِاِذْنِ اللّٰه) 'আল্লাহর হুকুমে দাঁড়াও' বলেছেন। তা ছাড়া যদি সে রকম দুই এক স্থানে বলে থাকেন তাও এক বিশেষ অবস্থায় বলে থাকবেন। তা হলো হালতে এস্তেগ্‌রাক অথবা হালতে ফনা-ফিল্লাহ। এই সমস্ত হালতে যেসব ব্যাপার ঘটে তা আওয়ামের (সাধারণ লোকদের) মজলিশে বর্ণনা করা জায়েয নেই। কারণ তাতে আওয়াম লোকের আকীদায় অনেক গণ্ডগোল হয়।

এক্ষেত্রে হযরত বড় পীর সাহেব (র) যা ভাষণ দিয়েছেন তা স্বীয় গৌরব প্রকাশ ও তাকাব্বুর বা বড়াই নয়। আমরা আওয়ামের উপর শরীআতের যেরূপ হুকুম-আহ্‌কামের চাপ আছে, আল্লাহর খাস বান্দাগণের উপর তার চেয়ে আরও অধিক চাপ আছে। কাজেই এক ফোটা তাকাব্বুর তাঁর অন্তরে ছিল এই কথা বললে তাঁর অবমাননা করা হবে। তাকাব্বুর এক ফোটাও কোন বুযুর্গের অন্তরে আসলে তাঁর উপর এমনই চাপ পড়বে যে, হয়ত তিনি সংশোধিত হবেন নতুবা তাঁর নাম আওলিয়ার দফতর হতে কাটা যাবে। এই কাসীদার ভেতর হযরত বড়পীর সাহেব যা বলেছেন আল্লাহ পাকের এরাদা মতে তাঁর যবান হতে তাঁর আলীশান বুযুর্গী প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তা প্রকাশ করিয়েছেন। যাতে আল্লাহর বান্দাগণ তাঁর বুযুর্গীর পরিচয় এবং বেলায়তের মধ্যে তাঁর উচ্চতম আসন সম্পর্কে অবগত হয়ে ও কদর মর্যাদা বুঝে সকলে ফায়দা হাসিল করতে পারেন।

এই কাসীদার ভেতর তিনি তাঁর ভক্ত ও মুরীদানকে সাহসিকতা ও প্রেরণার সাথে মা'রেফতের পথিক হওয়ার জন্য এবং শয়তানের ভয়ে ভীত না হওয়ার কথা পরিষ্কার ভাষায় ফরমায়েছেন। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)ও স্বীয় মর্যাদা সম্পর্কে যে ভাষণ দিয়েছেন সে সমস্তও প্রকাশ করা আল্লাহ পাকের হুকুম অনুসারে ছিল। যাতে আল্লাহর মখ্‌লুক তাঁর সঠিক পরিচয় পেতে পারে। হযরত (সা) ফরমাইয়াছেন–اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَلَا فَخْرَ 'আমি সমস্ত আদম

সন্তানের সর্দার, তা গৌরব প্রকাশ অর্থে নয়।' 'ওয়ালা ফখ্‌রা' শব্দ দ্বারা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোন বান্দার তাকাব্বুর করা চলবে না।

এই কাসীদার বৈশিষ্ট্য ও তা'ছীর

(১) যে ব্যক্তি দৈনিক ১১ বার পাড়বে সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবে। (২) যে লোক একবার করে সর্বদা পড়বে তার স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে। (৩) আরবী ইল্‌ম শিক্ষার্থী অযীফারূপে একবার দৈনিক পাঠ করলে আরবী বিদ্যায় পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করবে। (৪) কোন বিশেষ সঙ্গত ও জায়েয উদ্দেশ্যে ৪০ দিন পাঠ করলে (দৈনিক একবার করে) তা হাসিল হবে। (৫) যে লোক তা নযরের সামনে রাখবে, প্রত্যহ পড়বে, পড়তে না জানলে পড়িয়ে শ্রবণ করবে, প্রত্যহ সকালে একবার এর প্রতি দৃষ্টি করবে সে তাঁকে স্বপ্নে দেখবে।

পাঠপ্রণালী : কিছু শীরিনী (মিষ্টান্ন) ফাতেহা দেয়ার পর নিম্নে বর্ণিত দরূদ শরীফ ৩ বার পড়ে আরম্ভ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

তিনবার পড়তে হবে।

বঙ্গানুবাদ কাসীদায়ে গাওসিয়া

بسم الله الرحمن الرحيم

(১) سَقَانِى الْحُبُّ كَأْسَاتِ الْوِصَالِ
فَقُلْتُ لِخَمْرَتِىْ نَحْوِىْ تَعَالِ

প্রেম আমাকে মিলন মদিরা পান করিয়েছে। তখন আমি বললাম, হে আমার শরাব! আমার দিকে অগ্রসর হও।

(২) سَعَتْ وَمَشَتْ لِنَحْوِيْ فِيْ كُؤُوْسٍ
فَهِمْتُ لِسُكْرَتِيْ بَيْنَ الْمَوَالِيْ

তখন তা (মিলন-শরাব) আমার দিকে ধাবিত হলো এবং বহু পূর্ণ পেয়ালা পরিমাণে চলে আসল। (এবং তা অপরিসীম পরিমাণে পান করলাম এবং প্রেম-নেশায় বিভোর হলাম) বিভোর অবস্থায় আমি অনুভব করলাম যে, আমি মাশুকের (প্রিয়তমের) পরিবেষ্টনে আছি। (এই বাক্য দ্বারা বুঝা গেল যে, তিনি খোদার নৈকট্যের বেলায়াতের উচ্চাসনে পৌঁছে এই কাসীদা ব্যক্ত করেছেন)।

(৩) فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْاَقْطَابِ لُمُوْا
بِحَالِيْ وَادْخُلُوْا اَنْتُمْ رِجَالِ

তখন আমি সকল কুতুবদেরকে (আমরা একই পথ অনুসারী বন্ধুদের) বললাম, তোমরা আমার (বর্তমান আধ্যাত্মিক) রঙের ভেতর ঢুকে এই রঙে রঞ্জিত হও (এই উচ্চাসনে উন্নীত হও) কারণ তোমরাও প্রেম-পথের বীর পথিক।

(৪) وَهَمُّوْا وَاشْرَبُوْا اَنْتُمْ جُنُوْدِيْ
فَسَاقِي الْقَوْمِ بِالْوَافِيْ مَلَالِ

পূর্ণ উদ্যমে অগ্রসর হও এবং প্রেম-শরাব পান কর। তোমরা আমার সেনাদল (আমার মাধ্যমে প্রেম পথে রওনা হয়েছ এবং অহরহ নফ্স (কু-প্রবৃত্তি) ও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মগ্ন আছ)। কারণ প্রেমিক কওমের সাকী (যিনি শরাব পান করান) আমার জন্য শরাবের পেয়ালা যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণ করেছেন।

(৫) شَرِبْتُمْ فُضْلَتِيْ مِنْ بَعْدِ سُكْرِيْ
وَلَا نِلْتُمْ عُلُوِّيْ وَاتِّصَالِ

তোমরা আমার নেশা ও বিভোরতার পর আমার অবশিষ্ট শরাব পান করেছ। তোমরা আমার উচ্চতা ও আমার মিলন পাও নি। (অর্থাৎ খোদার নৈকট্যের সে উচ্চাসনে আমি পৌঁছেছি তোমরা তা পাও নি।)

(৬) مَقَامُكُمُ الْعُلٰى جَمْعًا وَّلٰكِنْ
مَقَامِىْ فَوْقَكُمْ مَازَالَ عَالِ

তোমাদের মকামও (বেলায়তের আসন, মর্তবা) খুবই উর্ধ্বে বটে। কিন্তু আমার মকাম (আসন) সর্বদা তোমাদের উর্ধ্বে।

(৭) اَنَا فِىْ حَضْرَةِ التَّقْرِيْبِ وَحْدِى
يُصَرِّفُنِىْ وَحَسْبِىْ ذُو الْجَلَالِ

আল্লাহ জল্লা শানুহুর নৈকট্যের সন্নিধানে আমি একাই আছি। (এই যমানার কোন বুযুর্গ এই মকামে পৌঁছে নি) তিনিই আমাকে স্বীয় মর্জি অনুসারে পরিচালনা করছেন। আমার পক্ষে আমার মহান প্রতাপশালী প্রভু যথেষ্ট।

(৮) اَنَا الْبَازِىْ اَشْهَبُ كُلَّ شَيْخٍ
وَمَنْ ذَا فِى الرِّجَالِ اُعْطِىْ مِثَالِيْ

আমি প্রত্যেক শায়খের তরীকতের পক্ষে (পীর, মুরশিদদের জন্য) বহু উর্ধ্বে উড়ন্ত বাজপাখি। এই পথের সাহসী পুরুষদের ভেতর এমন কে আছে যাকে আমার সাথে তুলনা করতে পারি?

(৯) كَسَانِىْ خِلْعَةً بِطِرَازِ عَزْمٍ
وَتَوَّجَنِىْ بِتِيْجَانِ الْكَمَالِ

আমাকে আমার প্রভু মা'রেফতের ও দৃঢ় সঙ্কল্পের পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং আমার মস্তকে বুযুর্গী ও পূর্ণ কামালাতের (পূর্ণতার) মুকুট পরিয়েছেন।

(১০) وَاَطْلَعَنِىْ عَلٰى سِرٍّ قَدِيْمٍ
وَقَلَّدَنِىْ وَاَعْطَانِىْ سُؤَالِيْ

আর আমাকে অনাদিকালের গুপ্ত তথ্যাদি সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল করেছেন ও আমার গলদেশে প্রেম ও ইহসানের হার পরিয়েছেন। আমি যা চেয়েছি তা আমাকে দান করেছেন।

(১১) وَوَلَّانِىْ عَلَى الْاَقْطَابِ جَمْعًا
فَحُكْمِىْ نَافِذٌ فِىْ كُلِّ حَالٍ

আমাকে একাধারে সকল কুতুব ও আওলিয়াগণের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। অতএব তাঁদের মধ্যে সব অবস্থায় আমার তরীকা প্রচলিত থাকবে।

(১২) وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فِىْ جِبَالٍ
لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الْجِبَالِ

যদি আমি আমার প্রেমের গোপন তথ্যসমূহ পর্বতমালার উপর ঢেলে দেই তা হলে তারা চূর্ণ বিচূর্ণ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। (যে সমস্ত আনওয়ার ও তাজাল্লী অর্থাৎ খোদা জ্যোতি আমার কল্‌বের উপর ওয়ারেদ (আপতিত) হচ্ছে পর্বতমালা তা সহ্য করতে অক্ষম। তূর পর্বতের অবস্থা সকলের জানা আছে)।

(১৩) وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فِىْ بِحَارٍ
لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِىْ زَوَالٍ

যদি আমার প্রেম-রহস্যসমূহ সমুদ্রে ঢেলে দেই, তাহলে সমুদ্র সমুদয় তলিয়ে যাবে। চিরকালের জন্য তাদের অস্তিত্ব লোপ পাবে।

(১৪) وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فَوْقَ نَارٍ
لَخَمَدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِ

আমার প্রেমের রহস্যসমূহ যদি আগুনের উপর ঢেলে দেই তা হলে (এই সর্বদাহক) আগুনও (বরদাশত করতে না পেরে) নির্বাপিত হয়ে যাবে এবং তার অগ্নিশিখাও নিশ্চিহ্ন হবে।

(১৫) وَ لَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فَوْقَ مَيْتٍ
لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلٰى تَعَالٰى

যদি আমার হৃদয়ে বর্ষিত তাজাল্লিয়াত কোন মৃতদেহের উপর ঢেলে দেই তা হলে সে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতে জীবিত ও দণ্ডায়মান হয়ে উঠবে।

(১৬) وَمَا مِنْهَا شُهُوْرٌ اَوْ دُهُوْرٌ
تَمُرُّ وَتَنْقَضِىْ اِلَّا اَتٰى لِيْ

আল্লাহর সৃষ্টির ভেতর মাস, কাল, যুগ-যুগাদি যা গত হয়েছে বা গতিশীল আছে, সমস্তই আমার নিকট উপস্থিত হয়েছে।

(১৭) وَتُخْبِرُنِىْ بِمَا يَاْتِىْ وَيَجْرِيْ
وَتُعْلِمُنِىْ فَاَقْصِرْ عَنْ جَلَالِ

(তারা উপস্থিত হয়ে) যা ভবিষ্যতে ঘটবার ও প্রচলিত হবার আছে সমস্ত বিষয়ে আমাকে সংবাদ দেয় এবং অবগত করে। অতএব তুমি তোমার বুযুর্গীকে দমিয়ে রাখ। (আমাদের তুলনায় তোমার অবস্থান কোথায় তা নির্ণয় কর।)

(১৮) مُرِيْدِىْ هِمْ وَطِبْ وَاشْطَحْ وَغَنِّ
وَافْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالْاِسْمُ عَالِ

হে আমার মুরীদরা! প্রাণের ভেতর (প্রেম-পথ অভিযানের) দৃঢ় সঙ্কল্প কর এবং উৎফুল্ল হও (কারণ, আমার মত শায়খ পেয়েছ) ও শয়তানী কুহক সম্বন্ধে নির্ভীক হও (কারণ, আমি তাকে দমন করে তোমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব) এবং স্বাবলম্বী হও (অপর কোন পীরের প্রয়োজন তোমাদের হবে না।) এবং আমি যেভাবে চাই তদ্রূপ কাজ করে যাও (তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হবে) আমার নাম বেশ ঊর্ধ্বেই আছে।

(১৯) مُرِيْدِىْ لَا تَخَفْ اَللّٰهُ رَبِّيْ
عَطَانِىْ رَفْعَةً نِلْتُ الْمَعَالِ

হে আমার ভক্তবৃন্দ! ভয় পেয়ো না, আল্লাহ আমার প্রভু (তিনি তোমাদের হেফাজত করবেন।) বেলায়ত ও নৈকট্যে আমাকে উচ্চতা দান করেছেন। তার ফলে আমি তা লাভ করেছি।

(٢٠) طُبُوْلِيْ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ دُقَّتْ
وَشَاؤُسُ السَّعَادَةِ قَدْ بَدَا لِيْ

আসমানে ও যমীনে আমার (মর্যাদা, বুযুর্গীর) ঢঙ্কা বাজছে ও আমার প্রতি আমার নেকী ও সাফল্যের দূত বিরাজিত আছে।

(٢١) بِلَادُ اللّٰهِ مُلْكِيْ تَحْتَ حُكْمِيْ
وَوَقْتِيْ قَبْلَ قَبْلِيْ قَدْ صَفَالِيْ

আল্লাহর রাজ্য সমুদয়ে আমার রাজত্ব, সমস্তই আমার শাসনাধীনে। (সমস্ত আভ্যন্তরীণ এনতেজামের সর্বাধিনায়কত্ব দানপূর্বক আল্লাহ আমাকে কুতুবুল আকতাব করেছেন) আর আমার সময় ও সম্মান (ইহজগতে জন্মলাভের বহু পূর্বেই) আমার জন্য পরিষ্কার ধার্য ছিল।

(٢٢) نَظَرْتُ اِلٰى بِلَادِ اللّٰهِ جَمْعًا
كَخَرْدَلَةٍ عَلٰى حُكْمِ اتِّصَالِ

মিলন-শরাব পানপূর্বক স্বীয় অস্তিত্বকে খোদার অনাদি অনন্ত অস্তিত্বের সম্মুখে হারিয়ে ফেলার পর সৃষ্টিরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলাম যে, তা একটি রাই দানার সমান।

(٢٣) وَكُلُّ وَلِيْ عَلٰى قَدَمِيْ وَاَنِّيْ
عَلٰى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

আল্লাহর সকল আওলিয়ার অবস্থান আমার কদমের উপর! আর আমার অবস্থান পূর্ণিমার চাঁদ হযরত নবী (সা)-এর কদমের উপর।

(২৪) مُرِيْدِيْ لاَ تَخَفْ وَاشٍ فَاِنِّيْ
عَزُوْمٌ قَائِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ

হে আমার ভক্তবৃন্দ! চুগোলখোর শয়তানের ভয় মনে রেখো না। (যে তরীকতের পথমাঝে এসে তোমাকে দাগা দেবে) কারণ, আমি রণাঙ্গনে দৃঢ় সঙ্কল্প শত্রু-বিধ্বংসী যোদ্ধা।

(২৫) دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْبًا
وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَي الْمَوَالِيْ

আমি ইল্‌ম ও মা'রেফাত শিক্ষা লাভ করেছি। যাবৎকাল আমি কুতুব হয়েছি এবং সর্বমনিবের মনিব আল্লাহর দরবার হতে নেকী ও সৌভাগ্য লাভ করেছি।

(২৬) فَمَنْ فِى اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ مِثْلِيْ
وَمَنْ فِى الْعِلْمِ وَالتَّصْرِيْفِ حَالِ

আল্লাহর আউলিয়াদের ভেতর আমার সমকক্ষ কে আছে? এবং ইল্‌ম, মা'রেফাত ও মুরীদের অবস্থা পরিবর্তনে (আমার সমকক্ষ) কে আছে? (অনেক সময় তাওয়াজ্জুহ দ্বারা মুরীদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করে ভালো ও উন্নত অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে হয়, সে কাজের নাম তসরীফে হাল— মুরীদের অবস্থা পরিবর্তন সাধনা)।

(২৭) كَذَا ابْنُ الرِّفَاعِيْ كَانَ مِنِّيْ
فَيَسْلُكُ فِىْ طَرِيْقِىْ وَاشْتِغَالِيْ

তদ্রূপ ইবনে রেফায়ীও (প্রসিদ্ধ বুযুর্গ) সে কারণে আমার তরীকা ও আমার সিলসিলায় প্রবর্তিত নিয়ম প্রণালীতে চলেন।

(২৮) اَنَا الْحَسَنِىُّ وَالْمَجْدَعُ مَقَامِيْ

وَاَقْدَامِىْ عَلٰى عُنُقِ الرِّجَالِ

আমি হযরত হাসান (রা)-এর বংশধর। আমার বাসস্থান 'মজদা' আমার কদম (পদ) বর্তমান সুধীদের স্কন্ধের উপর।

(২৯) وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُوْرُ اِسْمِيْ

وَجَدِّىْ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ

এবং আমার প্রসিদ্ধ নাম আবদুল কাদির, আমার দাদার নাম আইনুল কামাল সাহেব।

(৩০) اَنَا الْجِيْلِىُّ مُحِىُ الدِّيْنِ اِسْمِىْ

وَاَعْلَامِىْ عَلٰى رَاْسِ الْجِبَالِ

আমি জীলানী (ইরানের গীলান) প্রদেশের অধিবাসী ও আমার উপাধী মুহিউদ্দীন। আমার সম্মান মর্যাদার ঝাণ্ডাসমূহ পর্বত চূড়ার উপরে উড্ডীয়মান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কসীদা গাউসিয়ার শুরুর ছত্রে হযরত বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র) বলেছেন, "প্রেম আমাকে মিলন মদীরা পান করিয়েছে।" সূফী সাধনার মূল অবলম্বন প্রেম। এই প্রেম সাধককে নিয়ে যায় ঊর্ধ্বজগতে। আজকাল মানুষ রকেটে করে মহাশূন্যে গমন করে। সূফীরা আরো ঊর্ধ্বজগতে যায় প্রেমের ডানায় চড়ে। একেবারে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে। মাওলানা রুমী মসনবী শরীফের শুরুতে বলেছেন, মহানবী (সা)-এর মি'রাজ গমনের মূল আকর্ষণ শক্তিও ছিল প্রেম। মূসা (আ)-কে পেয়ে তূর পর্বতও প্রাণবন্ত হয়েছিল প্রেমের বিচ্ছুরণে। সাধক যখন এই প্রেমের চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয় তখন তার আবস্থা চলে যায় বস্তুজগতের

হিসাব-নিকাশের ঊর্ধ্বে। সেখানে গিয়ে তিনি যে কথা বলতে পারেন, এই জগতের মানদণ্ডে তা বিচার্য নয়।

ইরানের সমকালীন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ মরতুজা মুতাহ্হারী একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তিনি বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, তিনি তাসাওউফের সাধনায় 'বুলন্দ-পরওয়ায' ছিলেন। আক্ষরিক অর্থে শব্দটির মানে 'অতি উচ্চে উড্ডয়ন'। সূফীতাত্ত্বিক সাধনায় এমন উচ্চতায় গিয়ে নিজেকে জাহির করার দৃষ্টান্ত হযরত বায়োজিদ বোস্তামী ও মনসূর হাল্লাজের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে বড়পীর (র)-এর বুলন্দ-পরওয়াযির বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি আল্লাহতে ফানা হয়ে যান নি; বরং ফানা বা লীনের স্তর অতিক্রম করে বাকা বা স্থিতির মাকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাজেই তিনি আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্যকে সম্বল করে নিজের আত্মমর্যাদা প্রকাশ করেছেন, মুরীদদের অভয় দিয়েছেন, শয়তানের কুমন্ত্রণায় ভীত না হওয়ার সাহস যুগিয়েছেন, তার উপর আস্থা রেখে প্রেমের পথে পথচলা অব্যাহত রাখার প্রেরণা দিয়েছেন।

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

দু'আয়ে সুরয়ানী

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

বর্ণিত আছে, আসমানী কিতাব যাবূরে আ'যমের মধ্যে একটি সূরা আছে আমাদের কুরআনে পাকের সূরা আর-রাহমান শরীফের মত। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যে সময় সে সূরা সম্পর্কে আলোচনা করতেন তখন সাজদা করতেন। হযরত (সা) সুরয়ানী ভাষার সূরাটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন, সকলে যাতে বরকত হাসিল করতে পারে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) তা আরবী পদ্যে রচনা করেন। এরূপ বর্ণিত আছে যে, একটা পাথরের গুম্বুজ প্রকাশ পেয়েছিল তার উপর এই দু'আ খোদিত ছিল।

বিশেষত্ব ও ফযীলত

(১) যিনি সর্বদা পড়বেন তার হাজত পূর্ণ হবে। (২) যিনি এই দু'আ পাঠপূর্বক যুদ্ধে গমন করবেন অবশ্যই জয়ী হবেন। (৩) জেলখানার কয়দী যদি পাঠ করতে থাকে খালাস পাবে। (৪) রোগাক্রান্ত লোক পাঠ করতে থাকলে আরোগ্য লাভ করবে। (৫) রাতে যে ব্যক্তি ভয় পায় এই দু'আ পাঠ করতে থাকলে ভয় পাবে না। (৬) গুমরাহ (পথহারা) হলে ঠিকপথে এসে পড়বে। (৭) জিনদের আছর হলে এই দু'আ পাঠপূর্বক ফুঁক দিলে শান্তি পাবে। (৮) নৌকায় চড়লে নৌকাডুবি হতে রক্ষা পাবে। (৯) অনাবৃষ্টি হলে এই দু'আর উসীলায় এস্তেসকা করা হলে বৃষ্টি বর্ষণ হবে। (১০) কোন কারণে রাজকোপে পতিত হলে এই দু'আ পাঠে ক্ষমতাসীন মহল মেহেরবান হবে। (১১) অভাবী লোক সর্বদা পাঠ করলে অভাব দূর হবে। (১২) যে কোন ভাল উদ্দেশ্যে পাঠ করলে তা হাসিল হবে।

দু'আয়ে সুরয়ানী

بسم الله الرحمن الرحيم

(১) اَنَا الْمَوْجُوْدُ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

فَاِنْ تَطْلُبْ سِوَائِىْ لَمْ تَجِدْنِيْ

আমি অনাদি অনন্ত নিত্য বিরাজমান। তুমি প্রেম ও প্রেরণার সাথে আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর (নৈকট্য লাভের পথে অগ্রসর হও) তা হলে আমাকে পাবে (নৈকট্য লাভ করবে)। যদি আমি ব্যতীত অপর কারো বা কিছুর প্রতি ধাবিত হও, তাহলে আমাকে পাবে না (আমার নৈকট্য লাভ হবে না)।

(২) اَنَا الْمَقْصُوْدُ لاَ تَقْصُدْ سِوَائِيْ

كَثِيْرَ الْخَلْقِ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

একমাত্র আমিই মকসুদ এবং উদ্দেশ্য। আমি ব্যতীত অগণিত সৃষ্ট বস্তুর কেউ বা কিছুকেই উদ্দেশ্য স্থির করো না। এবং (প্রবল প্রেরণার সাথে) আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর, তাহলে আমাকে পাবে (নৈকট্য লাভে সমর্থ হবে)

(৩) اَنَا الرَّبُّ الَّذِىْ يَخْشٰى عَذَابِيْ

جَمِيْعُ الْخَلْقِ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

আমি সে (সর্বশক্তিমান) প্রভু, যার শাস্তিবিধানকে সর্বসৃষ্টি ভয় করে। অতএব তুমি আমার এই গুণের ধ্যান করে আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর, তাহলে আমাকে পাবে।

(৪) اَنَا الْمَلِكُ الْمُهَيْمِنُ جَلَّ قَدْرِيْ
عَظِيْمُ الْمُلْكِ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِىْ

আমি সর্বাধিপতি, নিরাপত্তা দানকারী। আমার মর্যাদা মহান। বিশালতম রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী আমি। অতএব আমার এই গুণের ধ্যানকরে (প্রেম-প্রেরণার সাথে) আমাকে তালাশ কর, তবেই আমাকে পাবে।

(৫) اَنَا الْمَعْبُوْدُ لَا تَعْبُدْ سِوائِيْ
اَنَا الْجَبَّارُ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

(একমাত্র) আমিই (উপাসনার যোগ্য) বরহক (সত্য) মাবুদ। আমার ব্যতীত অপর কারো উপাসনা করো না। আমিই প্রবল (ক্ষতিপূরণকারী) তুমি এই গুণাবলীর ধ্যান করে আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর, তবেই আমাকে পাবে।

(৬) اَنَا لِلْعَبْدِ اَرْحَمُ مِنْ اَخِيْهِ
وَمِنْ اَبْوَيْهِ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

আমি আমার বান্দার প্রতি তার সহোদর ও পিতা-মাতার চেয়েও অধিক দয়ালু। অতএব (হে বান্দা!) তুমি আমাকে আমার এই গুণের ধ্যান করত মহব্বত ও প্রেরণার সাথে পাওয়ার চেষ্টা কর, তবেই আমাকে পাবে।

(৭) هَلُمَّ اِلَيَّ لَا تَقْصُدْ سِوَائِىْ
اَنَا الْمَنَّانُ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

দ্রুতপদে আমার দিকে অগ্রসর হও। আমি ব্যতীত অপর কারো বা কিছুর উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়ো না। আমি অসীম কল্যাণকারী। তুমি সে ধ্যানেই আমাকে তালাশ কর, তবেই আমাকে পাবে।

(৮) اَتَذْكُرُ لَيْلَةً نَادَيْتَ سِرًّا
اَلَمْ اَسْمَعْكَ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

সে নীরব রজনীর কথা কি তোমার স্মরণ আছে? যখন তুমি চুপে চুপে আমাকে ডেকেছিলে? আমি কি তোমার ফরিয়াদ শ্রবণ করি নাই? অতএব (আমি যে বান্দার প্রতি এতই করুণাময়) এই গুণের ধ্যান করে (হৃদয়াবেগের সাথে) আমাকে তালাশ কর, তবেই আমাকে পাবে।

(৯) فَلَا يُنْجِيْكَ يَا عَبْدِىْ سِوَائِيْ
مِنَ النِّيْرَانِ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

হে আমার বান্দা! তোমাকে জাহান্নামের অনলকুণ্ড হতে আমি ব্যতীত অপর কেউ রক্ষা করবে না (নাজাত দিতে সক্ষম হবে না)। অতএব তুমি আমাকে (পরম রক্ষাকর্তা ধ্যান করে প্রেম পথের পথিক হও এবং) পাওয়ার চেষ্টা কর, তবেই আমাকে পাবে।

(১০) وَلَيْسَ يُحِلُّكَ الْفِرْدَوْسَ غَيْرِىْ
اَنَا الرَّزَّاقُ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

আমি ব্যতীত অপর কেউ তোমাকে ফেরদাউস বেহেশতে অধিষ্ঠিত করতে পারবে না। আমিই পালনকর্তা। অতএব (এই সমস্ত সিফাতের) ধ্যান করে) আমার নৈকট্য লাভের পথ গ্রহণ কর, তবেই আমাকে পাবে।

(১১) اَهَلْ فِى الْخَلْقِ مَنْ يُّعْطِىْ جَزِيْلاً
سِوَائِىْ لَيْسَ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

এই সৃষ্টিজগতে আমি ভিন্ন অপর কেউ অপরিসীম দানের ক্ষমতার অধিকারী আছে কি? কাজেই তুমি (আমার এই গুণাবলীতে মোহিত হয়ে) আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর, তবেই আমাকে পাবে।

(১২) اَتَعْرِفُ غَافِرًا لِلذَّنْبِ غَيْرِىْ
اَنَا الْغَفَّارُ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

হে বান্দা! আমি ব্যতীত অপর কেউ পাপ মোচনকারী আছে বলে পরিচয় পেয়েছ কি? (না-না-না) আমিই করুণাময় ক্ষমাকারী। অতএব তুমি (সে গুণের আশেক হয়ে) আমাকে তালাশ কর, অবশ্যই পাবে।

(١٣) سَاَغْفِرُ لِلْعِبَادِ وَلَا اُبَالِيْ
غَدَاةَ الْحَشْرِ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

আমি হাশরের দিন আমার বান্দাদের ক্ষমা করব এবং তাতে আমার কারো কোনো পরওয়া নেই। অতএব আমাকে (গুণমুগ্ধ হয়ে)। পাওয়ার চেষ্টা কর, তবেই আমাকে পাবে।

(١٤) وَاَكْرَمُ مَنْ اُرِيْدُ بِلَا حِسَابٍ
اَنَا الْوَهَّابُ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

আবার যাকে ইচ্ছা করব (হাশরের দিন) কোন হিসাব কিতাব ছাড়াই বখশিশ করে দিব। আমিই অসীম দানশীল। অতএব তুমি (এই সমস্ত গুণে মুগ্ধ হয়ে) আমার প্রেমের পথিক হও, তবেই আমাকে পাবে।

(١٥) وَاَكْرَمُ مَنْ يَّتُوْبُ اِلَيَّ خَوْفًا
لِىَ الْاِكْرَامُ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

এবং আমি মাফ করে দিব সেসব লোককে, যারা আমার ভয়ে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে (আমার আশ্রয় ও ক্ষমার দিকে ধাবিত হয়)। ক্ষমাদান, মর্যাদা দান আমারই অধিকার। অতএব তুমি (এই সব ধ্যান করে) আমাকে তালাশ কর, তবেই আমাকে পাবে।

(١٦) وَاَرْحَمُ مِنْ عِبَادِىْ مَنْ عَصَانِيْ
بِجَهْلٍ مِّنْهُ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

এবং (হাশরের দিন) আমার বান্দাদের মধ্যে যারা অজ্ঞাতসারে ভুলবশত আমার অবাধ্যতা করেছে (পরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছে) তাদেরকেও

আমি করুণা দান করবো। অতএব তুমি (এই গুণের ধ্যানকরত) আমাকে পাওয়ার পথ অবলম্বন কর, তবেই আমাকে পাবে।

(١٧) لِيَ الْاَلَاءُ وَالنَّعْمَاءُ عَبْدِيْ
لِيَ الْخَيْرَاتُ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ

হে বান্দা! সকল সুখ-সম্পদ শান্তি-সরঞ্জাম ও নেয়ামতরাজি আমার অধিকারে, সকল প্রকার কল্যাণ ও মঙ্গল আমার হাতে। অতএব আমার এই গুণাবলীর ধ্যানে তুমি আমাকে চাও, তবেই আমাকে পাবে।

(١٨) لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا جَمِيْعًا
لِيَ الْمَلَكُوْتُ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ

(হে বান্দা!) মর্ত্যজগত ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত কিছু আমারই, ফেরেশতাসকলও আমার (তোমার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক আমিই)। অতএব তুমি (এসব বিষয়ে ধ্যান করে) আমার নৈকট্য লাভের পথ অবলম্বন কর তাহলে আমাকে পাবে। (আমি ধরা দেব। আমি তোমার প্রতি করুণা করবো এবং তোমাকে টেনে নেব।)

(١٩) تَجِدْنِيْ فِيْ سَوَادِ اللَّيْلِ عَبْدِيْ
قَرِيْبًا مِّنْكَ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ

হে বান্দা! নিশীত যামিনীর অন্ধকারে তুমি আমাকে তোমার অতি নিকটে পাবে (যখন তুমি অশ্রুসিক্ত নয়নে আমাকে ডাকবে)। অতএব তুমি আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর, তবেই আমাকে পাবে।

(٢٠) تَجِدْنِيْ فِيْ سُجُوْدِكَ حِيْنَ تَدْعُوْ
وَحِيْنَ تَقُوْمُ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ

(হে বান্দা!) যখন তুমি তোমার সাজদার ভেতর আমায় আহ্বান করবে এবং নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় আমার স্মরণ করবে তখন তুমি আমাকে

পাবে। অতএব তুমি এই সমস্ত পন্থায় আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর, অবশ্যই পাবে।

(২১) تَجِدْنِيْ رَاحِمًا بَرًّا رَؤُوْفًا
بِكُلِّ الْخَلْقِ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ

(হে বান্দা!) তুমি আমাকে সর্বসৃষ্টির প্রতি দয়াবান কল্যাণকারী ও করুণাময় হিসেবে পাবে। অতএব তুমি আমাকে (সে গুণে) পাওয়ার পথে অগ্রসর হও, তবেই আমাকে পাবে।

(২২) تَجِدْنِيْ وَاسِعًا بِالْخَلْقِ عَبْدِيْ
اَنَا الْمَذْكُوْرُ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ

হে বান্দা! তুমি আমাকে সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশস্ত, দানশীল ও ক্ষমাশীল হিসেবে পাবে। আমি সর্ব স্থানে আলোচিত ও আমার নাম সবার মুখে উচ্চারিত। অতএব তুমি আমার নৈকট্য ও করুণা লাভের চেষ্টা কর, তবেই পাবে।

(২৩) تَجِدْنِيْ وَاحِدًا صَمَدًا عَظِيْمًا
كَثِيْرًا الْبِرِّ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ

তুমি আমাকে একক (সমকক্ষহীন), অভাবহীন, মহিমাময় এবং অপরিসীম কল্যাণকারী রূপে পাবে। অতএব তুমি আমাকে পাওয়ার পথে অগ্রসর হও, তবেই আমাকে পাবে।

(২৪) تَجِدْنِيْ مُسْتَغَاثًا لِيْ مُغِيْثًا
اَنَا الْقَهَّارُ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ

তুমি আমার সমীপে ফরিয়াদকারীদের প্রতি সাহায্যকারী রূপে আমাকে পাবে। আমি মহান, প্রতাপশালী। অতএব তুমি আমাকে (এই গুণে মুগ্ধ হয়ে) পাওয়ার জন্য অগ্রসর হও, অবশ্যই পাবে।

(٢٥) اِذِ اللَّهْفَانُ نَادَانِىْ كَظِيْمًا

اَقُلْ لَبَّيْكَ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

যখন বিষাদিত, জর্জরিত মর্মাহত বান্দা ভগ্নহৃদয়ে আমায় আহ্বান করে, তখন আমি "লাব্বায়ক" বলে উত্তর দেই। অতএব তুমি আমাকে সেভাবে ডাক। নিশ্চয়ই আমাকে পাবে।

(٢٦) اِذَا الْمُضْطَرُّ قَالَ اَلَا تَرَانِيْ

نَظَرْتُ اِلَيْهِ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

যখন ব্যাকুলপ্রাণ বন্দা আমাকে (অধীরভাবে) বলে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে দেখছেন না? আমি কিরূপ দুঃখের অবস্থায় আছি) তখন আমি তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করি (এবং তার দুঃখ মোচন করে দেই)। অতএব তুমি আমাকে সেভাবে ডাক এবং তালাশ কর, তবেই আমাকে পাবে।

(٢٧) اِذَا عَبْدِىْ عَصَانِىْ لَمْ يَجِدْنِيْ

سَرِيْعَ الْاَخْذِ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

আমার বন্দা যখন আমার অবাধ্যতা ও নাফরমানি করে, তখন সে আমাকে হঠাৎ শাস্তি বিধানকারী পায় না (বরং তাকে চিন্তা করার ও অনুতপ্ত হবার সময় ও সুযোগ দেয়া হয়)। অতএব তুমি (ভুল-ত্রুটি হলে ক্ষমার আশা রেখে) আমাকে পাওয়ার পথ গ্রহণ কর, তবেই আমাকে পাবে।

(٢٨) فَاِنْ هُوَ تَابَ تُبْتُ عَلَيْهِ عَبْدِيْ

اَنَا التَّوَّابُ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

(আমার দেয়া এই সুযোগে) যদি সে পাপী বন্দা তওবা করে, হে বন্দা! আমি তার তওবা গ্রহণপূর্বক তাকে ক্ষমা করে দেই। আমি অসীম ক্ষমাশালী

ও তওবা গ্রহণকারী। অতএব আমাকে সেরূপ ধ্যান করে পাওয়ার চেষ্টা কর, তবেই পাবে।

(২৯) وَمَنْ مِثْلِيْ وَاَيْنَ يَكُوْنُ مِثْلِيْ
وَلَيْسَ يَكُوْنُ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ

কে আছে আমার মত, আমার সমতুল্য? আর কোত্থেকে আমার সমকক্ষ হওয়া সম্ভব? কস্মিনকালেও তুমি দেখতে পাবে না। অতএব তুমি আমার তাওহীদ ও একত্বের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রেখে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর, তবেই আমাকে পাবে।

(৩০) تَعَزَّزْنِيْ وَلَمْ تَرَ قَطُّ مِثْلِيْ
وَلَسْتَ تَرَاهُ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ

(হে বান্দা!) আমার মহান-মর্যাদা অনুধাবন কর। অবশ্য কখনও আমার সমতুল্য কাউকে পাওনি। বর্তমানেও দেখছ না (ভবিষ্যতেও পাওয়া অসম্ভব)। অতএব তুমি আমাকে (লা-শরীক অদ্বিতীয়) রব, হক মাবুদ জেনে তালাশ কর, তবেই আমাকে পাবে।

(৩১) اَتَعْرِفُ مَنْ لَّهُ اِسْمٌ كَاسْمِيْ
اَنَا الرَّحْمٰنُ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ

(হে বান্দা!) তুমি এমন কারো পরিচয় পেয়েছ কি, যার (উলুহিয়াতী) নাম আমার (আল্লাহ) নামের মত? (আর যার নাম আমার গুণবাচক নামসমূহের মত? নাই, নিশ্চয়ই নাই।) আমিই পরম করুণাময়। অতএব তুমি আমাকে তদ্রূপ ধ্যানেই পাওয়ার চেষ্টা কর, তবেই পাবে।

(৩২) اَتَعْرِفُ مَنْ يُّغِيْثُ الْخَلْقَ غَيْرِيْ
مِنَ الْكُرُبَاتِ فَاطْلُبْنِيْ تَجِدْنِيْ

(হে বান্দা!) আমি ব্যতীত অপর কাউকে এমন গুণবান জান কি যিনি বিপদাপদ ও দুঃখকালে মাখলুকের দুঃখ মোচন করে? (ও যথোচিত সাহায্য করতে সক্ষম? নিশ্চয়ই না) কাজেই আমাকে সে গুণের ধ্যান করে পাওয়ার জন্য তরীকতের পথ অবলম্বন কর, তবেই আমাকে পাবে।

(৩৩) اَتَعْرِفُ سَاتِرًا لِلْعَيْبِ غَيْرِيْ

اَنَا السَّتَّارُ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

(হে বান্দা!) আমি ব্যতীত অপর কাউকে এই গুণের অধিকারী পেয়েছ কি, যিনি বন্দাদের দোষ-ত্রুটি ও পাপীদের ঢেকে রাখেন (এবং তাকে তওবার সুযোগ দান করেন; হঠাৎ শাস্তি দিয়ে তাকে অপমানিত করেন না) আমিই একমাত্র মাওলা, যিনি বন্দাদের পাপ আবরণকারী। অতএব তুমি (আমার এই গুণে মুগ্ধ হয়ে) আমাকে তালাশ কর, তবেই আমাকে পাবে।

(৩৪) اَتَعْرِفُ مُنْقِذًا غَيْرِىْ سَرِيْعًا

مِنَ الْهَلَكَاتِ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

মারাত্মক মুসীবত ও বিপদাদি হতে সত্বর মুক্তিদাতা আমি ব্যতীত অপর কাউকেও জান কি? (নিশ্চয়ই না) অতএব ত্রাণকর্তা হিসাবে আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর, তবেই পাবে।

(৩৫) اَتَعْرِفُ مَنْ يَّقُلْ لِلشَّيْئِ غَيْرِيْ

تَكُنْ فَيَكُوْنُ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

(হে বান্দা!) আমি ব্যতীত অপর কাউকেও এমন কুদরতের মালিক জান কি, যিনি কোন বস্তু সৃষ্টি করার এরাদা করে 'হও' বললে তা হয়ে যায়? (নিশ্চয়ই না)। অতএব তুমি স্রষ্টা হিসেবে ভক্তি সহকারে আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর, তবেই আমাকে পাবে।

(৩৬) اَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ لَا شَيْئَ مِثْلِيْ
اَنَا الدَّيَّانُ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

আমিই আল্লাহ, যার সমকক্ষ কিছুই নেই। আমিই মহান প্রতিদান দাতা। অতএব তুমি আমাকে তদ্রূপ বিশ্বাস করে পাওয়ার চেষ্টা কর, তবেই পাবে।

(৩৭) اَنَا مَلِكُ الْمُلُوْكَ وَكُلُّ مُلْكٍ
لِىَ الْمِيْرَاثُ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

আমি শাহানশাহ, সর্ব সাম্রাজ্য আমারই অধিকারে। অতএব তুমি আমাকে সে বিশ্বাসের সাথে পাওয়ার চেষ্টা কর। অবশ্যই পাবে।

(৩৮) اَنَا اُفْنِىْ الدُّهُوْرَ وَقَبْلَ قَبْلٍ
وَبَعْدَ الْبَعْدِ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

আমি ফনা (নিশ্চিহ্ন) করি সময় ও কালকে পূর্বের পূর্বকে ও পরের পরকে। অতএব তুমি আমাকে সে জ্ঞান ও ঈমানের সাথে তালাশ কর, তবেই পাবে।

(৩৯) اَنَا الْوَهَّابُ يَا عَبْدِىْ سَرِيْعًا
وَفِى الْعَهْدِ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

আমিই অফুরন্ত দানী দাতা, হে আমার বান্দা! আমি সত্বর প্রতিজ্ঞা পালন করি। অতএব তুমি সে ধ্যানে মগ্ন হয়ে আমাকে সন্ধান কর, তবেই পাবে।

(৪০) اَنَا الْفَرْدُ الْمُدَبِّرُ فَوْقَ عَرْشِيْ
بِلَا التَّكْثِيْفِ فَاطْلُبْنِىْ تَجِدْنِيْ

আমি একক, অদ্বিতীয়, রকম ও দৃষ্টান্তবিহীন (বে-চুঁ, বে মানিন্দ) আমি আরশের উপর থেকে সকল সৃষ্টির সকল বিষয় ব্যবস্থাকারী। অতএব তুমি (হে বান্দা) এই গুণ ও পূর্বোল্লিখিত গুণাবলীর প্রতি ধ্যানমগ্ন হও এবং প্রেম প্রেরণার সাথে আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর, তবেই আমাকে পাবে।

হিযবুল বাহর

بسم الله الرحم ن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

এই 'হিযবুল বাহার' দু'আ আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা শাহ্ আবুল হাসান শাযলী (র)-এর প্রতি ইলহাম হয়। পরবর্তীকালে তরীকতের মুরশীদ, পীর-মাশায়েখ (র) তাঁদের মুরীদান ও ভক্তগণকে বহুবিধ বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে এই দু'আ নির্ধারিত বিশেষ নিয়ম প্রণালী মতে প্রত্যহ অযীফাস্বরূপ পাঠ করার ইজাযত (অনুমতি) দিয়ে এসেছেন। বাংলাভাষী ভাইদের সুবিধার্থে এই দু'আ বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন। এই দু'আর শানে যহুর (প্রকাশের প্রেক্ষাপট) সম্বন্ধে নিম্নে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর বর্ণনা ফার্সীতে বঙ্গানুবাদসহ দেয়া হলো।

شان ظهور دعائے حزب البحر

ثقات نقل كرده اند كه شيخ ابو الحسن شاذلى رح در قاهره بود - ايام حج نزديك رسيده دران حالت ياران خودرا فرمود كه از جانب غيب اشاره رفته است باينكه امسال حج گذاريم - مركب طلب كنيد - ياران هرچه طلب كردند نيافتند الا مركب پيرے نصرانى - برهماں مركب سوار شدند چوں بادبان برداشتند- از عمارات قاهره گذشته شد باد مخالف وزيدن گرفت ويك جمعه بوجهے كه جهال قاهره نظرمى آمد توقف أفتاد - منكران زبان طعن كشادند - كه شيخ ميگويد مرا اشاره حج شده است حالانكه وقت نزديك رسيد وما اينجا در ياد مخالف افتاديم . ايں معنى سبب قلق خاطر شيخ شد ليكن بقوت از أينه آنرا فرو خورد. اتفاقا شيخ در قيلولة بود كه ايں دعا ملهم شد.

হিযবুল বাহর

হযরত শায়খ আবুল হাসান শাযলী (র) কায়রো নগরীতে ছিলেন। হজ্জের মৌসুম এসে পড়ল। একদা তিনি ভক্তগণকে বললেন, গায়ব হতে আমার উপর এই বছর হজ্জ করার আদেশ হয়েছে। তোমরা জাহাজ তালাশ কর। ভক্তগণ বহু অনুসন্ধানের পর এক বৃদ্ধ খৃষ্টানের জাহাজ ব্যতীত অপর কোন জাহাজ পেলেন না। সকলেই তার মধ্যে উঠলেন। যখন পাল তুলে দেয়া হলো, তখন কায়রোর আবাদীর বাইরে পৌছামাত্র বিপরীত হাওয়া চলতে লাগল। সপ্তাহকাল কায়রোর সেই নিকটবর্তী স্থানে জাহাজ থেমে রইল। সে স্থান হতে কায়রোর পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। বিরোধী লোকগণ টিটকারী দিতে লাগল যে, শেখ সাহেবের উপর কিনা হজ্জ করার জন্য গায়বী হুকুম হয়েছিল। হজ্জের দিন অতি নিকটে; তখন আমরা এখানে প্রতিকূল বাতাসে আবদ্ধ। কোথায় গেল সে গায়বী হুকুম? এই সমস্ত বাক্য হযরত শায়খ (র)-এর মনোবেদনার কারণ হচ্ছিল। কিন্তু তিনি তা সহ্য করে যাচ্ছিলেন। একদা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি কায়লুলা (বিশ্রাম) করছিলেন। হঠাৎ আল্লাহর তরফ হতে তাঁর প্রতি এই দু'আ এলহাম হয় :

از خواب بیدار شد وایں دعا خواندن گرفت ورئیس مرکب را طلب کرد وگفت علی برکت اللّٰہ بادبان بردار. گفت اگر برداریم همیں ساعت باد بر روی ما زند ومارا بقاهره رساذد . شیخ گفت وسوسه را بخاطر راه مده وهرچه می گویم بعمل آر وعجیب صنع الهی تماشا کن - بادبان برداشتن همان بود ووزیدن باد موافق بقوت تمام همان. تا اینکه رسنے که کشتی را به آں با میخ بسته بودں نتوانستد کشاد آنرا بریدند وبسرعت تمام همگناں مصحوب عافیت وبسر وسلامت به مقصد مبارك رسیدند . پسران پیر نصرانی مسلماں شدند واں پیر نصرانی ازرده خاطر گشت - شبانگاه بخواب دید که شیخ باجماعت عظیمه به بهشت می رود وفرزنداں او همراه شیخ می روند- خواست که در پی فرزنداں خود رود - ملائکة زجر کردند که از اهل دین ایشاں نیستی با

ایشاں چه کار داری - وقت صبح هدایت الهی درکار اوشد کلمه اسلام خواند- ورفته رفته کار بجائے رسید که صاحب مقامات عالیه گشت واهل آں ناحیة باوتقریب جسنند . انتهی .

হযরত শায়খ (র) উঠে এই দু'আ পাঠ করতে আরম্ভ বলেন। জাহাজের কাপ্তানকে ডেকে বললেন, "তুমি আল্লাহর ভরসার উপর জাহাজের পাল তুলে দাও।" কাপ্তান বলল, "যদি পাল তুলে দেয়া হয় তাহলে বাতাস এখনই আমাদের দিকে ফিরবে এবং অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদেরকে কায়রোতে পৌছিয়ো দেবে।" হযরত শায়খ বললেন, "অন্তরে দ্বিধাবোধ না করে আমি যা বলেছি তাই কর এবং আল্লাহ পাকের আশ্চর্য রকম মেহেরবানী দর্শন কর।" যখন পাল তুলে দেয়া হলো তখন এমন প্রবলবেগে অনুকূল বাতাস চলল যে, লঙ্গরের সাথে জাহাজের যে মোটা রজ্জু বাঁধা ছিল তা খুলবার অবসর পেল না। অগত্যা তা কেটে দেয়া হল। অতিসত্বর তাঁরা নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌছলেন। এদৃশ্য দেখে বৃদ্ধ খ্রিস্টানের পুত্ররা মুসলমান হয়ে গেল। সে তাতে খুবই দুঃখিত হলো। বৃদ্ধ রাতে স্বপ্নে দেখল যে, হযরত শায়খ সাহেব (র) তাঁর ভক্তবৃন্দের জামাআতসহ বেহেশতে পদার্পন করছেন। তাঁর পুত্ররাও সে জামাআতের ভেতর আছে। সেও তার পুত্রদের পেছনে বেহেশতের ভেতর যেতে চাইল। কিন্তু ফেরেশতাগণ বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি তাঁদের ধর্মাবলম্বী নও। তাঁদের সঙ্গে তোমার কি কাজ?" সকালে নিদ্রা হতে জেগে তিনি কলেমায়ে তাওহীদ পাঠপূর্বক মুসলমান হন এবং ধীরে ধীরে আত্মিক উন্নতি লাভ করতে করতে একজন উচ্চ শ্রেণীর বুযুর্গ হয়ে যান। পরে দেখা গেল, বহু লোক তাঁর নিকট আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভ করার উদ্দেশ্যে তাওয়াজ্জুহ হাসিল করার বাসনায় উপস্থিত হতেন।

ইজাযত বা অনুমতির বর্ণনা

শরীয়াত মতে অযীফা পড়ার জন্য কোন বুযুর্গের অনুমতি নেয়া যে ওয়াজিব তা নয়, তবে পীর, মুরশিদ, বুযুর্গের ইজাযত নেয়া হলে তাঁদের দু'আ ও শুভদৃষ্টির কারণে অযীফার ফায়দাও অধিক হয়। দীন দুনিয়ার

মকসুদ ও আত্মিক প্রতিক্রিয়া ও সওয়াব হাসিল করার বেলায় বিনা অনুমতিতে পড়ার চেয়ে ইজাযত নিয়ে পড়া উত্তম। এতে সন্দেহ নেই।

হিযবুল বাহরের যাকাত

এই স্থানে যাকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন অযীফাকে বিশেষ নির্ধারিত নিয়ম প্রণালী অনুসারে পাঠ করা। সেই তরীকা মতে পড়লে ফায়দা এবং ক্রিয়া অধিক হয়।

নিয়মাবলী

সফর চাঁদের ৬, ৭ ও ৮ তারিখ রোযা রাখবে এবং উক্ত তিন দিন সুন্নত তরীকা মতে এ'তেকাফ করবে। এই তিনদিনের মধ্যে প্রত্যহ চাশতের নমাযের পর একবার, মাগরিবের নমাযের পর একবার এবং এশার নামাযের পর একবার মোট তিন বার এই দু'আ পাঠ করবে। ৮ তারিখের দিবাগত রাত আসলে মাগরিবের পর কয়েকজন মিসকীন সঙ্গে নিয়ে আহার করবে। অতঃপর দৈনিক একবার করে হিযবুল বাহর পড়তে থাকবে। এই অযীফার জন্য মাগরিবের নামাযের পর সময়টা উত্তম। অবশ্য কোন কারণে সম্ভব না হলে অন্য সময় পড়বে। যে কোন অযীফা পড়ার পেছনে আল্লাহ্ তা'আলাকে রাজী করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া কর্তব্য। অন্যান্য মকসুদ এর পরের নম্বরে হতে হবে। দু'আ, অযীফার ভেতর বৈধ উদ্দেশ্য একাধিক হওয়া নিষিদ্ধ নয়। অতএব রিযিক সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া, দুশমনের ক্ষতি সাধন হতে নিরাপত্তা ইত্যাদি নিয়তও রাখা যাবে। শরীয়াত বিরোধী কোন মকসুদ হাসিলের নিয়ত করা যাবে না।

حزب البحر

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا اَللّٰهُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ يَاحَلِيْمُ يَا عَلِيْمُ اَنْتَ رَبِّىْ
وَعِلْمُكَ حَسْبِىْ فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبِّىْ وَنِعْمَ الْحَسْبُ

حَسْبِىْ تَنْصُرُ مَنْ تَشَاءُ وَاَنْتُ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ نَسْئَلُكَ الْعِصْمَةَ فِىْ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْكَلِمَاتِ وَالْاِرَادَاتِ وَالْخَطَرَاتِ مِنَ الظُّنُوْنِ وَالشُّكُوْكِ وَالْاَوْهَامِ السَّاتِرَةِ لِلْقُلُوْبِ عَنْ مُّطَالَعَةِ الْغُيُوْبِ . فَقَدْ اِبْتُلِىَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا .

হিযবুল বাহর

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

হে আল্লাহ! হে উচ্চ! হে মহান! হে সহিষ্ণু গম্ভীর! হে সর্বজ্ঞ! আপনি আমার প্রভু প্রতিপালক। আপনার ইল্‌ম আমার (রক্ষার) জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আমার প্রভু উত্তম প্রভু। আমার জন্য যিনি যথেষ্ট তিনি অতি উত্তম। যাকে আপনি ইচ্ছা করেন, প্রবল ও জয়ী করেন। অবশ্য আপনি সর্বপ্রবল দয়াময়। আমার তৎপরতা, বিশ্রাম, কথাবার্তা, সঙ্কল্প ও মনোভাব সম্বন্ধে আপনার দরবারে এমন সব খেয়াল, সন্দেহ, ভিত্তিহীন কল্পনা হতে নিরাপত্তা ভিক্ষা করছি, যা মানব-হৃদয়কে গায়বের গোপন তথ্যাদি, ফুয়ূযাত ও এলহামাদি হৃদয়ঙ্গম করার মুহূর্তে ঢাকা দিয়ে রাখে (কৃতকার্য হতে দেয় না।) অবশ্য মু'মিনগণ শক্তভাবে পরীক্ষিত হয়েছেন এবং ভয়ানকভাবে তাঁদেরকে কম্পিত করা হয়েছে।

(এই স্থানে شَدِيْدًا শব্দ পড়ার সময়ে ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলী দ্বারা উপর দিকে ইশারা করতে হবে।)

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ غُرُوْرًا .

فَثَبِّتْنَا وَانْصُرْنَا

"যে সময় মুনাফিকরা এবং সেসব লোক যাদের হৃদয়ে (কুফরী ও পাপের) ব্যাধি স্থিত ছিল, তারা বলেছিল, যা কিছু আল্লাহ ও আল্লাহর নবী (সা) আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন সমস্তই ধোঁকা-ছলনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

অতএব (আয় আল্লাহ!) আমাদেরকে অটল বিশ্বাসী রাখুন ও আমাদেরকে মদদ করুন।

(এই স্থানে اُنْصُرْنَا শব্দ পড়ার সময়ে দিলের ভেতর নিজ মকসুদ ও উদ্দেশ্যকে ধারণা করবে)।

وَسَخِّرْلَنَا هٰذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ النَّارَ لِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيْدَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الرِّيْحَ وَالشَّيَاطِيْنَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخِّرْلَنَا كُلَّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِى الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَبَحْرَ الْاٰخِرَةِ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ يَا مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ ۔

"এবং আমাদের জন্য এই সমুদ্রকে বশীভূত করে দিন যেমনিভাবে আপনি সমুদ্রকে হযরত মূসা (আ)-এর জন্য বশীভূত করেছিলেন। আর আগুনকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্য, লৌহ ও পর্বতমালাকে হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য, বাতাস, শয়তান ও দৈত্যদানবকে হযরত সুলয়মান (আ)-এর বশীভূত করে দিয়েছিলেন।

আর মর্ত্যরাজ্য, আসমানে, মানবরাজ্যে, ফেরেশতারাজ্যে আপনার যতসব সমুদ্র আছে ও দুনিয়ার সমুদ্র, আখেরাতের সমুদ্র সবগুলোকেই

আমাদের বশীভূত করে দিন এবং তাবেদার করে দিন সকল বস্তুকে। হে প্রভু! (শাহানশাহ) যার অধিকারে রয়েছে সর্বসৃষ্টির মালিকানা স্বত্ব।"

كٓهٰيٰعٓصٓ كٓهٰيٰعٓصٓ كٓهٰيٰعٓصٓ

كٓهٰيٰعٓصٓ كٓهٰيٰعٓصٓ

كٓهٰيٰعٓصٓ এই শব্দ এই স্থানে ৫ বার লিখিত হয়েছে। প্রথম বার পড়ার সময়ে প্রথম অক্ষর ك পড়ার কালে ডান হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী বন্ধ করবে। ২য় অক্ষর ھ পড়ার সময়ে তার পরেরটি বন্ধ করবে। ৩য় অক্ষর ى পড়ার সময় তারপরেরটি বন্ধ করবে। ৪র্থ অক্ষর ع পড়ার সাথে তার পরেরটি ও ৫ম অক্ষর ص পড়ার সাথে শেষটি অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলী বন্ধ করবে। দ্বিতীয়বার এই শব্দ পড়ার সময় প্রত্যেক অক্ষর পড়ার সঙ্গে উপরোক্ত তরতীব মতে সমস্ত অঙ্গুলী খুলে ফেলবে। তৃতীয় বার এই শব্দ পড়ার সময় উপরোক্ত নিয়মে সব অঙ্গুলী বন্ধ করবে। ৪র্থ বার পড়ার সময়ে খুলে ফেলবে। ৫ম বার পড়ার সময় সমস্ত অঙ্গুলী উপরোক্ত নিয়মে বন্ধ করবে।

وَانْصُرْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ

(আয় আল্লাহ!) মদদ করুন আমাদেরকে। কারণ আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ মদদগার।

এই স্থানে اُنْصُرْنَا পড়ার সঙ্গে কনিষ্ঠা আঙ্গুল খুলে ফেলবে।

وَافْتَحْ لَنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ

(আয় আল্লাহ!) জয় ও ফতেহমন্দী দান করুন। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ জয়দানকারী।

এই স্থানে وَافْتَحْ لَنَا শব্দ পড়ার সময় ২য় আঙ্গুল খুলে ফেলবে।

وَاغْفِرْلَنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ

(আয় আল্লাহ!) ক্ষমা করুন। কারণ আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী।

(এই স্থানে وَاغْفِرْلَنَا পড়ার সাথে সাথে ৩য় আঙ্গুল খুলে দেবে।

وَارْحَمْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

(আয় আল্লাহ!) আমাদেরকে দয়া করুন। কারণ আপনি পরম করুণাময়।

এই স্থানে وَارْحَمْنَا শব্দ পড়ার সাথে ৪র্থ আঙ্গুল খুলে দেবে।

وَارْزُقْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

(আয় আল্লাহ!) আমাদেরকে রিযিক দান করুন। কারণ আপনি উত্তম রিযিক দাতা।

এই স্থানে وَارْزُقْنَا শব্দ পড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধাঙ্গুলী খুলে দেবে।

وَاحْفَظْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِيْنَ . وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ . وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رِيْحًا طَيِّبًا كَمَا هِىَ فِىْ عِلْمِكَ وَانْشُرْهَا عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَاحْمِلْنَا بِهَا حَمْلَ الْكَرَامَةِ مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

"আর আমাদের হেফাজত করুন। কারণ আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ হেফাযতকারী। আমাদেরকে সৎপথ দেখান এবং অত্যাচারী জাতির উৎপীড়ন হতে নিরাপদে রাখুন। আর আপনার করুণা ভাণ্ডার হতে আমাদের জন্য অনুকূল বাতাস প্রবাহিত করে দিন যেমন আপনার অসীম ইল্‌মের ভেতর আছে এবং তাকে আপনার দয়ার ভাণ্ডার হতে বিস্তৃতরূপে প্রবাহমান করুন ও তা দ্বারা আমাদেরকে দীন, দুনিয়া ও আখিরাতে আরাম ও নিরাপত্তার সাথে সসম্মানে

বহন করিয়ে নিয়ে যান। কারণ, আপনি সর্ববস্তুর উপর অধিকারী ও ক্ষমতাবান।"

اَللّٰهُمَّ يَسِّرْلَنَا اُمُوْرَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوْبِنَا وَابْدَانِنَا وَالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِىْ دِيْنِنَا وَدُنْيَانَا .

"আয় আল্লাহ! আমাদের মানসিক ও শারীরিক শান্তি, আমাদের ঈমান, ধর্মের ও দুনিয়ার আমান ও নিরাপত্তার সাথে আমাদের জন্য সকল কর্তব্যাদি আঞ্জাম দেয়া আপনি সহজ করে দিন।"

(এই স্থানে اُمُوْرَنَا শব্দ পড়ার সময় মনে মনে নিজ উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করবে।)

وَكُنْ لَنَا صَاحِبًا فِىْ سَفَرِنَا وَخَلِيْفَةً فِىْ اَهْلِنَا وَاطْمِسْ عَلٰى وُجُوْهِ اَعْدَائِنَا وَامْسَخْهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْمُضِيْئَ وَلَا الْمُجِيْئَ اِلَيْنَا وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوْا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ .

"আর আপনি আমাদের মুসাফিরিতে আমাদের সঙ্গী হোন এবং আমাদের গৃহে পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণকারী হোন ও আমাদের দুশমনদের চেহারা বিগড়ায়ে দিন।

(এই স্থানে وُجُوْهٍ শব্দ পাঠকালে শত্রুদের ধারণাকরত ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে নীচের দিকে ইশারা করবে, সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টি খুলবে।)

এবং যথাস্থানে তাদের চেহারা নিকৃষ্ট আকৃতিতে পরিবর্তিত করুন, যাতে তারা আমাদের দিকে গমন করতে বা অগ্রসর হতে না পারে।

(যেমনভাবে আপনি ইরশাদ করেন) যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাদের চক্ষুসমূহ উৎপাটন করে দিতে পারি, যেন তারা পথের দিকে দৌড়াতে থাকে; কিন্তু দেখবে কি করে? আর যদি ইচ্ছা করি তবে আমি তাদেরকে যথাস্থানে নিকৃষ্ট আকৃতিতে পরিবর্তিত করে দিতে পারি তখন তারা গমন বা প্রত্যাগমনে সক্ষম হবে না।"

يٰسٓ . وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ . اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ . عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ . تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ . لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ . لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ . اِنَّا جَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ . وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ .

"ইয়াসীন। হক ও বাতিলের মধ্যে ন্যায়ের মিমাংসা-দানকারী কুরআনের কসম! নিশ্চয়ই আপনি নবীগণের জামাআতের মধ্যে শামিল আছেন সত্য ও সঠিক পথের উপর। এই কুরআন সর্বশক্তিমান, দয়াময় আল্লাহর নাযিল করা (কিতাব) সে কওমকে (কুফরী ও দূরাচার সম্বন্ধে) ভয় দর্শানোর জন্য, যাদের পূর্বপুরুষকে কখনও ভয় দর্শানো হয়নি। তজ্জন্য তারা গাফেল ও অজ্ঞ। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকের ব্যাপারে আল্লাহর বাণী সাব্যস্ত হয়ে গেছে। ফলে তারা ঈমান আনে না। আমি তাদের গলদেশে লৌহজিঞ্জিরের শিকল পরিয়েছি। তা তাদের ঠুড়ি পর্যন্ত। তাই তারা পরাভূত ও অক্ষম এবং আমি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রাচীর খাড়া করে দিয়েছি। তা দ্বারা তাদেরকে আড়াল করে ফেলেছি। সে কারণে তারা দেখতে পায় না।"

شَاهَتِ الْوُجُوْهُ شَاهَتِ الْوُجُوْهُ شَاهَتِ الْوُجُوْهُ

"তাদের মুখমণ্ডল বিগড়ে যাক।"

(এই স্থানে شَاهَتِ الْوُجُوْهُ তিনবার লিখিত আছে। তদ্রূপ তিনবার পড়তেও হবে। প্রত্যেকবার পড়বার সময় দুশমনের ধ্যান করবে যে, ধ্বংস হউক এবং ডান হাত উল্টা করে যমীনের উপর মারবে। যেমন হাতের পিঠ যমীনে লাগে।)

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا

এবং ঝুঁকে যাবে (কেয়ামতের দিন) চেহারা সমুদয় আল্লাহ্ হাইয়ুন কাইয়ুমুন এর সম্মুখে। অবশ্য লাঞ্ছনায় পতিত হবে তারা, যারা পাপ ও অত্যাচারের বোঝা কাঁধে বহন করছে।

طٰسٓمٓ - طٰسٓمٓ - حٰمٓ عٓسٓقٓ - مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ

طٰسٓمٓ - طٰسٓمٓ - حٰمٓ عٓسٓقٓ - সম্মিলিতরূপে প্রবাহমান করেন (আল্লাহ্ জল্লাশানুহু) দুইটি দরিয়াকে একই স্রোতে (এবং) উভয়ের মাঝখানে এক পর্দা আছে, যার ফলে উভয়ের কোন একটিও সীমা লঙ্ঘন করতে পারে না। (কাজেই আমরা দেখতে পাই যে, একটির পানি অপরটির পানিতে মিশ্রিত হয়ে লবণাক্ত ও মিষ্টি পানি একাকার হয়ে যায় না। এতে আল্লাহর কুদরতের শান পরিদৃষ্ট হয়।)

حٰمٓ - حٰمٓ - حٰمٓ - حٰمٓ - حٰمٓ - حٰمٓ - حٰمٓ -

(حٰمٓ এই শব্দটি ৭ বার লিখিত আছে তাকে তদ্রূপ ৭ বার পাঠ করতে হবে। ১ম বার পড়ে ডান দিকে ফুৎকার ছাড়বে, ২য় বার বাম দিকে, ৩য় বার সম্মুখের দিকে, ৪র্থ বার পশ্চাতের দিকে, ৫ম বার উপরের দিকে, ৬ষ্ঠ বার নিচের দিকে, ৭ম বার দুই হাতের ভেতর পাতায় দম করে সর্ব শরীর মালিশ করবে।)

حُمَّ الْاَمْرُ وَجَاءَ النَّصْرُ فَعَلَيْنَا لَا يُنْصَرُوْنَ

"কার্য সতেজ হয়েছে। (আল্লাহর) মদদ্ এসেছে। অতএব তারা (দুশমন) আমাদের উপর জয়লাভ করতে পারবে না।"

حٰمٓ . تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ بِسْمِ اللّٰهِ بَابُنَا وَتَبَارَكَ حِيْطَانُنَا يٰسٓ سَقْفُنَا .

"حٰمٓ (এই কিতাব) আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে। যিনি সর্বপ্রবল, সর্বজ্ঞ, পাপমোচনকারী এবং তওবা গ্রহণকারী, (হঠকারী নাফরমানের) ভীষণ শাস্তিদানকারী, মহান ক্ষমতার অধিকারী। নেই কোন উপাস্য পরম সত্য মাবুদ একমাত্র তিনি ব্যতীত। তাঁরই দিকে সকলের (শেষ) প্রত্যাবর্তন। বিসমিল্লাহ আমাদের দরজা ও তবারকাল্লাযী আমাদের (রক্ষী) প্রাচীর, ইয়াসীন আমাদের ছাদ।"

كٓهٰيٰعٓصٓ كِفَايَتُنَا . حٰمٓعٓسٓقٓ حِمَايَتُنَا فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"كٓهٰيٰعٓصٓ শব্দ পাঠ করার সময়ে ডান হাতের অঙ্গুলীসমূহ কনিষ্ঠ হতে আরম্ভ করে প্রত্যেক অক্ষরে এক একটি বন্ধ করবে। (পূর্বে একবার তার নিয়ম উল্লেখিত হয়েছে।)"

كٓهٰيٰعٓصٓ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ।

حٰمٓعٓسٓقٓ আমাদের আশ্রয়।

(حٰمٓعٓسٓقٓ এই শব্দ পাঠ করার সময়ে হাতের বন্ধ করা আঙ্গুলী সমুদয় যেই তরতীবে বন্ধ করা হয়েছিল ঠিক সে তরতীবে এক একটা এক এক হরফ্ পড়ার সাথে সাথে খুলে ফেলবে।)

আল্লাহ তোমার পক্ষে তাদের (দুশমনদের) মোকাবেলাতে যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

(١) سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللّٰهِ نَاظِرَةٌ اَلَيْنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا (٢) سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللّٰهِ نَاظِرَةٌ اَلَيْنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا (٣) سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللّٰهِ نَاظِرَةٌ اَلَيْنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا (٤) سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللّٰهِ نَاظِرَةٌ اَلَيْنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا (٥) سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللّٰهِ نَاظِرَةٌ اَلَيْنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا (٦) سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللّٰهِ نَاظِرَةٌ اَلَيْنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا (٧) سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللّٰهِ نَاظِرَةٌ اَلَيْنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا.

"আরশের পর্দা আমাদের উপর বিদ্যমান। আল্লাহর দৃষ্টি আমাদের হেফাজতে পর্যবেক্ষণরত। আল্লাহর মদদে দুশমন আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না।"

(এই দু'আ سِتْرُ الْعَرْشِ হতে لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا পর্যন্ত ৭ বার লিখিত আছে। তা ৭ বার পড়তে হবে।)

وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُحِيْطٌ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ

"এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে আছেন। (কাজেই দুশমন আমাদের ক্ষতি সাধনের জন্য অগ্রসর হতে পারবে না।) বরং এই কিতাব (যা নবীর উপর নাযিল হয়েছে) মর্যাদাবান কুরআন লাওহে মাহফুযে রক্ষিত।

(١) فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (٢) فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (٣) فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ .

"আল্লাহ পাকই উত্তম রক্ষাকর্তা এবং তিনিই পরম করুণাময়।"

فَاللّٰهُ خَيْرٌ হতে الرَّاحِمِيْنَ পর্যন্ত এই দু'আ তিন বার লিখিত আছে এবং তিনবার পড়তেও হবে।

(١) اِنَّ وَلِيِّيَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ (٢) اِنَّ وَلِيِّيَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ (٣) اِنَّ وَلِيِّيَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ .

"অবশ্যই আমার অভিভাবক আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেন। তিনি সৎলোকগণের অভিভাবকত্ব করেন।"

اِنَّ وَلِيِّيَ হতে الصَّالِحِيْنَ পর্যন্ত দু'আটি তিন বার লিখিত আছে। তদ্রূপ পড়তে হবে।

(١) حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (٢) حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (٣) حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (٤)

حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (٥) حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (٦) حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (٧) حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

"আল্লাহ পাক আমার পক্ষে যথেষ্ট। নেই কোন বর্হক্ (পরম সত্য) মা'বুদ একমাত্র তিনি ব্যতীত। তাঁরই উপর ভরসা করেছি। তিনিই মহান আরশের প্রভু।"

এইস্থানে حَسْبِىَ اللّٰهُ হতে الْعَظِيْمِ পর্যন্ত দু'আটি ৭ বার লিখিত আছে। তা তদ্রূপ ৭ বার পড়তে হবে।

(١) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ (٢) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ (٣) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ .

"সেই আল্লাহর নামে যাঁর নামের সাথে যমীনে বা আসমানে কোন বস্তু ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তিনি শ্রোতা, তিনি সর্বজ্ঞ।"

এখানে بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ হতে الْعَلِيْمِ পর্যন্ত দু'আটি তিনবার লিখিত আছে। তা তিনবার পাঠ করবে।

(١) وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ .
(٢) وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ .
(٣) وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ .

"নাই কোন উপায় শক্তি এবং নাই কোন ক্ষমতা একমাত্র সর্বোচ্চ, মহান আল্লাহর ব্যতীত।"

এখানে لَا حَوْلَ হতে عَظِيْمِ পর্যন্ত দু'আটি তিন বার লিখিত আছে। তিনবার পাঠ করতে হবে।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ . بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

"আয় আল্লাহ জাল্লা শানুহু! সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সমস্ত বংশধর ও সাহাবাগণের উপর পরিপূর্ণ রহমত নাযিল করুন।

ইফা—২০১৭-২০১৮—প্র/০৩২.০৯.১২১—(উ)—৩,২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]